উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

রংদার রোববার

হিট গানের নিরিখে বাংলা ছবির সফলতম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জুটিতে হিট অসংখ্য গান। গৌরীপ্রসন্নের শতবর্ষ হল ডিসেম্বরে। নচিকেতার শতবর্ষ ২৮ জানুয়ারি। প্রচ্ছদে সেই স্মরণীয় সুরকার।

» ১৩ থেকে ১৬-র পাতায় নচিকেতা ১০০

সইফ কাণ্ডে আটক ১

সইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করল পুলিশ। ছত্তিশগড়ের দুর্গ রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। » ৭

বিচারককে ধন্যবাদ

আরজি কর কাণ্ডে রায়ের পর খুশি নির্যাতিতার বাবা-মা। বিচারককে তাঁরা বলেন, 'আপনার উপর ভরসা করেছিলাম, মর্যাদা রাখলেন।' » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৮°
সর্বনিম্ন	১২°	১০°	১০°	১২°

আল্লার ইচ্ছায় বেঁচে আছি, বললেন হাসিনা » ৮

৫ মাঘ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 19 January 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 241

বারলার তৃণমূল যোগের জল্পনা ডুয়ার্সে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। সবকিছু ঠিক থাকলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলিপুরদুয়ার সফরেই তিনি তৃণমূলের পতাকা হাতে নেবেন। বারলার নিজের কথাতেও তেমনই ইঙ্গিত মিলছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে বিজেপির টিকিট পাওয়া নিয়ে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বারলার। টিকিট না পাওয়ায় তিনি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী তথা দলের জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচারেও নামেননি জন। বরং ভোটের প্রচারপর্বে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মনোজের বিরোধিতাই করেছেন। এরপর থেকে বারলার সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের।

বারলা বলেন, 'শাসকদলে যোগদান করতেও পারি। এতে অবাক হবার কিছু নেই। বর্তমানে স্ত্রী অসুস্থ থাকায় আমি দিল্লিতে রয়েছি। সেখান থেকে ফিরে পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমি বিজেপিকে ধোঁকা দিইনি। বিজেপি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।'

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে চা বলয়ের ভোটব্যাংকের জন্য বারলার ওপর ভরসা করেছিল বিজেপি। বারলা তার প্রতিদানও দিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ার আসনে জিতে। কিন্তু পরবর্তীতে সাংসদ বারলাকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপিতে এবং ভোটারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। তাই ২০২৪-এ আর তাঁকে প্রার্থী করার ঝুঁকি নেয়নি গেরুয়া শিবির।

জন অবশ্য বলেন, '২০১৪ সালে আমি বিজেপিতে যোগদানের পর চা বলয়ে বিজেপির ঝান্ডা উড়েছে। তার আগে ডুয়ার্সে বিজেপির ঝান্ডা দেখা যায়নি। ২০১৬ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেই তা স্পষ্ট। মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে মনোজ আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে তিনি একাই জিতিয়ে দেখাবেন। আমিও পালটা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। ফলাফলে দেখা গেল মনোজ নিজের বুথেই জিততে পারেননি। মনোজের চ্যালেঞ্জে বাধ্য হয়ে ওকে হারাতে আমি ভোটের ময়দানে ছিলাম। ফলাফল হাতেনাতে।'

বিজেপি ছাড়ার জল্পনার আগুন উসকে দিয়ে বারলা বলেন, 'এছাড়াও চা বাগানের জন্য বিজেপি কিছু করেনি। কেন্দ্রীয় কোনও প্রকল্প নেই। ওই দলের সঙ্গে থেকে কী হবে? রাজ্য সরকারের অনেক প্রকল্প রয়েছে, যা চা বলয়ের মানুষের উপকারে আসবে। এখন যাঁরা বিজেপি করছেন তাঁরা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি যে দলে যাব তাঁরাও সেদিকে যাবেন।'

এরপর বারোর পাতায়

এনকাউন্টারে হত সেই সাজ্জাক

ভোররাতে পুলিশের নাগাল থেকে বাঁচতে সাজ্জাক ও আবদুল মেঠো পথ পেরিয়ে পালাতে শুরু করে। পুলিশ তাদের ধরতে গেলে দুই দুষ্কৃতী এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে চালাতে নদীর পার বরাবর ঝাড়বাড়ির দিকে যেতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে পুলিশও তখন গুলি চালায়। সাজ্জাক গুলিবিদ্ধ হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়।

বুলেটে বদলা

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

কিচকটোলা সীমান্ত (গোয়ালপোখর), ১৮ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের ধাঁচেই এবার এনকাউন্টার বাংলায়।

রাজ্য পুলিশের ডিজি'র 'চারগুণ গুলি চালাব' হুংকারের ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পুলিশের সঙ্গে 'গুলির লড়াই'য়ে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলম (২৫)-এর। শনিবার ভোরে গোয়ালপোখর থানার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কিচকটোলায় কমপক্ষে ১৫ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এনকাউন্টারস্থলে দাঁড়িয়ে খোদ পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদবও 'অনেক গুলি চলেছে' বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয়, দুষ্কৃতীর গুলিতে কোনও পুলিশকর্মীর জখম হওয়ার খবর নেই। আইজি বলছেন, 'আত্মরক্ষার্থেই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। অভিযুক্তকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টাও হয়েছে।'

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাজ্জাককে নিয়ে যাওয়া হয় গোয়ালপোখরের লোধন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়, তখনও সাজ্জাক জীবিত ছিল। তার পায়ে, পিঠে ও বুকে তিনটি গুলির ক্ষত রয়েছে। চেষ্টা চালালেও সাজ্জাককে বাঁচানো যায়নি।

গত ১৫ জানুয়ারি পাঞ্জিপাড়ার ইকরচালা এলাকায় দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে পালিয়ে যায় খুনের মামলায় বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক। তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দিতে এবং পালাতে সাহায্য করে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আবদুল হুসেন। আবদুল জালে ধরা না দিলেও পুলিশের রাডারে রয়েছে বলে দাবি। যদিও তার অবস্থান নিয়ে পুলিশের শীর্ষকর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

কলকাতার ভবানী ভবনে অবশ্য সাংবাদিক বৈঠক করে এনকাউন্টার নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম ও এরপর বারোর পাতায়

আরজি করে খুনে সঞ্জয় একাই দোষী

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ঘটনার ১৬২ দিনের মাথায় ১৬০ পাতার রায়। ৫৯ দিনের বিচার প্রক্রিয়া। তাতে দোষী সাব্যস্ত একমাত্র সেই সঞ্জয় রায়। আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত। যদিও পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় একা এই অপরাধ করেছে বলে মনে করে না সমাজের অনেকে। বিচারক অনির্বাণ দাসের পর্যবেক্ষণে কিন্তু সেই প্রশ্নটি আছে।

পুলিশ ও আরজি কর মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর পর্যবেক্ষণে। ওই মেডিকেলের এমএসভিপি, প্রিন্সিপাল, বিভাগীয় প্রধানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রেখেছেন। তবে শিয়ালদা আদালতের বিচারককে স্পষ্ট করে সঞ্জয়কে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আপনাকেই দোষী মনে করছি।'

সোমবার সাজা ঘোষণা নির্ধারিত হয়েছে। সেই সাজা যে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে,

এরপর বারোর পাতায়

প্রমাণে যা যা

- ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজে সঞ্জয়ের উপস্থিতি
- সেখানে উদ্ধার হওয়া চুলের সঙ্গে সঞ্জয়ের চুলের মিল
- উদ্ধার হওয়া হেডফোন যে সঞ্জয়েরই, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত সিবিআই
- অভিযুক্তের প্যান্ট ও জুতোয় নির্যাতিতার রক্তের দাগ
- নির্যাতিতার দেহেও সঞ্জয়ের ডিএনএ মিলেছে

দু'পারের গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, জখম জওয়ানও

এম আনওয়ারউল হক ও কল্লোল মজুমদার

বৈষ্ণবনগর, ১৮ জানুয়ারি : সীমান্তে ফের ঝামেলা মালদায়। বিবাদে জড়ালেন দুই দেশের গ্রামবাসীরা। বৈষ্ণবনগর থানার সুকদেবপুরে শনিবার বাংলাদেশ থেকে এসে কয়েকজন দুষ্কৃতী বেশকিছু জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়ায় বিবাদের সূত্রপাত। উত্তেজিত ভারতীয় বাসিন্দারা জমিতে বিএসএফ জওয়ানদের নিয়ে গেলে ওপার থেকে বাংলাদেশিরা ইট-পাথর ছোড়ে বলে অভিযোগ। যাতে পাথরের আঘাতে মাথা ফাটে এক জওয়ানের। আহত হন আরেকজন জওয়ান।

গোলমালের সুযোগে সীমান্ত টপকে এদেশে ঢুকে পড়ায় কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিককে তাড়া করে বিএসএফ। সঙ্গে ছিলেন এলাকাবাসী। পালটা সীমান্তের ওপারে জড়ো হয় কয়েকশো মানুষ। যাঁদের হাতে অস্ত্র দেখেছে এপারের মানুষ। যদিও বিএসএফ ও ভারতীয়দের তাড়ায় বাংলাদেশিরা পালিয়ে যায়। কিন্তু দু'পারেই দীর্ঘক্ষণ জড়ো হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। গ্রামবাসীর অভিযোগ, সীমান্তের ওপার থেকে বোমাও ছোড়া হয়।

বিএসএফের অবশ্য দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিবি।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দুই বন্ধ বাগান নিয়ে জট পাকছে
» নয়ের পাতায়

নয়দিনের মাথায় ফের জোড়া হাতি
» এগারোর পাতায়

শ্লীলতাহানির অভিযোগে চাকরি গেল সিভিকের

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে চাকরি খোয়াল আরেক সিভিক ভলান্টিয়ার। দিনকয়েক আগে পপি চাষে যুক্ত থাকার অভিযোগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়ায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি গিয়েছিল। ওই সিভিক সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিল। এবার চাকরি গেল একই ব্লকের পাতলাখাওয়ার পাশের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আরেক সিভিকের। এই তরুণ পুলিশের ডিআইবি বিভাগে কর্মরত ছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, চকোয়াখেতির ওই সিভিক ভলান্টিয়ার ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যর নামে সেই ব্যক্তিরই এক বৌদি ও ভাইঝি অভিযোগ করেন আলিপুরদুয়ার মহিলা থানায়। সেই অভিযোগপত্রে শ্লীলতাহানির অভিযোগও করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই চাকরি খোয়াতে হল তাকে।

শনিবার এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খান বলেন, 'ওই সিভিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়মমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'

অভিযুক্ত ওই সিভিকের সঙ্গে মোবাইল মারফত যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তার মোবাইল বন্ধ ছিল। সেই তরুণের প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহ থেকেই নাকি তাকে গ্রামে দেখা যাচ্ছে না। এই পারিবারিক সমস্যা নিয়ে এলাকায় সালিশি সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে টাকা দিয়ে মিটমাট করার কথা ওঠে। তবে সেই সভা ভন্ডুল হয়ে যায়। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পর বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

মহিলা থানা থেকে ওই সিভিক সহ অন্যদের খোঁজ শুরু হয়েছে। আপাতত জামিন না পাওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়াতেই ওই সিভিক গা ঢাকা দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ নিজেদের মতো তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি তৃষ্ণা লিম্বু জানান, ওই শ্লীলতাহানির ঘটনার তদন্ত চলছে। কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায়নি। এরপর বারোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বয়স্ক কোনও অভিজ্ঞের পরামর্শে নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেন। সংসারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। কোনওরকম প্রলোভনে পা দেবেন না। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

বৃষ : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন, সেই বিষয়টি নিয়ে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। ব্যক্তিগত কারণে এ সপ্তাহে উদ্বেগ থাকবে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি।

মিথুন : ব্যবসায় বাড়তি অর্থ লাভ হবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। অধিক ভোগেচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে সমস্যা তৈরি করবেন।

কর্কট : বিভিন্ন রকমের ব্যবসা শুরু করার চিন্তা মাথায় আসবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি হাতে পেয়ে খুশি হবেন। নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। বাবা ও মায়ের দিকে খেয়াল রাখুন। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে। অহেতুক আবেগে অতিরিক্ত অর্থব্যয় এবং সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বললেই সংকট কাটবে।

কন্যা : শরীরের দিকে নজর দিন। বিনিয়োগ নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবসায় এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ নিয়ে কারও পরামর্শ নিন। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে কোনও কাজে সমস্যা তৈরি করে ফেলবেন নিজেই।

তুলা : এ সপ্তাহে আপনার মননশীলতা প্রত্যেকের প্রশংসালাভ করবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। পরিবারে ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অতি ভোগেচ্ছায় সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে।

বৃশ্চিক : চাকরিক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সংশয় থাকলেও তা গ্রহণ করুন। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পাওনা আদায়ে অতিসক্রিয়তা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু : নিজের অজান্তেই কোনও অন্যায় কাজের সমর্থন করে মানসিক অশান্তি। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পাবেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকা ভালো। লোভ আপনার ক্ষতি করবে। কোনও মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। সংসারের প্রয়োজনে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থব্যয় করতে বাধ্য হবেন।

মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ হলে অবশ্যই নিজে যোগ দিন। এ সপ্তাহে সুসংবাদ পেতে পারেন। আঘাতজনিত কারণে বন্ধ রাখতে হতে পারে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ।

কুম্ভ : বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মতানৈক্য। বাড়ির কোনও কাজে অর্থব্যয় হলেও তা মানসিক শান্তি দেবে। বাবার পরামর্শে কোনও জটিল সমস্যা কাটবে। খাবারে রাশ টানুন।

মীন : দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে খুশি হবেন। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ মিলবে। দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে আবেগে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। সর্দি-জ্বরে ভোগার আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৯ পৌষ, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫, ৫ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ বদি অধিক, ১৮ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। রবিবার, পঞ্চমী দিবা ৭।২১। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।৪১। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ২।২৩। তৈতিলকরণ দিবা ৭।২১ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।১৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।২১ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২৮ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৮ গতে ৩।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।২১ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৫।৪১ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম-দিবা ৭।২১ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোভাব দিবস। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৭ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১২।১৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১ গতে ৯।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে।

হাঁস পালনে আয়ের দিশা

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। অনেকেই স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার পথ বেছে নিচ্ছেন। সেখান থেকে তাঁরা ভালো রোজগারও করছেন। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে একটা হল হাঁস প্রতিপালন। খুবই অল্প পুঁজিতে এই ব্যবসা শুরু করা যায়। তাই হাঁস পালন বর্তমানে অনেকের কাছে আয়ের একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তুলনামূলকভাবে কম পুঁজিতে শুরু করা যায় ব্যবসা। তাছাড়া সঠিক পরিকল্পনা ও যত্নের মাধ্যমে ভালো লাভ করা যায়।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার অনিলনগরের বাসিন্দা বাইশ বছর বয়সি বাবু বর্মন হাঁস প্রতিপালন করে নতুন আয়ের দিশা খুঁজে পেয়েছেন। বাবু জানালেন, হাঁস পালন শুরু করার জন্য বড় পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় না। মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি হাঁস পালন শুরু করেছিলেন। এখন তাঁর খামারে খাঁকি ক্যাম্পবেল এবং ভারতীয় রানার এই দুই প্রজাতির হাঁস রয়েছে। প্রথমে মাত্র ৫০টি হাঁস দিয়ে শুরু করলেও এখন তার খামারে প্রায় ৫০০টি হাঁস রয়েছে। ডিমের পাশাপাশি মাংসের বাজারেও চাহিদা রয়েছে দুই প্রজাতির হাঁসের। বাবুর কথায়, 'হাঁস ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে প্রতি মাসে ৮৫ থেকে ৯০ হাজার রোজগার হয়।'

বাবুর এমন ব্যবসা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এলাকার বেশ কয়েকজন তরুণ। স্থানীয় শিবু দাস, রাজা রায় সহ আরও অনেকে এখন বাবুর কাছ থেকে হাতেকলমে হাঁস প্রতিপালন করা শিখছেন। বাবুর কাছে হাঁস প্রতিপালন করতে আসা শিবু বললেন, 'হাঁস পালন একটি ভালো ব্যবসা। অল্প পুঁজিতে আর ছোট জায়গাতে হয়ে যায়। অন্য যে কোনও কাজের পাশাপাশি বিকল্প আয়ের ভালো মাধ্যম। তাই শিখে রাখতে চাই।'

পাত্র চাই

■ 32/5'-1", M.Sc. (Phy.), ফর্সা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত পরিবার, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষিকা, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। (M) 9800782539. (C/114421)

■ 27+/5'-5", Higher Secondary pass, fair, beautiful family business, own house in Katihar, Bihar. Seeking suitable employed/businessman Brahmin groom within 29-35 yr. (M) 6299564654. (C/114459)

■ ঘোষ, 26/5'-5", সুশ্রী, ফর্সা, M.Farm, কলকাতায় বেসরকারি IT Sector-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত/চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব 33 পাত্র চাই। হরিরামপুর, দঃ দিনাজপুর। ফোন-৯০৯১৬৩৫১৪৬.

■ 1980-তে জন্ম, M.A. Information Technology-তে Dip., 5'-4", ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর সুচাকরিজীবী উপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/113751)

■ দাস, প্রাঃ শিক্ষিকা, M.A., 28/5'-1", কোচঃ সদরে বাড়ি ও চাকরি। পিতা-মাতা উভয়েই চাকরিজীবী। এই পাত্রীর জন্য 34 মধ্যে সঃ চাকুরে সুপাত্র চাই। (M) 7001805814. (C/114462)

■ পাত্রী নমশূদ্র, ৩৪, প্রাথমিক শিক্ষিকা, ৫'-১", M.A., B.Ed., সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9933823988. (C/114469)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/113752)

■ ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, ফর্সা, সুশ্রী, নর, 32/5'-4", M.A. Eng., B.Ed., Pvt. H.S. স্কুল শিক্ষিকা। 38-এর মধ্যে শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474389304. (C/114471)

■ পাল, 28/5'-3", B.Sc., B.Ed., কম্পিউটার, গিটার, Yoga Diploma পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কাম্য। (M) 7031442709. (C/113388)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 29, উচ্চতা 4'-10", fair & pretty, MD (General Medicine) 2nd year, Govt. Medical College পাত্রীর জন্য Doctor (Minimum MBBS) পাত্র কাম্য। (M) 9064566374 (7 P.M.-10 P.M.). (C/113754)

■ কুণ্ডু, 33/5'-2", B.A.(H), ডাবল M.A., ফর্সা পাত্রীর সরকারি/বেঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8116306079. (C/113386)

■ কায়স্থ, 30/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, Convent Educated, M.Sc. (Math), সরকারি কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র চাই। M/W : 8172025967. (C/114488)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সাহা, বয়স ২৮+, M.Tech. Eng., ব্যাঙ্গালোরে Intel Comp.-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9476393051. (C/114481)

■ রাজবংশী, 32+/5'-4", BBA, ফর্সা, সুশ্রী, মিউচুয়াল ডিভোর্সি (মাঙ্গলিক কাটানো হয়েছে) পাত্রীর জন্য 38-এর মধ্যে সঃ/বেসরকারি কর্মরত পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9474086394. (C/114482)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 26/5'-5", M.Sc. (Gold Medalist), B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেঃ সঃ কর্মচারী। এইরূপ পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, সরকারি/বেসরকারি (MNC) চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9474626798. (C/114472)

■ পাত্রী এমএ, ৩৪, উচ্চতা ৫'-২", ফর্সা, (ক্ষত্রিয়) বাঁ-হাত দিয়ে কিছু করতে পারে না। স্বহৃদয় পাত্র চাই। মোঃ 9474087027. (C/114473)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মেষ, দেব, 34/5'-4", MCA, সুশ্রী, ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী। নামমাত্র ডিভোর্সি। ব্যাংক অফিসার পাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8617058682, 8617050257. (C/114346)

■ সাহা, 26+/5'-5", B.A. (অসমাপ্ত), ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9474332075.

■ পুঃ বঃ কায়স্থ, 34/5'-3", M.A., ফর্সা ও সুশ্রী, Education in Bihar, পিতা Retd. রেল কর্মচারী, দাদা Bank Manager, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। Ph : 7001471993. (C/114349)

■ সাহা, সুন্দরী, ৩২+/৫'-২", SSC শিক্ষিকা, SSC শিক্ষক/সঃ চাকরি, ৩৩-৩৫ বয়সের Gen. পাত্র চাই। 9679020738. (P/S)

■ নমশূদ্র, 24/5'-1", M.A. (Edu.), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। B.Ed. ২য় বর্ষ, জলপাইগুড়ি সরকারি B.Ed. কলেজ। পিতা চা বাগানে কর্মরত, মা সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474415927. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, BDS, M PH পাঠরতা (Nimhans, Bengaluru) সুদর্শনা, ফর্সা, 29, ডাক্তার কন্যার জন্য ডাক্তার পাত্র কাম্য। 9831386242. (C/114485)

■ ক্ষত্রিয় (ময়মনসিংহ), 29+/5'-2", সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8016690615, 9002380801. (C/114486)

■ কায়স্থ, ৩৯/8'-৯", H.S., ফর্সা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর চাকরি অথবা বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 7557859365. (B/B)

■ কায়স্থ, 31/5'-5", English (M.A.), B.Ed. (Regular), ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9434884826. (C/114498)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9734485015. (C/114357)

■ ব্রাহ্মণ, 25/5'-3", B.A. Pass, ঘরোয়া, গান জানা, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9432076030. (C/114357)

■ কুলীন কায়স্থ, 33/4'-9", ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম, নরগণ, B.A. (Hons.), PG DNWK, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি ও তার নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9563111528. (C/113674)

■ কোচবিহার নিবাসী (ঘোষ), 28+/4'-11", স্নাতক, D.El.Ed., স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ইস্যুলেস পাত্রীর জন্য 35 মধ্যে ইস্যুলেস ডিভোর্সি, বা নন ডিভোর্সি, চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Ph.No. 6296453282, 9635070617. (C/113170)

■ ব্রাহ্মণ, ফর্সা, সুন্দরী, 24/5'-5", B.Tech., Bangalore IT-তে কর্মরতা, নৃত্য অনুরাগী। Bangalore IT-তে কর্মরত, অনূর্ধ্ব 27, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 7908529624. (C/114492)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 5'-3"/32+, M.A., B.Ed., শিক্ষিকার জন্য সরকারি চাকরিজীবী বা সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9064021249. (C/113669)

■ ঘোষ, 28/5'-2", M.A., D.El. Ed., টেট পাশ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কায়স্থ চলিবে। (M) 7478205630. (C/113672)

■ সরকার, কাশ্যপ গোত্র, নমশূদ্র, 26/4'-7", B.A. অনার্স, সংগীত জানা, রান্নায় পারদর্শী, দেবগণ, লক্ষীট্যারা, উচ্চশ্যামবর্ণ, ঘরোয়া, সুশ্রী, হ্যামিল্টনগঞ্জ নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। (M) 7908957280. (C/114496)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5', সুশ্রী, M.A., B.Ed., নেট কোয়ালিফায়েড, Ph.D., পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 34, ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরি পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8145054342. (B/S)

■ পাত্রী মূক ও বধির, 27/5', মাধ্যমিক, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, মূক ও বধির উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9002479238. (M/M)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509032880. (C/114505)

■ নমশূদ্র সরকার, 34/5'-3", M.A., সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 9641329517. (C/114354)

■ পাল, দেবারি, 29/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509914223. (C/114506)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন-B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ীকর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114354)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, ভূগোলে M.A., ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114357)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, B.Tech., ব্যাঙ্গালোর-এর MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114357)

■ সাহা, 30+/5'-4", বিএসসি, ডি.ফার্মা, ICT টিচার। উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার শহর/সংলগ্ন অগ্রাধিকার। (M) 8436368274. (C/114357)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৭+ বছর বয়সি, M.Tech. পাশ, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা, সুন্দরী। এইরূপ কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9332120790. (C/114357)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc. (Math), প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুলের শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/114357)

■ পাত্রী বারুজীবী, 24/5'-2", B.A. (Hons.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর নিবাসী পাত্র চাই। (M) 7970694899. (S/N)

■ পাত্রী 28/5'-3", B.A. (Hon.), L.L.B, সুশ্রী, দেবারি, অনূর্ধ্ব 34, উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত পাত্র চাই। সময় : 4 P.M. - 11 P.M. (M) 9475244338. অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (C/114356)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য অফিসার/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832427133. 9C/113678)

■ পাল, 35+/5'6", M.A, D.El. Ed ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী, GEN, 40 মধ্যে সঃ চাকুরি / ব্যবসা পাত্র কাম্য। 7908243994. (M-112655)

■ কায়স্থ ২৮ বালুরঘাট নিবাসী D.Ed + MA পাস ঘরোয়া কন্যার জন্য সরকারি চাকুরিরত পাত্র কাম্য. Mob no 9064600125. (M/112657)

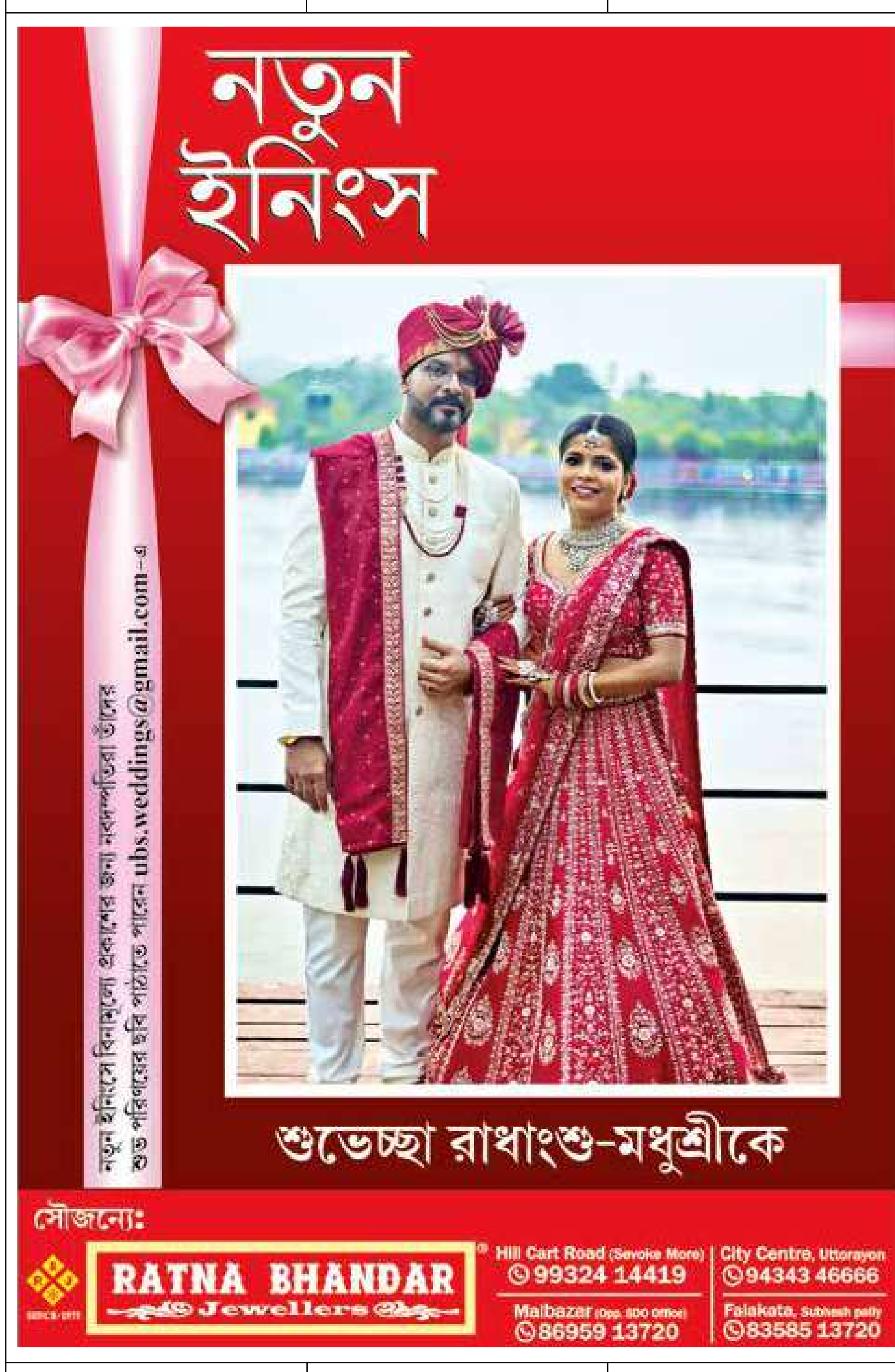

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, M.Tech., গভঃ ব্যাংক-এ ক্লার্ক। এইরূপ শিক্ষিতা, সুন্দরী কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9332120790. (C/114357)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি (২ বছরের ছেলে সন্তান আছে), শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৫, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/114357)

■ কোচবিহার নিবাসী, জন্ম ১৯৯৩, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114357)

পাত্রী চাই

■ General, 33/5'-9", সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র, নেশাহীন, ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7003763286. (C/114357)

■ নমশূদ্র সরকার, 31/5'-9", M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া Asst. পদে কর্মরত, সুপাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9733066658. (C/114357)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা ও বাড়ি, বয়স ৩৫, মাধ্যমিক পাশ পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। মোবাইল-9832363479. (C/113677)

■ কায়স্থ, 5'-5"/28 বছর, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7865819001. (C/113673)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় Area Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 24-28, সুযোগ্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/113671)

■ মাহিষ্য, ২৮/৫'-৭", B.A., প্রাথমিক শিক্ষক, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সুদর্শন, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ভাওয়াল মোড়, কোচবিহার। (M) 9851234967. (C/113169)

■ পাত্র সাহা, 43/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9046472177 (3-8 P.M.). (A/B)

■ কুলীন কায়স্থ, ৩৫/৫'-৬", দেবারিগণ, পাত্র নামী বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, ডিভোর্সি। উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9434027098. (C/113666)

■ কর্মকার, 33/5'-7", জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬, চাকরিজীবী, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। পিতা রিটায়ার্ড সঃ চাঃ, মাতা গৃহবধূ। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 9932918548. (C/113670)

■ কায়স্থ, দে, দেবারিগণ, 34/5'-9", Registered Pharmacist+Nutritionist, শিলিগুড়ি, দাবিহীন, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8250428674. (C/114352)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স ৩০+, উচ্চতা ৫'-৬", বিটেক ইঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়িতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কর্মরত। সুশ্রী, চাকরিরতা যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9800676103, 9641249103. (B/S)

■ ডিভোর্সি, কর্মকার, ৩১/৫'-৯", নিজস্ব ব্যবসা। ঘরোয়া পাত্রী চাই। স্বল্পদিনের ডিভোর্সি চলবে। (M) 9434840464. (C/114357)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সরকারি চাকরি (Group-A), পাত্রের 40-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/114353)

■ কায়স্থ, বারুজীবী, 29/5'-7", Medicine Co. Chemist, উঃ শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য, OBC চলিবে। জলঃ। 9064474682. (C/113675)

■ পাত্র ডিভোর্সি, 30/5'-5", ব্যবসায়ী। অবিবাহিতা অথবা নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8617891433. (C/114354)

■ EB কায়স্থ, 36+/5'-5", Animator, শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘরে বসে কাজ, বার্ষিক আয় ৮/৯ লাখ, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, স্লিম পাত্রী কাম্য। (M) 9434376634. (C/114354)

■ পাল, 30, B.A., 5'-6", বড় ব্যবসায়ী। বাড়ি, গাড়ি আছে। সুদর্শন, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/114508)

■ বীরপাড়া নিবাসী, বসাক, MBA, 29/5'-8", PWC আমেরিকান কোম্পানিতে (IT Sector) চাকরিরত পাত্রের, বসাক, সুশ্রী, ঘরোয়া, চাকরিরত, স্ববর্ণ পাত্রী চাই (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য)। (M) 9434145488 (সময় : সন্ধে ৪টা থেকে 9টা)। (C/114355)

■ দত্ত, দাবিহীন, 40+/5'-7", উচ্চমাধ্যমিক, ব্যবসায়ী। 34 মধ্যে SC বাদে ফর্সা, মাধ্যমিক পাত্রী চাই। (M) 8250336960. (C/114355)

■ বিপ্র, চক্রবর্তী, বাৎসব গোত্র, 39/5'-4", ব্যবসায়ী, স্ত্রী বিয়োগ, 7 বৎসরের একটি কন্যাসন্তান আছে। একক সংসার, পাত্রী চাই, বিধবা, ডিভোর্সি চলবে। মোঃ 9933304681. (D/S)

■ বৈশ্য সাহা, M.Tech., 31/5'-5", Wholesale Medicine, অভিজাত পরিবার। শিক্ষিতা, সুন্দরী, উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ, 26 অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। (M) 8240900648. (S/M)

■ সুন্নি মুসলিম, 28/5'-10", B.E., MNC-তে কর্মরত। পিতা আর্মি (Retd.). কনভেন্ট/B.Sc., ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 8813973107, জলপাইগুড়ি। (C/114357)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114357)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৪, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114357)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৯, গভঃ সার্ভিসহোল্ডার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/114357)

■ ২৭ বৎসর, B.Tech., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910246105. (K)

■ সাহা, 33+/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7602816129. (C/114487)

■ জন্ম ১৯৯১, রাজ্য সরকারের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত, পরিবারের একমাত্র উপযুক্ত ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/114357)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, MCA, গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114357)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MBBS, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, পিতা ডাক্তার, এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/114357)

■ কুলীন কায়স্থ, 5'-11"/44 বছর, সুদর্শন, পুলিশ ইনস্পেকটর পাত্রের জন্য 31-36, উচ্চতা 5'-4", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নম্র সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832885522, 9733156407. (C/113755)

■ সরকার, Gen., সরকারি প্রাঃ স্কুলের H.M., B.Sc., D.El. Ed., ৩০/৫'-৬", নিজস্ব বাড়ি, বাবা-মা শিক্ষক। শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী, স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। (M) 7479006160. (C/114357)

■ কুলীন কায়স্থ, B.Tech., ২৯+/৫'-৭", সেন্ট্রাল গভঃ কর্মী (CPWD, J.E), শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট, পিতা রিটায়ার্ড পেনশনার, একমাত্র পুত্রের জন্য ৫'-৪"-এর মধ্যে অনূর্ধ্বা ২৫ শিক্ষিতা, সুন্দরী ও ঘরোয়া কায়স্থ পাত্রী কাম্য। সত্বর যোগাযোগ-(M) 9474760944. (C/113383)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত, পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। 9933357298 (W/A). (C/114474)

■ পাত্র দাবিহীন ব্রাহ্মণ, 37+/5'-5", ফর্সা, B.Com., Hardware Diploma, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী। যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9002618182. (C/114483)

■ নমশূদ্র, 30/5'-6", B.Tech., WBSEDCL-এ Asst. Engg. (S.M) পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, ভদ্র পরিবারের 25-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 9083914684. (C/113163)

■ নমশূদ্র, কাশ্যপ, ৩৫, শিক্ষক পাত্রের জন্য একই বর্ণের নিরামিষ পাত্রী কাম্য। (M) ৭৩৬৮০৭৬৪৭৪, ৯০০২৫১২৩৪৪. (C/113164)

■ পঃ বঃ, কোচবিহার, কায়স্থ, M.A., B.Ed., 32+, বেঃ সঃ চাঃ। ন্যূনতম স্নাতক, ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। (M) 7384857713. (C/113165)

■ গন্ধবণিক, নরগণ, শিলিগুড়ি, 30/5'-8", MCA, সঃ ব্যাংকে কর্মী, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, 25/5'-2", স্বঃবর্ণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8637304411. (C/114476)

■ Govt. A Gazetted Lecturer, M.Tech, 36/5'9" পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/সুশিক্ষিতা উঃদিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056. (M/112655)

■ গুহ, কাশ্যপ গোত্র, 48/5'-7", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, সংসারী পাত্রী চাই। (M) 8260206971. (K)

■ পূঃ বঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, কলকাতা নিবাসী, বৃশ্চিক লগ্ন, কন্যা রাশি, স্কুল শিক্ষক (D.A. Getting School), উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9836043773. (K)

■ EB বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কলকাতায় ফ্ল্যাট, গাড়ি, নরগণ, অমাঙ্গলিক, 31/5'-10", M.S. Comp. Sc., Tata Group-এর সহযোগী MNC কলিতে Data Scientist হিসেবে কর্মরত। শিক্ষিতা, সুশ্রী, উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। ফোন : 8777272717. (K)

■ WB কায়স্থ, ৩৫+/৫'-৬", কর্কট রাশি। কলকাতায় নিজ ফ্ল্যাট। MBA, প্রাইভেট সেক্টর-এ কর্মরত, ৩২-এর মধ্যে পাত্রী চাই। ফোন : 6290713212. (K).

■ কায়স্থ, 5'-10", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, 31+, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। মোঃ 8337836673. (C/114478)

■ পাল, আলম্মান গোত্র, 33+/5'-5", H.S., ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে কর্মরত, মালবাজারে বাড়ি পাত্রের ঘরোয়া, শিক্ষিতা সুপাত্রী চাই। (M) 8346978757. (B/B)

■ কায়স্থ, MBA পাশ, নরগণ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং IOC নিজস্ব শেয়ার, 35/5'-9", ফর্সা পাত্রের জন্য ফর্সা পাত্রী কাম্য (শিলিগুড়ি বাদে)। (M) 9775836109, 03564-258039. (C/113753)

■ 37, ডিভোর্সি, ঘোষ, 5'-7", সরকারি গ্রুপ-সি পদে কর্মরত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641139653. (C/114489)

■ কায়স্থ, 43+/5'-8", মাধ্যমিক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কায়স্থ, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9647218701. (B/B)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 29/5'-7", M.Sc. (Chem.), কলকাতায় MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মা গৃহিণী। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8918780746. (B/B)

■ B.Tech. Engg., 41/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784.

■ কায়স্থ, ৩৪+, M.A., ৫'-৬", একমাত্র সন্তান, স্থায়ী সঃ কর্মী। কায়স্থ, ফর্সা, M.A./M.Sc. পাত্রী চাই। 9332669115. (C/114470)

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 34/5'-6", জলপাইগুড়ি পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113368)

■ রাজবংশী, 28/5'-6", জলপাইগুড়ি নিবাসী, W.B. Police-এ Wireless Operator, একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (M) 9932992815 (রাত্রি ৮টার পর)। (C/113665)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 40+/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/113382)

■ B.Tech, 32, ব্রাহ্মণ, সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য বাঙালি, ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, সুশিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9531563164. (C/114452)

■ পূঃ বঃ, তিলি, 37/5'-7", হায়ার সেকেন্ডারি ড্রপআউট, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি ও ব্যবসা, একমাত্র ছেলের জন্য 34-এর মধ্যে পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9735043633. (C/114464)

■ তন্তুবায় (বসাক), কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরিরত। Stastical officer, 35/5'6"। সুশ্রী, সুন্দরী পাত্রী চাই। স্ববর্ণ পাত্রী অগ্রগণ্য। Mob-7430872274. (M/112655)

■ মাহিষ্য দাস 33+/5'11" WBCS অফিসার পাত্রের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছোট ভাই প্রফেসর। 9832035922 / 8250296494. (M/E.D)

■ মালদা শহর নিবাসী, সাহা 33/5'10" ডিপ্লোমা- ঔষধ ব্যবসায়ী শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। M-9474475490. (M/114001) ১৯ জানুয়ারি

■ সাহা 37, বিকম, 5'6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M)9531621709. (C/114448)

বহুদিন বাদে রাজ্যে আবার এনকাউন্টার, যা নিয়ে শনিবার দিনভর চর্চা চলল বাংলাজুড়ে। রাতভর পুলিশের অভিযানের পর রক্তে ভাসল গোয়ালপোখরের কিচকটলা গ্রাম। পুলিশকে গুলি করে ফেরার সাজ্জাক আলমের মৃত্যুতে পুলিশ যেমন স্বস্তি পেল, তেমনই 'বেশ হয়েছে' বলল তারই প্রতিবেশীরা।

এনকাউন্টারের পর ঘটনাস্থল ঘিরে রেখে নমুনা সংগ্রহ পুলিশের। শনিবার।

সাজ্জাক নেই, শুনে স্বস্তি গ্রামে

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ১৮ জানুয়ারি : সাজ্জাক আলমের মৃত্যুতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে করণদিঘির ছোট সোহার গ্রাম। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে থাকা ছোট্ট এই গ্রামের বাসিন্দারা একসুরে বলছেন, ওই পরিবারের জন্য গ্রামে শান্তি ছিল না। সাজ্জাকের প্রয়াত দাদা বদরুলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শাহজাদি বেগমও এমনটাই মনে করেন। তিনি বলেন, 'সাজ্জাকের মৃত্যুর খবর গ্রামের মানুষের কাছে শুনেছি। যেমন কর্ম করে জেলে গিয়েছিল তেমনভাবেই ওর মৃত্যু হল। ওর মৃত্যুতে আমার কোনও শোক নেই। স্বামী মারা যাওয়ার পরে বিড়ি বেঁধে দুই ছেলে-এক মেয়েকে নিয়ে কোনওক্রমে সংসার চালাই। ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখি না।'

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা হাজি আকতার আবিদ সাজ্জাকের প্রতিবেশী। তিনি বলেন, 'আবদুল মজিদের চার ছেলে আকতার, মুরতাজ, বদরুল ও সাজ্জাক। তাদের মধ্যে বদরুল আগেই মারা গিয়েছে। সাজ্জাকের মৃত্যু হয়েছে এনকাউন্টারে। মেয়ে মর্জিনা ও ছোট মেয়ে তিতলি। ছোট জামাই তোফাজুল নাদিমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তারপর গ্রামের বাসিন্দারা আব্দুল মজিদকে গ্রামে ফিরতে দিতে চায়নি। কাকুতিমিনতি করে মজিদ গ্রামে ফিরে আসে। আজকে সকালে জানতে পারি সাজ্জাককে পুলিশ এনকাউন্টার করে মেরেছে। ওর দেহ গ্রামে ফিরবে কি না জানা নেই। এটুকু বলব, সাজ্জাকের এনকাউন্টারে করণদিঘির বাসিন্দারা স্বস্তিতে বসবাস করতে পারবে।' একই মত পোষণ করেন প্রতিবেশী প্রদীপ তাঁতি। ছোট সোহারের আরেক বাসিন্দা শেখ জালি বলেন, 'সাজ্জাকের মৃত্যুতে গ্রামে কোনও প্রভাব পড়েনি, কারণ ওদের কার্যকলাপে গ্রামবাসীরা বিরক্ত।

সাজ্জাকের বোন মর্জিনার গ্রাম বড় সোহারে। তার বাড়ির সামনেই রয়েছে পুলিশ মোতায়েন। মর্জিনার পাশেই ছোট বোনজামাই তোফাজুল নাদিমের বাড়ি। বর্তমানে সে জেলে। বাড়িতে নেই মার্জিনা ও ছোট বোন তিতলি। মর্জিনার খোঁজে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন জেলা পুলিশের কর্তারা।

করণদিঘি ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক রানা রায় বলেন, '২০১৯ সালে নবমীর রাতে খুন করেছিল করণদিঘির মুরগি ব্যবসায়ী সুবেশ দাসকে। তদন্তে নেমে খুনের পান্ডা সাজ্জাক আলমকে গ্রেপ্তার করেছিল করণদিঘি থানার পুলিশ। আদালতে বিচার চলছিল। সাজ্জাক সুবেশকে গুলি করে খুন করেছিল। পুলিশও গুলি করে তাকে মেরেছে। সুবেশের পরিবার ও করণদিঘির সাধারণ মানুষ এবার স্বস্তিতে বসবাস করবে।'

অতিষ্ঠ প্রতিবেশীরা

- সাজ্জাকের বাবাকে গ্রামে ফিরতে দিতে চাননি প্রতিবেশীরা
- সাজ্জাক মারা যাওয়ার পর তার দিদি ও বোন মর্জিনা ও তিতলি বাড়ি ছেড়ে উধাও
- দিদি মর্জিনার খোঁজে অভিযান পুলিশের
- সাজ্জাকের মৃত্যুতে দুঃখ পাননি বৌদি শাহজাদি

ঘটনায় দোষী বাকিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান করণদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধীমান বর্মন। মৃত সুবেশ দাসের মামা মোহিনীমোহন দাস বলেন, 'সাজ্জাকের মৃত্যুতে সুবেশের আত্মা শান্তি কিছুটা পেল। বাকিদের ফাঁসি চাই।'

শনিবার সুবেশের বাড়িতে পৌঁছে দেখা যায় বাড়ির গেটে দুই পুলিশকর্মী মোতায়েন। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি মেলে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সুবেশের স্ত্রী ভানু দাস। সাজ্জাকের মৃত্যুর খবর পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'স্বামীর খুনির মৃত্যু গুলিতেই হল, আমি খুশি। বাকিদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি বিচারকের কাছে।' সুবেশের বছর দশেকের ছেলে রাজদীপ। মায়ের মতো সেও বাবার খুনিদের ফাঁসি চাইছে।

রক্তে লাল শেরওয়ানি নদী

অরুণ ঝা

কিচকটোলা সীমান্ত (গোয়ালপোখর), ১৮ জানুয়ারি : শীতের সকালে কনকনে হওয়া বইছে। গোটা কিচকটোলা গ্রাম কুয়াশার চাদরে মোড়া। সর্ষে ফুলের হালকা সুবাস। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পাখিদের কলরব গ্রামজুড়ে। রোজকার মতো শনিবারও গ্রামবাসীরা রোজনামচার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আচমকা বুলেট আর বুটের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। ততক্ষণে কুয়াশাভেজা সকাল শেরওয়ানি নদীর পাড় ও জল রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর শুটআউট কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে এদিন ভোরে কিচকটোলা গ্রামের পাশে পুলিশের এনকাউন্টারের ছবিটা ছিল ঠিক এমনই। গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করছিল আবালবৃদ্ধবনিতা। গুলি চলার শব্দ পেয়েছিলেন? প্রশ্ন করতেই ষাটোর্ধ্ব ফারজানা বিবি নাতিকে কোলে নিয়ে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন, 'শুনেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম এত ভোরে বিয়ের পটকা কারা ফাটাচ্ছে। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী দেখে বুঝতে পারি অন্য কিছু ঘটেছে।'

সাহাপুর বাজার থেকে খানাখন্দ ভরা পিচের রাস্তা সোজা পূর্বদিকে নেমে গিয়েছে। পাঁচ কিলোমিটার গেলেই বাংলাদেশ লাগোয়া শ্রীপুর সীমান্ত। সাহাপুর বাজারে ঢুকতেই দেখা গেল থমথমে পরিবেশ। একটু এগোতেই রাস্তাঘাট কার্যত শুনসান। মাঝেমধ্যে একটি-দুটি বাইক আসা-যাওয়া করছে। পরপর পুলিশের গাড়ি চলাচল করছে। কিচকটোলা সেতুতে পৌঁছাতেই চোখে পড়ল চারিদিক ঘিরে রেখেছে পুলিশ। সেতুর বাঁদিকে রিবন দিয়ে ঘেরা প্রথম এনকাউন্টার

স্পট। সেতুর নীচে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একইভাবে ঘেরা দ্বিতীয় স্পটটাও।

এনকাউন্টার স্পট থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত মেরেকেটে দেড় কিলোমিটার। সেতু থেকে ৫০ মিটার যেতেই কিচকটোলা গ্রাম। সেখানে পৌঁছে বাইক দাঁড় করাতেই পুলিশের লোক ভেবে ভিড় ফাঁকা হতে শুরু করে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর মুখ খুলতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। রুস্তমের বাড়ি ঘটনাস্থলের কাছেই। পুলিশের এনকাউন্টার নিয়ে কী বলবেন? চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রুস্তমের জবাব, 'ভালোই হয়েছে। এই ধরনের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে এমনটাই হওয়া উচিত। আমাদের এলাকায় এনকাউন্টারের নজির নেই। এই প্রথম। এরপর দুষ্কৃতীরা যদি একটু ভয় পায়।' কিচকটোলার তপন বিশ্বাস নিজেই বলতে শুরু করেন, 'মনে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের যোগী-রাজ্য। যা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন দুষ্কৃতীদের শিকার হয়, তখনও পুলিশ এভাবেই এনকাউন্টার করবে তো?'

আপনারাও কি এই বিষয়ে সহমত? বাকিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করায় প্রথমে কেউই মুখ খুলতে চাননি। সুলতানের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পুলিশকে যারা গুলি করতে পারে তাদের কাছে আমাদের জীবনের কোনও মূল্যই নেই। ফলে উচিতশিক্ষা হয়েছে।' মহম্মদ ফেরদুন কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় পুলিশের একটি গাড়ি আসতে দেখে তিনি চুপ করে যান। পরে তিনি বলেছেন, 'এদিন ভোরে যা কুয়াশা ছিল তাতে ঠিক কী ঘটেছে বলা কঠিন। তবে দুষ্কৃতীদের এমন শিক্ষাই হওয়া উচিত।'

কিচকটোলা সেতুর নীচে সাজ্জাকের চাদর সংগ্রহ করছে পুলিশ। শনিবার।

এনকাউন্টার নিয়ে অনেক প্রশ্ন, সংশয়

অরুণ ঝা

কিচকটোলা সীমান্ত (গোয়ালপোখর), ১৮ জানুয়ারি : কিচকটোলায় কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলমের এনকাউন্টার নিয়ে পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিভিন্ন মহল। পাশাপাশি এনকাউন্টার কি সত্যিই হয়েছিল, নাকি গুলি করে মারা হয়েছে সাজ্জাককে, এনিয়ে চর্চাও তুঙ্গে।

শনিবার ভোরে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কার্যত ছিল না বলে এলাকার সাধারণ মানুষ দাবি করেছেন। একাধিক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, ওই সময় একহাত দূরের বস্তুও সহজে নজরে পড়ছিল না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সেক্ষেত্রে প্রায় ১০০ মিটার দূর থেকে সাজ্জাকের পা, পিঠ ও বুক লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি নিশানা ভেদ করল কী করে?

অনেকেই বলেছেন, ডিজির ফ্রি হ্যান্ড পেয়েই কি পুলিশ এনকাউন্টার তত্ত্ব খাড়া করছে? এই এনকাউন্টার কি এড়ানো যেত না? যদিও পুলিশের শীর্ষকর্তারা আত্মরক্ষার্থেই এনকাউন্টার করতে হয়েছে বলে যুক্তি খাড়া করেছেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, পুলিশের গুলিতে সাজ্জাক মারা যাওয়ার পরই নাকি ফেরার বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আবদুল হুসেন 'দূত' মারফত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে। পুলিশ 'অভয়' দিলেও শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত আবদুলের আত্মসমর্পণের কোনও খবর নেই। জানা গিয়েছে, আবদুল এখনও শ্রীপুর সীমান্ত এলাকাতেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। পুলিশ এদিনও আবদুলকে ধরতে সমস্ত 'লোকাল সোর্স' এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিং সক্রিয় করে রেখেছে।

সাহাপুরের এক ব্যবসায়ী এদিন বলেছেন, 'ভোরে কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে জরুরি কাজে বাইক নিয়ে বের হতে পারিনি।' কিচকটোলা গ্রামের সকলেই জানিয়েছেন, ভোরের কুয়াশায় দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখানেই একাধিক প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি নিশ্চয়ই নিরাপদ দূরত্বে থেকে চালিয়েছে? সেতুর নীচ থেকে পালানোর সময় সাজ্জাক পুলিশের নজরে আসে এবং সে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালানোর চেষ্টা করছিল বলে পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে সাজ্জাকের বুকে গুলি লাগল কী করে? তাহলে কি সাজ্জাককে সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে? কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাব থাকায় প্রায় ১০০ মিটার দূর থেকে পুলিশের গুলি লক্ষ্যভেদ করল কী করে?

> বাংলার পুলিশ পেশাদার। তাঁরা জানেন আইন মেনে কখন, কোথায় গুলি করতে হয়। প্রয়োজনে আবার এনকাউন্টার হবে।
>
> **জাভেদ শামিম**
> *এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)*

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA NAAC ACCREDITED
Approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956
Ph.D. ADMISSION 2025
Applications are invited for Admission to Ph.D. PROGRAMMES
IUT offers admission to Ph.D. programme (Part Time) for eligible candidates bearing brilliant academic record and research potential in the following disciplines.
- Management (OB, HR, Marketing, Finance)
- Economics
- Commerce
- Law
- English
- Psychology
- Education
- Spl. Education
- Sociology
- Physical Education
- Political Science
- Philosophy
- Mechanical Engineering
- Electrical Engineering
- Computer Sc. & Engineering
- Civil Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Physics
- Chemistry
- Mathematics
- Allied Health Sciences (Molecular Biology, Clinical Bacteriology, Clinical Biochemistry)

• Candidates qualified NET/GATE/SET shall be given preference and exempted from the admission test.
• Course work is mandatory for all except those who have done M. Phil.
University Offers Fellowship to all Full-time Scholars
Interested candidates are required to fill the online Application
iutripura.in
Whatsapp +916909879797 Toll Free No 18003453673 /iutripura
Campus-Kamalghat, Mohanpur, Pin-799210, Tripura (W), India
Ph: +91381-2865752/62, 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069
Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
১৪৩২ ১৪৩২
ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

যখন রুক্ষ ত্বক, শুষ্ক ঠোঁট বা ফাটা গোরালি দেয় কষ্ট
তখনই সোভোলিন -এর নরম মোলায়েম ক্রীম গভীর ভাবে ত্বককে পোষণ করে মুখের ডার্ক স্পটস কমায় দেয় লাবণ্যময় গ্লো
SOVOLIN
স্কিনকে রাখে নরম ও তুলতুলে

IEM, KOLKATA
INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
35 Years Educational Excellence
MBA
2 YEARS FULL-TIME AICTE APPROVED PROGRAM
Some of our top recruiter:
TATA CONSULTANCY SERVICES, ORACLE, HDFC BANK, EXIDE, SAP, Infosys, marico, Reliance RETAIL, FEDERAL BANK, IBM, pwc, accenture, wipro, amazon, OTIS, EY, Berger, Tech Mahindra, Deloitte., ADITYA BIRLA GROUP, ITC Limited, Bandhan Bank, STRADA, Nestlé
AYUSHI CHATTERJEE — MARICO LTD.
PUNAM JHA — TCS
RAJDEEP RAO RAHA — NESTLE
NIRMALLYA DIP MONDAL — FEDERAL BANK
SWEYATA CHAKRABORTY — PWC
ANJALI SINGH — EY
MAINAK BHATTACHARYA — STRADA GLOBAL
BAIVAB DUTTA — BERGER
ALUMNI
Admission Helpline
8010 700 500
Scan the QR and visit our website
GN-34/2, Ashram Building, Saltlake Electronics Complex, Sector V, Kolkata-700091

TB No. প্রাপ্ত মাধ্যমিকের সেরা পাঠ্যপুস্তক
CLASS-9 & 10
তিন দশক ধরে নবম ও দশম শ্রেণির জীবনবিজ্ঞানের সেরা বই
Vide T.B. No. WBBSE/T1/28(B)/40/IX-7/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/28(B)/41/X-6/24 Dated : 03.12.2024
Vide T.B. No. WBBSE/T1/27(B)/36/IX-9/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/27(B)/37/X-6/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/24(B)/43/IX-28/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/24(B)/44/X-9/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T2/25(B)/13/IX-3/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/25(B)/45/X-13/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/02(B)/34/IX-5/23 Dated : 06.11.2023
Vide T.B. No. WBBSE/T1/02(B)/35/X-5/23 Dated : 06.11.2023
সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা.লি.

হাতিমৃত্যু রোধে আরও ১০৮ কিমিতে আইডিএস

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বরাদ্দ ১০৮.৭৪ কোটি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রায় ১০৮ কিমি রুটে আইডিএস (ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম) প্রযুক্তি চালু করে হাতির মৃত্যু ঠেকাতে চাইছে রেলমন্ত্রক। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে

মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমিতে আইডিএস প্রযুক্তির সুফল মিলতেই এবার ১০৮ কিমি পর্যন্ত আইডিএস ব্যবহারে উদ্যোগী রয়েছে রেল। ইতিমধ্যে তার টেন্ডার প্রক্রিয়া হয়ে গিয়েছে। নতুন অর্থবর্ষে সেই আইডিএস সিস্টেম বসানোর কাজ শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'হাতির করিডরের কথা মাথায় রেখে ডুয়ার্সের সম্পূর্ণ জঙ্গল রুটে আইডি সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ।' শীঘ্রই কাজ শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের হাতি করিডরের প্রায় ৪১৩.৩ কিমি রেল ট্র্যাকে আইডি সিস্টেম বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সেবক থেকে নাগরাকাটা ও মাদারিহাট থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন দমনপুর পর্যন্ত

প্রায় ১০৮ কিমি রুটে আপাতত আইডিএস বসবে। সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০৮.৭৪ কোটি টাকা খরচ হবে।

তারমধ্যেই আলিপুরদুয়ার-মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি আইডিএস-এর আওতায় রয়েছে।

এই রুটে ৪০টির বেশি জায়গায় হাতি করিডর রয়েছে। ফলে লাইন পারাপারের সময় প্রায়ই ট্রেনের মুখোমুখি হয় হাতি। লোকোপাইলট অসতর্ক হলেই বিপদ। হাতির অবস্থান জানতে বন দপ্তরের সহযোগিতা নেয় রেল। প্রক্রিয়াটি জটিল। আইডিএস প্রযুক্তি চালু হলে হাতির অবস্থান জানা সহজ হবে। বিশেষ করে রেলকর্তারা ঘরে বসেই কোথায় হাতি রয়েছে, তা জানতে পারবেন। এমনকি লোকোপাইলটদের নির্দিষ্ট জায়গা সম্পর্কে অবগত করা গেলে ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। আলিপুরদুয়ারে জংশন স্টেশনের পর রাজাভাতখাওয়া স্টেশন, কালচিনি, হ্যামিল্টনগঞ্জ, হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, সেবক, গুলমার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন রয়েছে। তার

> হাতির করিডরের কথা মাথায় রেখে ডুয়ার্সের সম্পূর্ণ জঙ্গল রুটে আইডি সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ। শীঘ্রই কাজ শুরু হতে পারে।
>
> **- কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> রেল আধিকারিক

বেশিরভাগই বন ও চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা। তারমধ্যে রাজাভাতখাওয়া, মাদারিহাট স্টেশন সংলগ্ন জলদাপাড়া, চালসা, মালবাজার সংলগ্ন রুট, গোরুমারা, লাটাগুড়ির মতো একাধিক জায়গায় হাতি করিডর রয়েছে। সে সব জায়গায় হাতি খাবারের খোঁজে নিয়মিত রেল ট্র্যাক পারাপার করে। ফলে রেল হাতি সংঘাত স্বাভাবিক হয়ে পরে। আইডি সিস্টেম চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছেন সকলে বিশেষ করে রেল ট্র্যাক সংলগ্ন হাতির উপর নজর দারি চালাতে বন দপ্তরের অতিরিক্ত কর্মীর প্রয়োজন পড়ে। তবে এখন সেই সমস্যা মিটবে বলে মনে করছেন সকলে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে রাজাভাতখাওয়ায় লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল হয়েছিল। তারপর জঙ্গল রুটে ট্রেনের গতি বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতির নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয় বিভিন্ন মহল। তারপরই জঙ্গল রুটের বাকি অংশে আইডিএস প্রযুক্তি ব্যবহারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

ট্রেনের রুট বদল

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : শিয়ালদা ডিভিশনে ১০০ ঘণ্টা পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের কাজের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের রুট বদল হয়েছে। চারদিন রুট বদলে চলবে ট্রেন। জানা গিয়েছে, ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত পদাতিক এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল রুট বদল করে চলাচল করার কথা রয়েছে। এতে গন্তব্যে পৌঁছাতে অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে বলে মনে করছে রেল। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কোচবিহার থেকে যাত্রা করে শিয়ালদা স্টেশনের পরিবর্তে হাওড়া স্টেশনে স্টপ দেবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

স্বয়ম্ভু কি বুঝবে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তান আসলে দুর্গা?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ অমানুষ, ১.০০ প্রত্যাঘাত

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৩০ আলো, সন্ধে ৭.২০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.১৫ মজনু

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুলতান, দুপুর ২.৩০ পিতা মাতা সন্তান, বিকেল ৫.০০ বস-বর্ন টু দ্য রুল, রাত ৯.৩০ বাবা তারকনাথ, ১২.০০ বৌদি ক্যান্টিন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাস্তি হল, রাত ৮.৩০ অগ্নিশিখা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধন, রাত ৯.৩০ খোকা ৪২০

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ জোরো

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.৩০ লেজেন্ড দ্য টেরর, বিকেল ৪.০০ লুসিফার, সন্ধে ৬.৩০ মহাবীরা, রাত ৮.৪৫ ম্যায় হুঁ লাকি দ্য রেসার, ১১.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ২.৩২ দ্য ফ্যামিলি স্টার, বিকেল ৫.৩১ বিজয় রাঘবন, রাত ৮.০০ জেলার, ১০.৪৫ জম্বি রেড্ডি

সোনি পিক্স এইচডি : বেলা ১১.১৩ দ্য অ্যাংরি বার্ডস, দুপুর ১২.৫৩ ইনফিনিট স্টর্ম, সন্ধে ৭.২১ জার্নি টু-দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড, রাত ৯.০০ কুং ফু হাসল, ১০.৪০ আনচার্টেড

প্রেমের কাহিনী দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

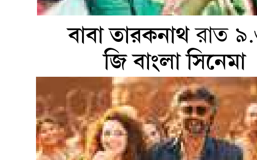

বাবা তারকনাথ রাত ৯.৩০
জি বাংলা সিনেমা

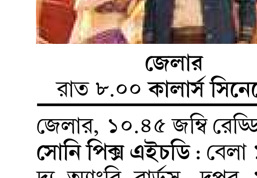

জেলার
রাত ৮.০০ **কালার্স সিনেপ্লেক্স**

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
অন্তর্ধান বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

বেড়া টপকে এপারে ধৃত ৬

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : ওপার বাংলায় নির্যাতিত হয়ে এপারে এসে ধৃত ৬ বাংলাদেশি। কাঁটাতার টপকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে শুক্রবার রাতে হলদিবাড়ি মোড় থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশিদের নাম ভৈরব সেন, নিখিলচন্দ্র সেন, চন্দনা রানি, বিপুল রায় ও দেববাবু রায়। এর পাশাপাশি এক নাবালক এবং শিলিগুড়ি লাগোয়া ফুলবাড়ির বাসিন্দা গণেশ রায়কে গ্রেপ্তার করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। হলদিবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে এই সাতজনকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে শনিবার আদালতে পাঠিয়েছে। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ছয়জন বাংলাদেশের নাগরিক সহ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত চলছে।' ধৃত ৬ বাংলাদেশি সেদেশের দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা।

মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে পদ্মাপারে। হলদিবাড়ি মোড় থেকে ধৃত বাংলাদেশিদের বক্তব্য, সেদেশে তাঁদের ওপর দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেকারণে তাঁরা দালালের মাধ্যমে কাঁটাতারের বেড়া টপকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছেন।

আর ওই ছয়জনকে নিয়ে আসার জন্য শুক্রবার সকালে হলদিবাড়িতে গিয়েছিলেন গণেশ। ধৃতরা তাঁর পূর্বপরিচিত। পুলিশ জানতে পেরেছে, গণেশও এক সময় ওপার বাংলায় থাকতেন। তিনি বেড়া টপকে অবৈধভাবে এদেশে এসেছেন।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, গণেশ এবং ছয় বাংলাদেশি হলদিবাড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাসে উঠেছেন। সেই মোতাবেক কোতোয়ালি থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন হলদিবাড়ি মোড়ে একটি বাসে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন দুপুরে ধৃতদের জলপাইগুড়ি

ওপারে নির্যাতন

- সেদেশে তাঁদের ওপর দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে
- বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা
- সেকারণে তাঁরা দালালের মাধ্যমে কাঁটাতারের বেড়া টপকে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছেন

আদালতে তোলা হয়েছে।

কোতোয়ালি থানা থেকে বের করে গাড়িতে তোলার সময় ধৃতদের একজন বলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের ওপর অত্যাচার চলছিল। বাধ্য হয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

ধৃত মহিলার দাবি, বাংলাদেশে তাঁদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নির্যাতনের শিকার হয়েই তাঁরা নিজের দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। যদিও ধৃতদের এই দাবি মানতে নারাজ পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, ওরা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেকারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আর মাত্র কয়েকদিন সরস্বতীপুজোর। শনিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হাঁফ ছাড়ল বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি কর্তৃপক্ষ

১৪টি মৌচাক কাটতে ৫ হাজার টাকায় রফা

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : দশতলা ভবনের ওপরে তাকালে চার, পাঁচ, ছয়তলা আর তার উপরেও দেখা যাচ্ছে বিরাট বিরাট মৌচাকের সারি। শুক্রবার বাজ পাখির হামলায় ভাঙা মৌচাক থেকে বের হওয়া মৌমাছির হামলায় আহত হয়েছিলেন ৪-৫ জন। বিপত্তি দেখে উদ্যোগ নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ডাকা হয় মৌচাক ভাঙার লোকেদের। তবে পারিশ্রমিকের অঙ্ক শুনে মাথায় হাত পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। মধু সংগ্রহকারীরা জানান ১৪টা মৌচাক কাটতে ১৪ হাজার টাকা নেবেন তাঁরা। তা শুনে কিছুটা হলেও ভিরমি খাওয়ার জোগাড় আধিকারিকদের। হাসপাতালের কর্মীরা দিশা না পেয়ে সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের শরণাপন্ন হন। অবশেষে শনিবার বিকেলে হাসপাতাল সুপারের তত্ত্বাবধানে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মৌচাক কাটার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কারণ, সাধারণত যারা মৌচাক কাটেন তারা মধু নেন। কোনও টাকাপয়সা নেন না। এরপর মধু সংগ্রহকারীরা কিছুটা নরম হয়ে ৫ হাজার টাকায় রাজি হয়। মিটেছে সমস্যা।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'মৌচাক কাটার জন্য অনেক টাকা চেয়েছিল। তবে তাদের সঙ্গে কথা বলে টাকা কমিয়েছেন কর্মীরা। সবগুলি মৌচাক কাটতে ৫ হাজার টাকা নেবেন তাঁরা। মৌচাক কাটার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৫-৬ জন মিলে মৌচাক কাটছেন। হাসপাতাল চত্বরে থাকা প্রত্যেকটি মৌচাক কাটবেন তাঁরা।' স্বস্তির হাসি হাসপাতাল কর্মীদের। অবশ্য মৌচাক কাটা হলে পরেও তাতে মধু না থাকায় তা নিয়েও কিছুটা আক্ষেপ হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে। এদিকে, গতকাল মৌচাকের মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ হওয়া তিনজনের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতালে তরফে জানানো হয়েছে। বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের চারপাশে একাধিক মৌচাক রয়েছে। গতকাল হঠাৎই মৌমাছির হানা। সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়। মৌমাছির হুলের হানায় তিনজন হাসপাতালে ভর্তি। জখম হন আরও অনেকে।

মৌচাক কাটার জন্য শুক্রবার রাত থেকেই চেষ্টা করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বালুরঘাট সহ লাগোয়া এলাকায় মধু সংগ্রহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন হাসপাতালের কর্মীরা। অবশেষে দুপুরে হাসপাতালে আসেন মধু সংগ্রহকারীরা। পাঁচতলা এবং আরও উপরে মৌচাক রয়েছে। সেখানে পৌঁছানো যথেষ্ট ঝুঁকির। তাই ১৪ হাজার টাকা লাগবে বলে দাবি করেন।

NOTICE

This is for the information of all concerns that under the instructions of my client, Sri Gopi Nath Roy, son of Late Khusi Mohan Roy, resident of Ganga Apartment" Flat no. 504, M.P. Road, Khalpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist-Darjeeling, I have filed a suit for Specific Performance of Contract, declaration, Injunction & Other Consequential Relief, numbering Title Suit No. 04 of 2025 before the court of the Ld. Civil Judge, Senior Division at Jalpaiguri against 1) Sri Pankaj Narayan Sinha and ii) Sri Monoj Kumar Goyel, both C/o Vimal Suravi", at Mahabirsthan, P.O. & P.S. Siliguri, Dist Darjeeling, Pin: 734005 in respect of the below scheduled property and same is pending disposal. Any attempt to deal with the said sub-judiced property on the part of said i) Sri Pankaj Narayan Sinha and ii) Sri Monoj Kumar Goyel, to any person, shall be the subject-matter of the pending suit and would be binding by the order of the ld. Court.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

All that piece and parcel of total Land measuring 1.00 acres or 3.00 bigha little bit more or less, being comprised in L.R. Plot No. 797, covered by L.R. Khatian No. 734 situated within Sheet No. 13 of Mouza- Binnaguri, J.L No. 03, Pargana-Baikunthapur, PS. Bhaktinagar (Now N.J.P), Dist- Jalpaiguri

Mr. Rajat Das, Advocate,
Dwarika Rukmani Plaza 3rd floor,
Bagajatin Road, Siliguri, 734001.

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KHADAAN
(Bengali)
***ing : Dev, Jisshu Sengupta, Idhika Paul**
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
Dolby Digital

ABRIDGE e-N. I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 64/KCK-IIIPS SI No-01 to 23, Dated-14.01.2025, e- N.I.T. Memo No. 65/KCK-IIIPS SI No-01 to 15 Dated-15.01.2025, invited by the E.O Kaliachak-III P.S from Bonafide bidder. Last date of application on 25.01.2025 upto 18:00 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III P.S, Baishnabnagar, Malda.

শিক্ষা

■ LL.B (3yrs) সরাসরি ভর্তি, যোগ্যতা যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ও 45% নম্বর, SC/ST 40%, LL.B (5yrs), LL.M Ph.D (Law) ল'পয়েন্ট-9830132343/ 6290760935. (K)

শিক্ষাদীক্ষা

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের ২ মাসের ফ্রি কোচিং। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/114357)

ভর্তি

■ 2025 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিতেছে জলপাইগুড়ি ইলেক্ট্রো হোমিও কলেজে পুরাতন মসজিদ দাদাভাই ক্লাবের সতীশ লাহিড়ি স্কুলে। M : 6296719062, 9232387401. (C/113667)

■ নার্সিং/ফিজিও/ল্যাবঃ টেকঃ কোর্সে ভর্তি চলছে। গৌরী সেবাপীঠ, শিলিগুড়ি-9832055957, কোচবিহার-8293384885. (C/113389)

আবশ্যক

■ Need School Van Car for Hakimpara Play School. (M) 9474185960.

ভাগীরথী দুধ

■ শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন। Ph : 7908180066, 9064131254. (C/114357)

বিক্রয়

■Land for sale near Shahudangi Rs. 4.5 lak per katha, 9832060869, 9832014897.

■ Concrete Mixture Hooper SYS for sale 2 pc. (M) 9434498473. (C/114356)

■ আশিঘর ইউনিয়ন ব্যাংক-এর পিছনে (পূর্ব/দক্ষিণ প্ল্যান) 2.4 কাঠা নতুন বাড়ি/1000 Sq.Ft ফ্ল্যাট/ছাদ বিক্রয়। M : 98323-71949. (C/114357)

■ 650 Sq.Ft. Haren Mukherjee Main Road facing, Hakimpara, Siliguri, Ground floor furnished showroom with attached bathroom immediate for sale. Contact : 9093242424. (C/114359)

■ ধূপগুড়ি কলাহাটিতে MADO বাজারের নিকট দোকানঘর এবং কদমতলায় ২১ ডেসিমেল বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9832033162. (A/B)

■শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় পৌনে 5 ও 2 কাঠা 1 ছটাক জমি বিক্রয় আছে। 9832378848. (C/113385)

■ মধ্য শান্তিনগরে বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। M : 9832339367. (C/114413)

■ Building for Sale in Deshbandhupara, Siliguri. (M) 8759507554. (C/114502)

■ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2BHK ফ্ল্যাট 3RD ফ্লোর 999 SqFt. গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ - (M) 8250040839. (C/114359)

বিক্রয়

■ Land for Sale 4 Katha 6 Chatak with 3 Tala Building & 3 Commercial Shops. Iskon Road, Siliguri. 8670572035. (C/113390)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে 3BHK ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। M : 9002801871. (C/114491)

■ শিবরামপল্লিতে দু-কাঠা জমির উপর একটি গ্যারাজ সহ বাড়ি বিক্রয়যোগ্য আছে। Ph No : 9832381671. (C/114497)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে '১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½' রাস্তা, সাথে ২ কাঠা জমি ৮½' রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114351)

■ N.B.M.C & H.-এর সম্মুখে (থিকনিকাটা) 4 কাঠা জমির উপর দ্বিতল বাড়ি বিক্রয়। (1.30 CR) দালাল প্রয়োজন নহে। (M) 7602593830. (C/114354)

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লি হাতিমোড়ের নিকটে 2BHK, 850 sq.ft, পার্কিং+2nd ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। M : 97493 08062, 89187 93788. (C/114355)

ভাড়া

■ মহাকালপল্লি সূর্য সেন পার্কের পাশে সংলগ্ন বাথরুম পায়খানা সহ দু'কামরার ঘরভাড়া- 9474762017. (C/113380)

■ 2000 sq.ft. space available for rent in 2nd floor beside Rashmela Math, Cooch Behar. (M) 9474519339/ 7001291380. (C/113162)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দপল্লীর সংহতি মোড়ের কাছে সূর্যশিখা সরণিতে 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া। (M) 7384873585. (C/114500)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন-বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিবশঙ্কর শাস্ত্রী), গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে, মেয়ে সুস্থ হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ-9434043593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।

■ বিবাহ, ব্যবসা, বিদ্যা, কর্ম যে কোনও সমস্যায় আসুন কিংবা লিখুন। (কোষ্ঠী প্রস্তুত) জ্যোতিঃ শাস্ত্রী শ্রী বি আচার্য, জ্যোতিষ ভবন, শহিদ কর্নার, দিনহাটা। ফি : ৫০১/-, M-9647215372. (S/M)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114355)

আয়া/সেবিকা

■ সবিতা সেবিকা সেন্টার। বাচ্চা ও রোগী দেখার জন্য দিন ও রাতে আয়া পাওয়া যায়। 8101103758, 9932593057. (C/114490)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 6291577838. (C/114493)

অ্যাফিডেভিট

■ I Rakesh Singh, S/o. Late Shib Shankar Singh, Residing at Paresh Nagar, Ward No. 44, P.O. Sevoke Road, P.S. Bhakti Nagar, Dist. Jalpaiguri, West Bengal shall henceforth be known as Rakesh Kumar Singh as declared before the Notary Public at Siliguri Court West Bengal vide affidavit no. 79AB 988006 Dated 17/01/9095. Rakesh Singh and Rakesh Kumar Singh both are same and identical person. (C/114509)

ক্রয়

■ শিলিগুড়ির শক্তিগড়, সুকান্তপল্লি, শ্রীপল্লি (কাঁঠালতলা), মিলনপল্লি, লেকটাউন-দোতলা, তিনতলা অথবা তিনতলা ফাউন্ডেশন এমন বাড়ি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ-82500-38061. দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/114495)

■ কোচবিহার শহর/শহরতলিতে পুরোনো বাড়ি ক্রয় করিয়ে ইচ্ছুক। M-9479331944. (C/113167)

কর্মখালি

■ মহিলা কর্মী চাই, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য (দিবা-রাত্রি), বয়স-২০ থেকে ৩৫-এর উর্ধ্বে নহে, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির কেয়ারটেকারের কাজ (রান্না বাদে), বেতন মাসিক ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ-ডঃ শাস্ত্রী, ৯০০২০০৪৪১৮, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে, উপরোক্ত মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে সত্বর ফোটো, বায়োডাটা পাঠাতে হবে।

■ Required an experience, responsible, educated, (Min. Graduate), age (30-50), Namkeen Factory Supervisor (Male). Salary : 15K+, Siliguri residential must. Call : 9932020008. (C/114357)

■ পঃ বঃ সরকারের YVTC-এ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার জন্য এজেন্ট চাই। YVTC-Alipurduar. (M) 8167258938. (C/113757)

■ Req. Op Mng. at Siliguri, Mail CV : hrbffslg@gmail.com (C/114357)

কর্মখালি

■ Job Vacancy-Dental Clinic, Slg., Rs. 6000/- PM. 8101331107. (C/114356)

■ Diploma Civil Eng. & Office Caretaker, urgent reqd. 8918372141. (C/114356)

■ শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত Medicine Shop এবং Doctor Clinic-এর জন্য Medicine Salesman ও Receptionist চাই। (M) 9832327375, 8900699986 (W/A). (C/114355)

■ অ্যাডভোকেটের চেম্বারে অভিজ্ঞ ল-ক্লার্ক টাইপিস্ট প্রয়োজন। 9832499486. (C/114507)

■ GRS Trader's-এর গ্রামীণ বাজার (ঘর সংসার) প্রকল্পে মার্কেটিং/কালেকশন-এর কাজের জন্য বৌলাবাড়ি অফিসে ছেলে প্রয়োজন। মোঃ 7477846573. (C/113676)

■ Required Proj. Garden 1) Manager, Exp. 10 yrs., B.Com., 2) Clerk, Exp. 10 yrs. Box 8250, Uttar Banga Sambad, Siliguri or W/Ap: 7029442376. (C/114357)

■ Walk-in-interview for appointment of Invitee Teachers will be held in Birpara College at 11 A.M. in following subjects according to schedule below : 29.01.25 : Commerce (01) & Hindi (01). 01.02.25 : Physics (01) & Political Science (01). Candidates having qualifications as per UGC norms are to report with all original testimonials and one set of attested copies at the time of interview. (C/114501)

কর্মখালি

■ 20 Staff requirements for Book Shop Near Cosmos Mall, Siliguri, 2 experience Accountant requirements. Ph : 6294171939. (K)

■ কোচবিহার, Usha Medimart-এর জন্য Marketing Person চাই। Bike আবশ্যক। Male, Graduate, local অগ্রগণ্য। (M) 8918795517. (C/113171)

■ Urgently required Faculty Member and Marketing Staff reputed Institute in Siliguri. Contact No. 8918814258, 9832494371. (C/114479)

Office Computer Operator Reqed

Male/Female Back Office Computer Operator Required. Qualification : B.Com, Salary : 12000/- month, Duty Hours : 10:30 A.M.-9 P.M. (with break). Send CV : pmi102301@gmail.com (C/114359)

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই

■ নামী অফিসে কাজের জন্য ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট যোগ্য শিলিগুড়ির লোকাল মেয়ে চাই। বেতন : 25K to 35k PM. Interview সোমবার 20th January, 5-7 P.M., যোগাযোগ : প্রবীণ আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd floor, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9647855333. (C/114357)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধৃত রোহিঙ্গা

শনিবার সকালে শিয়ালদা স্টেশনে দুই নাবালিকা সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। পাচারের উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে পুলিশের অনুমান।

জাল পাসপোর্ট

জাল নথি দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক আফগান তরুণ। এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আদ্যাপীঠের অনুষ্ঠান

আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের ১৩৪তম জন্মদিনে ৫ হাজার দুঃস্থকে বস্ত্র ও ৩ হাজার জনকে কম্বল বিতরণ করা হয় শনিবার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমবে না তাপমাত্রা

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ফাঁড়া কাটছে না। দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা একই থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। সাজা ঘোষণা হবে সোমবার। যদিও রায় শুনে চিৎকার করে সঞ্জয় জানিয়েছেন তিনি নির্দোষ। এই রায়ে সন্তুষ্ট নন আন্দোলনকারীরাও। বিরোধী দল বিজেপি আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তবে সাজা ঘোষণা হলেই ধর্ষণ ও খুনের বিষয়টি একেবারে শেষ হবে না বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।

আমরা বিচারের প্রথম ধাপ পার করেছি : নির্যাতিতার বাবা

রায়ে ক্ষোভ, মিছিল ডাক্তারদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি জুনিয়ার ডাক্তাররা। শনিবার মামলার শুনানির সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদা কোর্টে। মামলার রায় বেরোনোর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। শিয়ালদা কোর্ট থেকে মৌলালি কোর্ট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলও করেন। বিরোধী দল বিজেপি আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। শাসক তৃণমূলের মুখপাত্র অবশ্য রাজ্য সরকার তথা পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতো বলেন, 'আমরা মনে করি না একা সঞ্জয় রায়ের পক্ষে এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

> দোষ করেও যদি কেউ বাইরে থাকে, জামিনে মুক্ত থাকে, তাহলে এ কেমন বিচার?
>
> **অনিকেত মাহাতো**
> *আন্দোলনের অন্যতম মুখ*

> সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার পরে কলকাতা পুলিশের রায়কেই তারা মান্যতা দিয়েছে।
>
> **কুণাল ঘোষ**

> কলকাতা পুলিশ পাঁচ দিন যেভাবে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে তাতে অনেক তথ্যই নষ্ট হয়েছে। সেইসব তথ্য পেলে কী হত তা এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্টও সেই কথাই বলে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বাকি খুনিরা ধরা পড়ল না কেন?' সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করাকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্বাগত জানালেও তাঁর মনে সন্দেহ আছে প্রকৃত বিচার নিয়ে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। সঞ্জয় রায় হয়তো দোষী। কিন্তু এটা আংশিক বিচার।'

কুণাল ঘোষ অবশ্য এই রায়ে উচ্ছ্বসিত। তবে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সঞ্জয় তো একা নয়। এর পিছনে মদতদাতারা আছেন। তাঁদের খুঁজে বের করেনি সিবিআই।' কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, 'অপরাধী যে একজন নয় তা মুখ্যমন্ত্রী ও সিপি জানেন। এটা পরিকল্পিত চক্রান্ত। পুলিশ কিছু করেনি। সিবিআইও গা ভাসিয়েছিল।'

পুলিশি নিরাপত্তায় মোড়া শিয়ালদা আদালত চত্বরে উৎসুক জনতার ভিড়। শনিবার। -পিটিআই

শাস্তিতেই শেষ নয়...

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় শেষপর্যন্ত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে নিম্ন আদালত। কিন্তু শেষ হইয়াও হইল না শেষ। একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন থাকছে। আরজি কর কাণ্ডের নেপথ্য ঘটনা হিসেবে বহু বিষয় উন্মোচন হয়েছে। একদিকে তথ্যপ্রমাণ লোপাট, আর্থিক দুর্নীতিতে বিচার প্রক্রিয়া এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে টানাপোড়েনের বিষয়টি রয়েছে। তাই সাজা ঘোষণা হলেই ধর্ষণ ও খুনের বিষয়টি একেবারে শেষ হবে না বলে মনে করছেন আইনজীবীরা। সাজা ঘোষণা হলে আরজি কর মামলার ভিন্ন দিক খুলবে বলে মনে করছে আইনজীবী মহল।

সোমবার সাজা ঘোষণা করবে শিয়ালদা আদালত। তার আগে আইন অনুযায়ী সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনা হবে। তবে শেষমেশ বিশেষ কিছু না হলে আদালত নির্ধারিত শাস্তি পাবে সঞ্জয়। এই মামলায় বিচারক ১৬০ পাতার রায়ে ১৮টি পর্যবেক্ষণ রেখেছেন। বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথায়, 'একজন অভিযুক্ত সেই শাস্তি পেয়েছে। তদন্ত করে যদি আরও কাউকে পাওয়া যায় তাহলে সেই ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তদন্তকারী সংস্থা।' অভিযুক্ত যদি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন, তবে পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিতে পারে বলে মনে করছেন বর্ষীয়ান আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে, এই বক্তব্য সামনে এলে তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে হয়। ধর্ষণ একজনও করতে পারে। তবে দোষী সাব্যস্ত ঘোষণা করা হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না।' আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এতদিন সঞ্জয় মুখ খোলেনি। তাই এখন আর কিছু করার নেই। আর সুপ্রিম কোর্ট বৃহত্তর ক্ষেত্রে মামলা শুনছে। যার মধ্যে আর্থিক দুর্নীতি, নিরাপত্তার বিষয়ও জড়িত। তাই সেই মামলা চলতে থাকবে। আর শিয়ালদা আদালতে মূল মামলার বিচার হয়েছে।' তবে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী রাজদীপ হালদারের মতে, 'ওকে ১০৪টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিও ক্লিপিং দেখানো হয় তখনও কিছু বলেনি। তবে সঞ্জয়ের বক্তব্যের পর সাজা নির্ধারণে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' অভিযুক্তর আইনজীবী কবিতা সরকার বলেন, 'ভিসেরা রিপোর্ট এখনও আসেনি। নির্যাতিতার মোবাইল ও ল্যাপটপ ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছিল, সেই রিপোর্ট এখনও আসেনি। অথচ রায় ঘোষণা হয়েছে। তাই সোমবার সঞ্জয়ের বক্তব্য শোনার পর বিচারক রায়ের উপসংহারে ভিন্ন কিছু আলোকপাত করতে পারেন।'

পুলিশি ঘেরাটোপে সঞ্জয় রায়। শনিবার শিয়ালদা কোর্টে। -আবির চৌধুরী

অখুশি জনতার মুখে শুধুই ফাঁসির দাবি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশের দিন নাকি জজকোর্টে তিলধারণের জায়গা ছিল না। গানে অন্তত সেই বর্ণনাই আছে। শনিবার আরজি কর মামলার রায় ঘোষণার দিন সেই দৃশ্যই দেখা গেল শিয়ালদা আদালত চত্বরে। সকাল থেকেই উৎসুক জনতার ভিড় ও কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় মোড়া ছিল আদালত চত্বর। ফাঁসির দাবিতে স্লোগান ও জনতার কলরবে ডুবে যায় সব আওয়াজ।

বেলা ১১টার আগেই ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেডে মুড়ে ফেলা হয় আদালত চত্বর। খালি করে দেওয়া হয় আশপাশের ফুটপাথের দোকানগুলিও। এমনকি সংবাদমাধ্যমকেও আদালতে ঢোকার মূল প্রবেশদ্বার থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়াতে হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকরা। মূল প্রবেশদ্বার এবং আদালত সংলগ্ন এলাকা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। তবে থামানো যায়নি মানুষের আবেগ। দুপুর হতেই ব্যারিকেডের ওপারে বাড়তে থাকে ভিড়। হাজির হন বাংলাপক্ষের সদস্যরা। স্লোগান তোলেন, 'তিলোত্তমার বিচার চাই।' অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাঁদেরও ব্যারিকেডের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১২টা ৫৭ মিনিটে আদালতে আনা হয় সঞ্জয়কে। দুটি সাদা গাড়ি ও র‍্যাফের কড়া প্রহরায় কালো প্রিজনভ্যান থেকে সঞ্জয়কে নামিয়ে কোর্ট লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়। সঞ্জয়কে দেখেই উপস্থিত জনতা স্লোগান তুলতে থাকেন, 'সঞ্জয়ের ফাঁসি চাই'। ততক্ষণে ভিড় উপচে পড়ছে। মূল প্রবেশদ্বার থেকে বাঁদিকের ব্যারিকেডের বাইরে তখন এসে উপস্থিত ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের চিকিৎসকরা। স্লোগান ওঠে, 'আমার দিদির ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই'।

সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে উপস্থিত জনতা। স্লোগান দিয়ে বলতে থাকেন, 'বিচার তো হল না'। দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটে রায়দান শেষ করেন বিচারক। দোষী সাব্যস্ত হয় সঞ্জয়। আদালতের অন্দরে উপস্থিত বহু মানুষের চোখ ছলছল করে ওঠে। বিচারক চেয়ার ছেড়ে ওঠার পরেও এজলাসের চেয়ারে বসে থাকা নির্যাতিতার বাবা-মায়ের চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় অনেককে। আদালতের অন্দরে অন্য মামলার হাজিরায় আসা অনেকেই বলে ওঠেন, 'ফাঁসি দিয়ে কী হবে? আমরা চাই, ওকে সবার সামনে এনে ছেড়ে দেওয়া হোক। একজন মেয়ের ওপর এই নির্মম অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না।' বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ধীরে ধীরে আদালতের অন্দরের ভিড় কমে। বাইরে থেকে তখনও স্লোগান উঠছে, 'আরজি করের বিচার চাই'।

দিনভর

- শনিবার শিয়ালদা আদালত চত্বরে ছিল উৎসুক জনতার ভিড়
- বেলা ১১টার আগেই ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেডে মুড়ে ফেলা হয় আদালত চত্বর
- তবে থামানো যায়নি মানুষের আবেগ
- সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে উপস্থিত জনতা

ধৃত ডিজিটাল অ্যারেস্ট চক্র

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সাধারণ মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা তছরুপের ঘটনায় শনিবার বিধাননগর সাইবার ক্রাইম পুলিশ থানা তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এদিন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ জানান, ডিজিটাল অ্যারেস্ট করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিত এই চক্র। গত বছর ৫ মে বিধাননগরের বাসিন্দা আশিস রাও-এর অ্যাকাউন্ট থেকে এভাবে ৩৭ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছিল। এই অভিযোগের পরেই তদন্তে নামে সাইবার থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন নজরদারির পর এদিন পুলিশ হুগলির আশিস সাউ, গোলাবাড়ির রাজ রাঠি ও হাওড়ার অপর বাসিন্দা অর্ণব সরকারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ৪০টি এটিএম কার্ড, চেক বুক প্রভৃতি উদ্ধার করেছে।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

২ মেয়েকে ফেরাল হ্যাম রেডিও

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : দুই মেয়ে ঈশিতা (৯) ও বিপাশা (৩) এবং মা মিনতি দলুইকে নিয়ে গঙ্গাসাগরে স্নান করতে এসেছিলেন বারাসতের অশ্বিনীপল্লির বিশালা নস্কর। কিন্তু বিপত্তি হয় ফেরার সময়। ছোট্ট দুই মেয়েকে নিয়ে গঙ্গাসাগরের কে-১ বাসস্ট্যান্ডে আসেন তাঁরা। মেয়েরা বাসে উঠে পড়লেও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বাসে উঠতে পারেননি বিশালা। এদিকে বাস ততক্ষণে ছেড়ে দেয়। বিশালাকে কাঁদতে দেখে আসেন হ্যাম রেডিও (ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব)-র সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা সাবর্ণি নাগ বিশ্বাস। সব ঘটনা জেনে সাবর্ণি ড্রোনের পরিচালন কর্তৃপক্ষ হর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারাই খবর দেয় কত নম্বর বাসে বাচ্চা দুটি উঠেছে। শেষমেশ মায়ের কাছে ফিরে আসে বাচ্চারা।

বিচারককে ধন্যবাদ অভয়ার বাবা-মায়ের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনে রায় ঘোষণার পর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার বাবা, মা। আদালতে বিচারককে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আপনার ওপর ভরসা করেছিলাম, তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন।' সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করায় বিচারের প্রথম ধাপ পেরিয়েছেন বলে জানান নির্যাতিতার পরিবার। তবে সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন তাঁরা।

এজলাস থেকে বেরিয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা বিচারের প্রথম ধাপ পার করেছি। বিচারককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যেভাবে আমাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন তাতে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিচারক তাঁর রায়ে এই ঘটনায় আরও যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাতে আলোকপাত করেছেন বলে মনে করছি। আমার মেয়ে কোনও দিনও ফিরে আসবে না। যার গেছে তার গেছে। সবাই আমাদের সহযোগিতা করুন। যাতে বিচার ভালোভাবে পাই এই কামনা করুন। মৃত্যুদণ্ড সর্বোচ্চ শাস্তি। আমরা মৃত্যুদণ্ড চাই। লড়াই চলবে।'

নির্যাতিতার মায়েরও মুখ শনিবার থমথমে ছিল। মেয়ের খুনের রায় ঘোষণা হতেই চোখ জলে ভরে যায়। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনিও। তবে ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে অভিমত তাঁর।

কেঁদে ফেললেন সঞ্জয়ের দিদি

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ভাই দোষী সাব্যস্ত হতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের দিদি। নির্যাতিতার পরিবারের কাছে ভাইয়ের হয়ে ক্ষমা চান তিনি। বলেন, 'ওঁর পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইছি। আইন মনে করেছে তাই ওকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, শাস্তি হবে।' সঞ্জয় গ্রেপ্তার হওয়ার পরও মুখ খুলেছিলেন তাঁর দিদি। তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন।

তবে এদিন ধর্ষণ ও খুনে ভাই দোষী প্রমাণিত হওয়ায় কেঁদে ফেলেন দিদি। তিনি বলেন, 'দোষ করলে তো শাস্তি পাবেই। মায়ের মানসিক স্থিতি ঠিক নেই। মাকে সেরকম কিছু বলাও যায় না।' তবে ভাইয়ের জন্য আইনি সাহায্য বা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন না বলে জানান তিনি।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সিএফ – ২১৭/এ/১, সেক্টর –১, সল্টলেক, কলকাতা – ৭০০০৬৪

তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাদের বিনামূল্যে বিউটিশিয়ান কোর্সের (BWS/Q0102) অনাবাসিক প্রশিক্ষণ মোট আসন সংখ্যা ১০০০

আবেদনকারীর যোগ্যতা :–
● বয়স : ১৮ – ৩৫ বছর ● শিক্ষাগত মান : ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
● জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেট থাকা অতি আবশ্যক
● পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : কোচবিহার – চ্যাংড়াবান্ধা, জলপাইগুড়ি – ধূপগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর –চাকুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর – হরিরামপুর, নদীয়া – রানাঘাট ও হরিণঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা – স্বরূপনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর – কেশপুর, পুরুলিয়া –গড়জয়পুর, বাঁকুড়া – কোতুলপুর।

আবেদনের শেষ তারিখ : ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন : www.wbbcdev.gov.in
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন :
7605010709 / 86977 42920 / 83369 65028

রূপায়ণে : Indus Integrated Information Management Ltd.

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা নারায়ণ কর্মকার - কে 21.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42K 93450 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। আমি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে যে টিকিটটি কিনেছিলাম তার থেকে এই পুরস্কার জিতেছি। এখন আমার আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে এবং এই অর্থ ভবিষ্যতে আমার অর্থনৈতিক চাহিদা পুরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভূমিহীনদের জমির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ নবান্নের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শুধুমাত্র নিজস্ব জমি থাকলেই বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে ভূমিহীন সাধারণ মানুষকেও বাড়ি তৈরি করে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। অন্যান্য সব শর্ত মিলে গেলে তাঁদের বাড়ির টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু নিজস্ব জমি না থাকায় প্রায় ১৫ হাজার উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে এসেছে। তারপরই রাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই ভূমিহীন উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির জন্য বিনামূল্যে জমির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকারই। খাস জমির পাট্টা দিয়ে তাঁদের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ প্রতিটি জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার সমীক্ষক দল মারফত এই ধরনের আবেদনকারীদের তালিকা অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার)-এর কাছে জমা পড়েছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই (২০২৪-'২৫) তাঁদের জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার।

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'রাজ্যের কাউকেই মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত করতে চান না। রাজ্য সরকারের হাতে থাকা খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করে সেই জমিতে তাঁদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করতে আর্থিক সাহায্য রাজ্য সরকার করবে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যেই তাঁদের হাতে জমি যাতে হস্তান্তর করা যায়, সেই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'

পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'জমি না থাকার কারণে অনেকেই এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য আবেদন করতে পারছিলেন না। রাজ্য সরকার তাঁদের জমির ব্যবস্থা করে দিলে আরও গৃহহীন অনেকের বাড়ি তৈরির সুযোগ হয়ে যাবে।'

Fully NABH & NABL Accredited

গ্যাস্ট্রিক, লিভার ও প্যানক্রিয়েটিক সমস্যার থেকে স্বস্তি পান

উন্নত গ্যাস্ট্রো চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠুন, নেওটিয়া গেটওয়েলের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি ও হেপাটোলজি বিভাগের সাথে

উন্নত গাস্ট্রো পরিষেবা

- UGI এন্ডোস্কোপি এবং কোলোনোস্কোপি
- উন্নতমানের ERCP পদ্ধতি (CBD Stone, Pancreatic ERCP and Metal Stent)
- GI রক্তপাতের জন্য উন্নতমানের এন্ডোস্কোপিক ব্যাবস্থাপনা
- ব্যান্ডিং, গ্লু ইনজেকশন থেরাপি এবং এন্ডোস্কোপিক ক্লিপিং
- আর্গন প্লাজমা কোয়াগুলেশন (APC) পদ্ধতি
- এন্ডোস্কোপিক ফিডিং টিউব বসানো(PEG Tube)
- এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফি
- ফাইব্রো স্ক্যান
- হাইড্রোজেন নিঃশ্বাস পরীক্ষা

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
নিওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
এ ইউনিট অফ অম্বুজা নিওটিয়া হেলথকেয়ার ভেঞ্চার লিমিটেড
উত্তরায়ণ | মাটিগাড়া | শিলিগুড়ি 734010 | P 0353 660 3000
W neotiagetwelsiliguri.com | E writetous.slg@neotiahealthcare.com

24X7 EMERGENCY
0353 660 3030
AmbujaNeotia

স্বর্গের আর এক নয়ন

নতুন বছরে উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রতীক সেবক ব্রিজের দু'পাশে দুটি কর্মযজ্ঞ চলছে, যা হয়ে উঠবে পাহাড়ে স্বর্গীয় পথের অন্যতম আকর্ষণ। রংপো রেলপথ এবং বাগ্রাকোট-সিকিম রাজপথ। দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যেই অনেকটা খোলা হয়ে গিয়েছে। পর্যটকদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে সেই লুপ পুল।

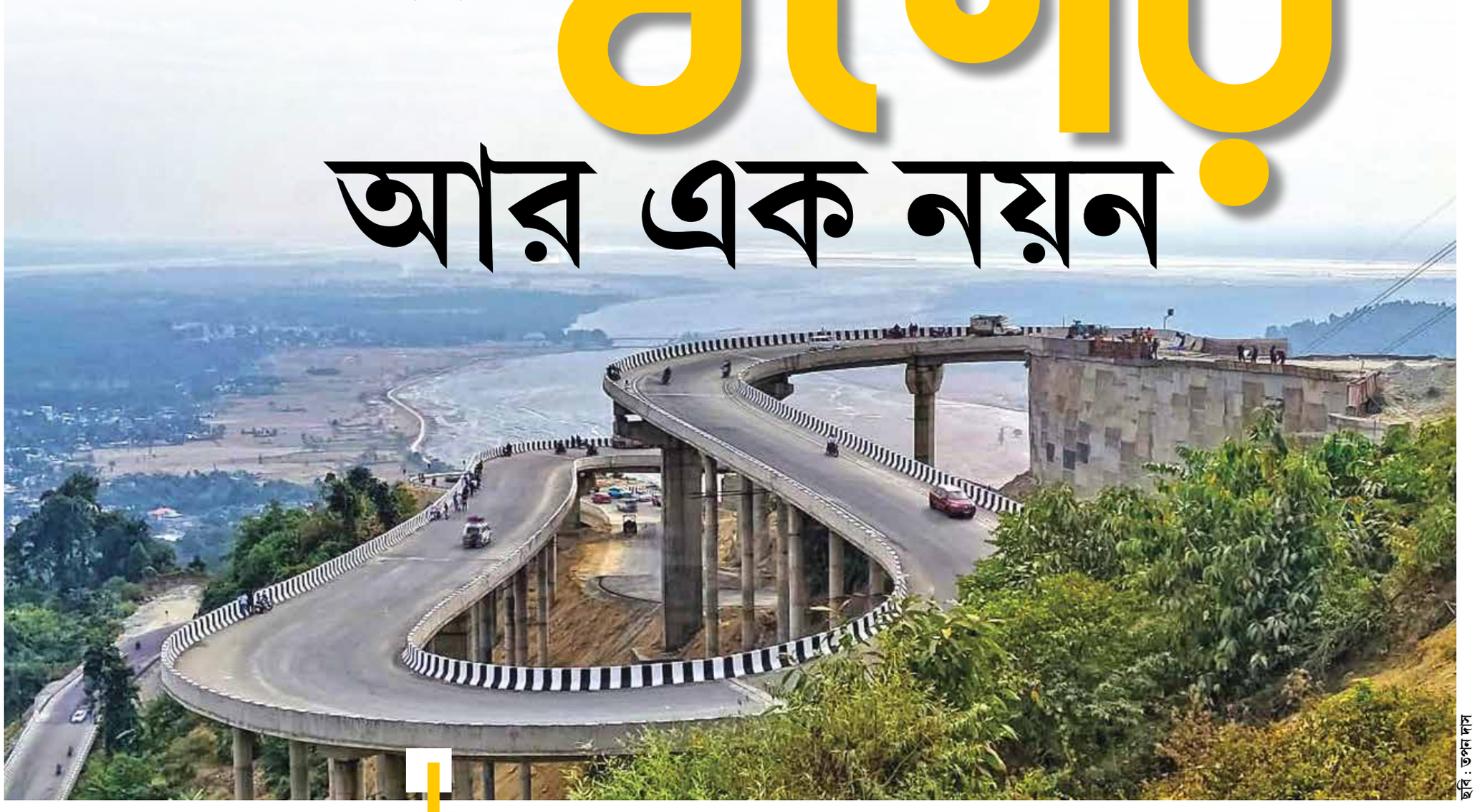

ছবি : তপন দাস

পাহাড়ে একটি সেতু ও অনেক সম্ভাবনা

প্রশান্ত মল্লিক

'শেলরুটি ব্রিজ' বা পুল এই শিরোনামে অসংখ্য ভিডিও সমাজমাধ্যমের ভাইরালের তালিকায় এখন শীর্ষ স্থান দখল করে আছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই। তাতে যে যেমন পেরেছে নিজের মতো তথ্য (অবশ্যই অধিকাংশ ভুল) পরিবেশন করেছে। বেশ কিছু পাহাড়ি প্রকৃতিপ্রেমী আফসোস করেছেন আদি প্রাকৃতিক বন্য সৌন্দর্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে।

কয়েক বছর আগেই একটা ছবি আমার কাছে পৌঁছায়, পাহাড়ি পথে বহুমুখী রাস্তার উড়ালপুলের নকশা। চুইখিম থেকে আসা সেই ছবি সেই সময় সব ফোনে ঘুরছে। এরকম একটা 'আন্তর্জাতিক মানের' ব্রিজ যে তাঁদের অঞ্চলে তৈরি হবেই এই দৃঢ়বিশ্বাস তখন তাঁদের মনে। সেই সময় রাস্তার কাজ প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু চুইখিম অঞ্চলের বাসিন্দারা স্বপ্ন দেখতে শুরুর পাশাপাশি বাস্তব পরিকল্পনাও শুরু করে দিয়েছিলেন। ওই ব্রিজের ছবি সামনে রেখে তখন থেকেই আর্থিক ও কর্ম পরিকল্পনামতো পদক্ষেপ করা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গত কয়েক বছরেই এই রাস্তার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় জনজীবনে। এরকম একটা সামাজিক ছবি আমার কাছে পৌঁছেছিল কয়েক বছর আগেই। এই রাস্তা আগামীদিনে কালিম্পং, ডুয়ার্স সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে একটা বদল আনতে চলেছে এটুকু স্থানীয় গ্রাম্য সরল মানুষগুলি বেশ ভালোমতো বুঝতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি এই রাস্তায় অন্য একটি গ্রাম ইয়েলবংয়ে তিনদিনব্যাপী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প উৎসবে দেখা গেল লখনউ সহ দেশ ও প্রতিবেশী দেশের অন্যান্য সংস্থাও এই অঞ্চলের প্রতি আগ্রহ সহ যোগদান করতে শুরু করেছে। বাগ্রাকোট অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা নানা পরিকল্পনামাফিক প্রকল্প শুরু করে দিয়েছেন; এই সবকিছু হল উপার্জন ও আর্থিক বিষয়ক প্রভাব। কিন্তু অন্যদিকে স্থানীয় জঙ্গল ও প্রকৃতির যে ভয়ংকর ক্ষতি হয়েছে তার প্রভাব সম্পর্কে আশঙ্কা অনেকের মনে। চেল ও লাভা সোশ্যাল ফরেস্টের সাড়ে চার লাখ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গল কেটে ফেলতে হয়েছে। তার ফলে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই, এমন আশঙ্কায় ভুগছে ইয়েলবং-এর পরিবেশ পর্যটন-এর কর্মীবৃন্দ ।

অনেকেই চুইখিম এবং আশপাশের অঞ্চলের পরিবর্তন নিয়ে উৎসুক হয়ে পড়েছেন। প্রায় ২০ বছরের পরিচিত এই পথে যাতায়াত এবং দীর্ঘ ৮ বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে আমি এই বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি।

চুইখিমের বাসিন্দারা অনেক আগে থেকেই আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি ব্রিজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন। এই স্বপ্নই তাঁদের উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। নতুন রাস্তা নির্মাণের ফলে চুইখিম এবং আশপাশের অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ফলে, এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন রাস্তা নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলটি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই ইয়েলবংয়ে একটি অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে, যা এই দিকে ইঙ্গিত করে। পর্যটনশিল্পের বিকাশের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের আয়ের উৎস বাড়তে পারে এবং আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

তবে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। নতুন রাস্তা নির্মাণের ফলে ব্যাপক পরিমাণে জঙ্গল কাটা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। জঙ্গল কাটার ফলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অসংযত পর্যটন এই অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চুইখিম এবং আশপাশের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি সুষম পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নতির দিকেও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(লেখক ট্যুরিজম অ্যাক্টিভিস্ট)

উপেক্ষা শেষের অপেক্ষায়

সানি সরকার

রোদ-কুয়াশায় আবছা-আলোর পথ। পাকদণ্ডির সেই পথে নজর শীতের দার্জিলিংয়ের। যদি পর্যটকদের দেখা যায়! বড়দিন, নববর্ষ উদযাপন কাটিয়ে পর্যটক হারিয়ে সময়ের সঙ্গে নিঝুম হয়ে রয়েছে কালিম্পং। পাহাড়ের দুই শহর যেন প্রতীক্ষা করে রয়েছে গ্রীষ্মের। শীত বিদায়ে বসন্ত শেষে গ্রীষ্মের শুরু হলেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হবে। আবার হেসে উঠবে শৈলরানি। ততদিন বিশ্রাম।

তবে বাগ্রাকোট ধরে যে রাস্তাটি সিকিমের পথ ধরেছে, তার কোনও বিশ্রাম নেই। নতুন জাতীয় সড়কটির কাজ এখনও ঢের বাকি। কিন্তু শুধুমাত্র 'লুপ পুল' দেখতে, তার ওপর গাড়ি নিয়ে চক্কর কাটতে তর সইছে না কারও। তাই এই শীতেও শয়ে-শয়ে মানুষের ভিড় শূন্যের আঁকাবাকা রাস্তা বা লুপ পুলে। যে ভিড়ে ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছে চুইখিম, নিমবং।

শুধু এই দুটি গ্রাম কেন, কিছুটা দূরের আশপাশের এলাকাগুলিও মনে করছে তাদের সুদিন ফিরবে। দীর্ঘ উপেক্ষার অবসান ভাবছে কালিম্পংও। এই আশার মাঝেই 'চোরাস্রোত' নিজস্বতা হারিয়ে যাবে না তো আধুনিকতায়?

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে রাস্তা। নতুন রাস্তাকে ঘিরে ভবিষ্যতের পথ চলতে চায় আশপাশের এলাকা। পর্যটনের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সড়ক হয়ে ওঠে পর্যটনকেন্দ্র, এমনটা অতীতে দেখা যায়নি, যায়নি শোনাও, অত্যন্ত উত্তরবঙ্গে। কিন্তু লুপ পুলের 'লুক' সামনে আসতেই রাস্তাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মানুষ। শিলিগুড়ি, ইসলামপুর জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার তো বটেই, লুপ পুল নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে গঙ্গার ও'পারের পর্যটকরাও।

এই তো সেদিন দক্ষিণ কলকাতার রাজপুর-সোনারপুরের বন্ধু ফোন করে জানতে চাইল, 'শিলিগুড়ি থেকে কতটা দূর লুপ পুল? সেখানে থাকার কী কী ব্যবস্থা রয়েছে? খরচ কতটা?' লুপ পুলের ভাইরাল হওয়া ছবি যে এই আগ্রহের মূলে, বুঝতে দ্বিধা হয় না। যদিও ছবি তোলার ক্ষেত্রে এখন এখানে নিষেধাজ্ঞা।

বর্ষার সময় তিস্তার ত্রাস হয়ে ওঠা, প্রবল বর্ষণে বিরামহীন ধসে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে থাকার জন্য বিকল্প পথ তৈরিতে জাতীয় সড়কটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। নাথু লা'য় চিনের রক্তচোখে পালটা নজর রাখতে বা মূলত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে জোর দিতেই এমন সিদ্ধান্ত। কিন্তু লুপ পুল এখন অক্সিজেন জোগাচ্ছে উত্তরের পর্যটনকে।

নতুন জাতীয় সড়কটির পাশে থাকা চুইখিম পর্যটকদের কাছে অনেকদিন ধরেই পরিচিত। এখন পরিচয় ঘটছে নিমবংয়ের। এই নিমবং থেকেই একটি রাস্তা কাফের, সান্তাহার, পমবু হয়ে কালিঝোরার দিকে নেমে যায়। অন্যটি কাফের লাভা রিশপ, রিকিসোম হয়ে আলগাড়া বা পেডং চলে যায়। এই জনপদগুলি লুপ পুলকে কেন্দ্র করে পর্যটনের নতুন ডেস্টিনেশন হয়ে উঠতে চাইছে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় জাতীয় সড়ক থেকে গ্রামগুলির যোগাযোগে রাজ্য সড়ক তৈরিতে নজর দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

শুধু রুরাল ট্যুরিজম বা গ্রামীণ পর্যটন নতুন দিশা দেখবে তা নয়, কালিম্পংয়ের পর্যটনও নতুন পথ দেখবে। বলতে কোনও অসুবিধা নয়, পর্যটনে দার্জিলিংকে শুধু প্রোমোট করা হয়েছে। নতুন জেলার স্বীকৃতি পাওয়ার আগে দার্জিলিংয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে কালিম্পংয়ের উপেক্ষা তেমনভাবে নজরে পড়েনি। জেলা হওয়ার পরই বা কালিম্পংকে কোথায় তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে?

ব্রিটিশ শাসকদের জন্য দার্জিলিংয়ের এত জনপ্রিয়তা, মনে করেন অনেকেই। অথচ তিস্তা পেরিয়ে ১৮৬৫-তে ইংরেজরা ঢুকেছিলেন কালিম্পংয়ে। তিব্বত থেকে দলাই লামা ভারতে এসেছিলেন কালিম্পং হয়েই। দুরপিন মনাসটেরিতে এখনও সযত্নে রয়েছে দলাই লামার উপহার দেওয়া নানা বই।

তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের জেলেপ লা বা সিল্ক রুটও কালিম্পংকে কেন্দ্র করে। এখানেই রয়েছে লেপচা, ভুটিয়া, তিব্বতি, নানা জনজাতির বসবাস। ভূভারতে যা কোথাও নেই। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতিও ছড়িয়ে কালিম্পংজুড়ে। অর্কিড সহ নানা ফুলের সমাহারও কালিম্পংয়ে। কালিম্পংয়ের ভৌগোলিক দিকটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ডুয়ার্স, ভুটান, সিকিম এবং দার্জিলিং যুক্ত কালিম্পংয়ের সঙ্গে। কিন্তু দিঘা, পুরীর সঙ্গে উচ্চারিত হয় শুধু দার্জিলিং। এই লুপ পুলকে কেন্দ্র করে ডুয়ার্স-কালিম্পং-সিকিম, পর্যটনের নতুন সার্কিট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তেমনভাবে আশার আলো দেখছে সান্তাহার, রিকিসোমের মতো পাহাড়ি গ্রাম।

উলটো প্রশ্নও আছে। পর্যটকদের ভিড়ে রোজগারের পথে ভবিষ্যতে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে না তো পাহাড়ের ঢালে থাকা কালিম্পংয়ের ছোট ছোট গ্রামগুলো? লেপচা, ভুটিয়া, তিব্বতি জনজাতি কি ধরে রাখতে পারবে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি? এমনও হাজারো প্রশ্ন কিন্তু লুপ পুলের ভিড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে স্থানীয়দেরই। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পর্যটককে বুঝে নিতে হবে তাঁদের। তবে এতটুকু বলা যায়, লুপ পুলকে কেন্দ্র করে এখন 'উপেক্ষা শেষ'-এর সুদিন দেখছে কালিম্পং।

আশাবাদের রঙিন ছবি

অজন্তা সিনহা

অসাধারণ! অবিশ্বাস্য! মনে হচ্ছে, যেন অন্য কোনও দেশে চলে এসেছি। আমাদের এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই– এমনই ছিল প্রতিক্রিয়ার প্রথমটা। নতুন কালিম্পং লুপ পুল ব্রিজ প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম, চুইখিমের হোমস্টে ব্যবসায়ী হোমজির সঙ্গে। ওঁর কথায়, 'এটা হওয়ার পর এলাকার আর্থসামাজিক চিত্রটাই আমূল বদলে গিয়েছে।' আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সিংহভাগ দাঁড়িয়ে কালিম্পং জেলার গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ও পর্যটন ব্যবসার উন্নয়নের ওপর।

২০১৬-র ডিসেম্বরে যখন কলকাতা থেকে পাকাপাকি বসবাসের উদ্দেশ্যে চুইখিমে এলাম, তখন সে একান্তই এক গণ্ডগ্রাম। সেই নিরালা গ্রামের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবগাহনের পাশাপাশি দেখেছিলাম সেখানকার মানুষের চরম দুর্গতি-দুর্দশার বারোমাস্যা! রাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে। যতটুকু যা, গ্রামের মানুষের নিজ উদ্যোগে প্রস্তুত। রাস্তা অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা, যার যথাযথ আয়োজনের অভাবে নিত্য বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ থেকে অতি জরুরি প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, পানীয় জল সব ক্ষেত্রেই সংকট ছিল তুঙ্গে।

বেশ মনে আছে, গ্রামের গাড়ি ভাড়া করে নিকটবর্তী শহর ওদলাবাড়ি আসতে হত বিকিকিনির জন্য। যে পথে আসা-যাওয়া, তা ছিল দুর্গম। মাঝে মাঝেই অনতিক্রম্য হয়ে উঠত।

বর্ষায় অবস্থাটা হত আরও ভয়াবহ। আর এই অঞ্চলে বর্ষা মোটেই ঋতুর নিয়মে আসে না। কালবৈশাখী থেকে শ্রাবণধারা, অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ– নানা রূপে বর্ষা তার ভয়ংকরী রূপ নিয়ে হানা দেয় উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনপদে। দুর্গম পথে ঝড়-বৃষ্টির হানাহানির সেই দিন কি এবার তাহলে বিদায় নিল? এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে তো হল তেমনটাই। জাতীয় সড়কের অন্তর্ভুক্ত এই লুপ পুল ব্রিজ কালিম্পং ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের জীবনে আজ আশীর্বাদস্বরূপ, একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

ঘিস নদীর নিকটস্থ ওদলাবাড়ি থেকে শুরু হয়েছে এই লুপ পুল। গিয়েছে বাগ্রাকোট, চুইখিম, দারাগাঁও, সন্ন্যাসী দারা, বরবট, নিমবং, কাফের (লোলেগাঁও), গিদাবলিং বাইপাস, গুম্বা দারা, নাইন্থ মাইল লাভা, পেডং, ঋষি নদী হয়ে সিকিমে। নবগাঁও খাসমহল, পাবরিংটার গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা কালিম্পং, কালিম্পং ব্লক-১– এই হল মোটামুটি লুপ পুলের এলাকা।

একদিকে এই পুল যেমন যুগ পরিবর্তনের বাহক, তেমনই ব্রিটিশ আমল থেকেই এই অঞ্চলের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সেই মানচিত্রে নতুন রং যুক্ত করল কালিম্পং লুপ পুল ব্রিজ। পাহাড়-নদী-জঙ্গল অধ্যুষিত নান্দনিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় এই এলাকার পর্যটন আকর্ষণ চিরন্তন। সেই পর্যটনের উন্নয়নে অনেকটাই বাধা ছিল দুর্গম পথঘাট। সেই পর্যটনে আজ নতুন প্রাণের জোয়ার!

পরিচিত এক গাড়িচালকের কাছে এ প্রসঙ্গে যা শুনলাম, তা কতটা ইতিবাচক, সেটা কিছুদিন আগের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন। চুইখিম থাকাকালীন যতবার যাতায়াত করেছি, জেনেছি, রাস্তার কারণে গাড়ির মেইনটেনান্স খরচ কীভাবে তাঁর সাধ্যের বাইরে চলে যায়! অন্য ড্রাইভাররাও একই সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। রাস্তার অবস্থার কারণেই সমতলের ড্রাইভাররাও অধিকাংশই এড়িয়ে চলতেন এইসব অঞ্চল। এর ফলে পরিবহণ ছাড়াও মার খেত পর্যটন ব্যবসা। আজ অবস্থাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। খুশির জোয়ার লুকোনো থাকল না ওই ড্রাইভার ভাইয়ের কণ্ঠে। জানালেন, প্রচুর ট্যুরিস্ট আসছেন এখন। কালিম্পং লুপ পুল ব্রিজ খুলে যাওয়ার পর এমন একদিনও হয়নি, গাড়ি বসে থেকেছে। গাড়ির মেইনটেনান্স খরচও কমে গিয়েছে।

উচ্ছ্বাসে প্লাবিত ছিল হোমজির কণ্ঠও। ওঁর নিজের ছাড়াও আশপাশের বেশ কয়েকটি হোমস্টে ঘিরে জনজোয়ার নেমেছে ইদানীং। বেশ কয়েক বছরের পুরোনো হোমস্টে ব্যবসা তাঁদের। এযাবৎ হোমস্টের মালিকরা ন্যূনতম লাভের মুখ দেখতে হিমসিম খেতেন। আজকের বদলে যাওয়া ছবিতে এখনই আরও কয়েকটি নতুন হোমস্টে হলে ভিড় সামাল দেওয়া যাবে। চুইখিম ছাড়াও কালিম্পংয়ের অন্যান্য স্পট– পেডং, সিলেরিগাঁও, ইচ্ছেগাঁও, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, খোলা খাম, রামধুরা, চিবো, কাগে– সর্বত্র পর্যটন মানচিত্রে লেগেছে ইতিবাচক রং। এটা সামগ্রিকভাবেই এলাকার আর্থসামাজিক ছবিকেও প্রভাবিত করবে।

ওদলাবাড়ি এলাকার এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর মতে, পর্যটন ব্যবসা তো বটেই, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে আগামীদিনে। শপিং মল, পথের ধারে গড়ে ওঠা ধাবা থেকে ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন পণ্যের শোরুম– সবটাই ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের মানুষের রুটিরুজির ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশা হয়ে উঠবে। উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ের গ্রামগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ এমনিতেই কম। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিকূল হওয়ায় সেটা আরও নেতিবাচক এক অবস্থানে ছিল এতদিন। লুপ পুল ব্রিজ এই পরিবর্তনে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে নিশ্চিতভাবে।

শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত এক স্থানীয় তরুণের বিশ্বাস, লুপ পুল ব্রিজ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন নতুন স্কুল তৈরি হবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে এলাকার। চুইখিম তো বটেই, এলাকার আরও কিছু গ্রামে গিয়ে দেখেছি, রাস্তাঘাট ও পরিবহণের দুরবস্থার জন্য স্কুল পড়ুয়াদের তীব্র কষ্টকর দিকটা। দেখেছি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় আড়াই-তিন ঘণ্টা পথ হেঁটে শিশু-কিশোর ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। সেই কষ্টও হয়তো দূর হবে এবার। স্কুলের পাশাপাশি তৈরি হবে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল। সবক্ষেত্রেই তো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা। আশা রাখা যায়, ছবি বদলাবে এদিকেও।

(লেখক সাংবাদিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

রাত জাগা ঝিঁঝি আর জোনাকির সেই পথ

দেবেশ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় বছর বারো আগের কথা। আমার বন্ধু রাজ বসু আমাকে প্রথম 'চুইখিম' গ্রামের কথা বলেছিল। মিনা মোড় থেকে পরোটা-তরকারি খেয়ে বাগ্রাকোট হয়ে পৌঁছেছিলাম সেই গ্রামে। পথে গাড়ির ড্রাইভার তো ভয়ে অস্থির।

ঘন জঙ্গল, সন্ধে নামছে, চারপাশে ঝিঁঝি-র ডাক। ওর বহু প্রাচীন 'মারুতি অমনি' গাড়ি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে কী হবে? সেই কথাই বারবার বলছিল পুকার ছেত্রী।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম চুইখিমে। 'পবিত্রা হোমস্টে'-তে ছিলাম সেবার। ক্রমশ চুইখিমের মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হল। পবিত্রা-র দাদার চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন হল একবার। সেটাও জোগাড় করলাম। কিন্তু ওর দাদা বাঁচলেন না। মেয়ে প্রজিতা তো অর্থ ফেরত দেবেই, বলল, 'দাদা, আমাদের জমি আছে। অর্থের বদলে তার একটা অংশ আপনি নিয়ে নিন।'

পাহাড়ে জমি নিয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। রাজ ভরসা জোগাল। আমি আর রাজ কালিম্পংয়ে গিয়ে সেই জমির রেজিস্ট্রেশনও করলাম। আর এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

তারপর বহুবার চুইখিম গিয়েছি। জমিটায় ক্রমশ একটা বাড়ি বানিয়েছিলাম। ডাক্তাররা আসতেন, মেডিকেল ক্যাম্প হত সেখানে। এর মধ্যে দেখলাম রাস্তার মাপজোখ হচ্ছে। জানতে পারলাম, ৭১৭-এ হাইওয়ে হবে এই রাস্তা দিয়ে।

গ্রামের লোকরাও উত্তেজিত, কর্মসংস্থান হয়তো বাড়বে, ট্যুরিজমের উন্নতি হবে- এইসব। তারপর গাছ কাটা শুরু হল, হাজার হাজার গাছ। পাহাড় কাটা শুরু হল, বর্ষায় কাদা, অন্য সময় ধুলো। এখানে পাহাড়ের প্রকৃতি একটু ভঙ্গুর। তাই রাস্তার তৈরি হওয়া গার্ডওয়াল ভেঙে পড়ত মাঝেমাঝেই।

চুইখিমে এসে দেখতাম, গরম বেড়ে গিয়েছে। প্রচুর পাখি আসত, থাকত এখানে। তারাও আর আসে না। রাস্তা বানানোর জন্য কর্তৃপক্ষ চুইখিমের এক বহু প্রাচীন গাছকে কেটে ফেলতে চাইছিল। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে জানাতে তারা খবর করলেন। আটকানো গেল সেই অকালমৃত্যুকে।

এরপর শহর থেকে মানুষ এসে চুইখিমে জমি কিনতে শুরু করলেন। একটা বড় হোটেলের নির্মাণ শুরু হল। আমার চেনা চুইখিম ক্রমশ হারিয়ে যেতে আরম্ভ করল।

প্রায় বছরখানেক আমি চুইখিমে যাইনি, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। ওখানে হোমস্টে হয়েছে এখন। ছবিতে দেখেছি সাপের মতো ফ্লাইওভার পাহাড়ের বুক চিরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু স্মৃতিতে বহন করব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আধো অন্ধকারের সেই পথকে। সেখানে রাত জাগে ঝিঁঝি, জোনাকি আর স্বপ্ন।

(লেখক নাট্যকর্মী, অভিনেতা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সইফ কাণ্ড ছত্তিশগড় থেকে গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অভিনেতা সইফ আলি খানের বাড়িতে হামলার পর গোটা দু'টো দিন কেটে যাওয়ার পরেও হামলাকারী পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছিল পুলিশ। কিন্তু শনিবার এল ভালো খবর। এদিন সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে ছত্তিশগড়ের দুর্গ রেলওয়ে স্টেশনে আটক করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিই বুধবার রাতে বলিউড অভিনেতার বাড়িতে ঢুকে ছুরি নিয়ে হামলা করেছিল বলে ইঙ্গিত পুলিশের।

ধৃত অভিযুক্তের নাম আকাশ কৈলাস কানোজিয়া (৩১)। শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ ছত্তিশগড়ের দুর্গ রেলস্টেশন থেকে তাকে আটক করা হয়। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) জানিয়েছে, মুম্বই পুলিশের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুম্বই-হাওড়া জানেশ্বরী এক্সপ্রেস থেকে তাকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছে। দুর্গে ট্রেন পৌঁছোনোর পর অভিযুক্ত সাধারণ বগি থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ধরে ফেলে রেল পুলিশ।

আরপিএফ-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মূল অভিযুক্তের ছবি, ট্রেনের নম্বর এবং অবস্থান সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানিয়েছিল মুম্বই পুলিশ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাকে আটক করার পর ভিডিও কলে মুম্বই পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করা হয়। তবে মুম্বই পুলিশের একটি দল দুর্গে পৌঁছে সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করার পরই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে ধৃত ব্যক্তিই আসল অভিযুক্ত কি না।

এর আগে ওয়ারিস আলি সালমানি নামে এক কাঠের মিস্ত্রিকে আটক করেছিল মুম্বই পুলিশ। ঘটনার দু'দিন আগে তিনি কাজ করেছিলেন সইফের বাড়িতে। কিন্তু তাঁকে জেরার পর পুলিশ জানায়, তিনি এই ঘটনায় জড়িত নন। শনিবার মধ্যপ্রদেশ থেকে সন্দেহভাজন আরও একজনকে ধরা হয়। তবে তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, হামলার দিন কালো টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তি সইফের বাড়িতে প্রবেশ করে। পরের দিন ওই সন্দেহভাজনকে হলুদ এবং নীল শার্ট পরা অবস্থায় দেখা যায়। প্রত্যেকবার তার সঙ্গে একটি কালো ব্যাগ ছিল। পোশাক পরিবর্তন থেকে স্পষ্ট, হামলাকারী নিজেকে লুকানোর পরিকল্পনা করেছিল। অন্য একটি ফুটেজে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে প্রথমে বান্দ্রা এবং পরে দাদার রেলওয়ে স্টেশনে দেখা যায়।

ধৃত আকাশ কৈলাস কানোজিয়াই কি সইফকে আক্রমণ করেন?

মুম্বইয়ের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে ট্রেনে উঠেছিল বলে সন্দেহ। পুলিশের প্রশ্ন, হামলার উদ্দেশ্য কি শুধুই চুরি ছিল, নাকি পূর্বপরিকল্পিত কিছু?

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ফায়ার এস্কেপ ব্যবহার করে অভিনেতার বাড়িতে ঢুকে ঘণ্টাখানেক ভিতরে ছিল। তার চলাফেরা দেখে পরিষ্কার, বাড়ির ভিতরের পথঘাট সম্পর্কে সে পরিচিত। পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি হয়তো আগে সইফের বাড়িতে কাজ করত অথবা কোনও কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আগেও বাড়িতে ঢুকেছিল। অর্থাৎ প্রতিহিংসা থেকে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

হামলাকারী সইফের ছোট ছেলে জেহাঙ্গির ওরফে জেহ'র ঘরে ঢুকে এক কোটি টাকা দাবি করেছিল। তবে খুলে রাখা সোনার গয়না সে ছুঁয়েও দেখেনি। সইফের স্ত্রী করিনা কাপুর খান জানিয়েছেন, ঝগড়ার সময় হামলাকারী আক্রমণাত্মক ছিল বটে, তবে কোনও গয়না নেয়নি। সইফকে কোপানোর ঘটনা তাঁর চোখের সামনেই ঘটে। জেহ'কে বাঁচাতেই হামলাকারীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সইফ। সেই কারণেই হামলাকারীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। ঘটনার পর আতঙ্কিত করিনা তাঁর বোন করিশমা কাপুরের বাড়িতে চলে যান। হামলাকারী তরুণের অদ্ভুত আচরণ থেকে পুলিশের ধারণা, চুরি-ডাকাতির জন্য নয়, হামলাকারী বাড়িতে ঢুকেছিল খান পরিবারের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই।

জয়ের তোপে 'ক্যানসার' পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : পাকিস্তানকে এবার মারণরোগ ক্যানসারের সঙ্গে তুলনা করলেন এস জয়শংকর। বিদেশমন্ত্রীর মতে, ভারতের প্রতিবেশী দেশে সন্ত্রাসবাদ ক্যানসারের মতো বাসা বেঁধেছে। এখন সেই রোগ সেদেশের মানুষকেই নিশানা করছে। শনিবার মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সীমান্ত সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার নিরিখে আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান নিশ্চিতভাবে একটি ব্যতিক্রম। সেই ক্যানসার এখন ওদের নিজেদের রাজনীতিকে গ্রাস করছে। গোটা উপমহাদেশের স্বার্থে পাকিস্তানের এই নীতি থেকে সরে আসা উচিত।' এ প্রসঙ্গে ভারতের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করেছেন জয়শংকর। তিনি বলেন, '৩টি স্তম্ভের ওপর গড়ে উঠেছে ভারতের বিদেশনীতি। এগুলি হল পারস্পরিক সম্মান, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ।'

> সীমান্ত সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার নিরিখে আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান নিশ্চিতভাবে একটি ব্যতিক্রম। সেই ক্যানসার এখন ওদের নিজেদের রাজনীতিকে গ্রাস করছে। গোটা উপমহাদেশের স্বার্থে পাকিস্তানের এই নীতি থেকে সরে আসা উচিত
>
> **এস জয়শংকর**

মন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারত নিজেকে বিশ্ববন্ধু এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বকে মজবুত করা এবং সমস্যা কমানোর চেষ্টা করে থাকে। তবে ভারতের স্বার্থ বিবেচনা করেই এটা করা হয়।' সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন জয়শংকর। সেখানে নতুন সরকারের একাধিক সচিবের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। তার আগে পাকিস্তান এবং ভারতের বিদেশনীতি নিয়ে তাঁর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিকমহল।

বাংলাদেশে পালাবদলের পর উপমহাদেশে নতুন করে সক্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তান। বাংলাদেশে সক্রিয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি পাকিস্তান থেকে মদত পাচ্ছে বলে অভিযোগ। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে অস্ত্র আমদানির অভিযোগও সামনে এসেছে। এদিকে বাংলাদেশ ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুই দেশের ওপরই আর্থিক এবং কূটনৈতিক চাপ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জয়শংকরের মার্কিন সফরে নজর রাখছে ঢাকা-ইসলামাবাদ।

আপের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অপমানের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : জাতীয় রাজধানীতে বাঙালিদের অপমান করার অভিযোগ তুলে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। চিঠিতে দিল্লিতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দায় এবং আপ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যদিও এবিষয়ে কেজরিওয়াল বা আপ দলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তাঁর চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে, দিল্লির শাসকদল আপের সদস্যরা রাজধানীতে বসবাসকারী বাঙালিদের চরম অপমান করেছেন। দিল্লির বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তুলনা করছেন, যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। চিঠিতে মাহাতো উল্লেখ করেছেন, বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করা ব্যক্তিরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং তাদেরকে ভারতীয় বাঙালিদের সঙ্গে এক

সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তিনিই আক্রমণ করেন আপ-কে।

করা উচিত নয়। তিনি এই ধরনের মন্তব্যকে বাঙালি জাতির প্রতি অপমানজনক বলে অভিহিত করে বলেন, 'এটি বাঙালিদের গৌরব এবং জাতীয়তাবোধে আঘাত করার শামিল।' কেজরিওয়ালকে পাঠানো চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও টেনে তিনি অভিযোগ করেছেন, 'আপ হোক কিংবা তৃণমূল- দুই ইন্ডিয়া শরিকই আদতে নিজেদের ভোটব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করছে।

তাঁর অভিযোগ, এইসব দলগুলি মূলত মুসলিম ভোটব্যাংক অটুট রাখতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশে মদত দিয়ে চলেছে। এমনকি, মুসলিম ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখতে আপ সদস্যরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মুসলমান হিসাবে তুলনা করে বাঙালি হিসাবে তুলে ধরার অপচেষ্টা করছেন।

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। শনিবার পাটনায়।

জাতগণনা ভুয়ো, নীতীশকে ঠেস রাগার

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি : যতদিন ইন্ডিয়া এবং বিহারের মহাজোটে ছিলেন, ততদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে কাছের মানুষ হিসেবেই দেখতেন রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্ব। কিন্তু শিবির বদলের পর নীতীশ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়নও যে আমূল বদলে গিয়েছে, সেটা বুঝিয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। একইসঙ্গে কংগ্রেস যে নীতীশকে মহাজোটে ফেরানোর তোড়জোড়ের পক্ষে নয়, শরিক আরজেডি-কে সেই বার্তাও দিয়ে রাখলেন রাহুল গান্ধি। শনিবার পাটনার বাপু সভাঘরে সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলনে ভাষণ দিতে বিহারে এসেছিলেন তিনি। পরে কংগ্রেসের একটি কর্মীসভাতেও বক্তৃতা দেন রাহুল। দুটি সভাতেই আরএসএস, বিজেপি ও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধানের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণের অভিযোগ তোলার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে যে জাতভিত্তিক সমীক্ষা হয়েছিল, তাকে ভুয়ো বলেও আক্রমণ করেছেন তিনি। পাশাপাশি বিহারের জাতিগত জনগণনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, চাকরিপ্রার্থীদের ওপর পুলিশি বর্বরতা নিয়েও সরব হন রাহুল।

তিনি বলেন, 'বিহার সরকার যে জাতভিত্তিক সমীক্ষা করেছিল আমরা সেরকম কোনও সমীক্ষা করব না। সমীক্ষার নামে বিহার সরকার যেটা করেছিল সেটা মানুষকে বোকা বানানোর জন্য করেছিল।' রায়বেরেলির সাংসদের সাফ কথা, কংগ্রেস যে কোনও মূল্যে দেশে জাতভিত্তিক জনগণনা করিয়ে ছাড়বে। এতে যদি আমাদের রাজনৈতিক লোকসানও হয় তাতেও কিছু আসে যায় না।' ২০২২-২৩ সালে বিহারে জাতভিত্তিক সমীক্ষা করিয়েছিলেন নীতীশ। সেইসময় বিহারের মসনদে মহাজোটের সরকার ছিল। কংগ্রেস তার শরিক ছিল। সেইসময় অবশ্য নীতীশের পদক্ষেপকে মহাজোটের অন্য শরিকদের মতো সাধুবাদ জানিয়েছিল হাতশিবিরও।

> বিহার সরকার যে জাতভিত্তিক সমীক্ষা করেছিল আমরা সেরকম কোনও সমীক্ষা করব না। সমীক্ষার নামে বিহার সরকার যেটা করেছিল সেটা মানুষকে বোকা বানানোর জন্য করেছিল।
>
> **রাহুল গান্ধি**

রাহুল অবশ্য এদিন বলেন, 'আমলাতন্ত্র এবং অন্য ক্ষেত্রগুলিতে ওবিসি, দলিত এবং শ্রমজীবীদের অংশীদারিত্ব কতটা তা জানতে দেশজুড়ে একটি জাতভিত্তিক জনগণনার প্রয়োজন। দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে জাতভিত্তিক জনগণনার প্রয়োজন। ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের যে বেড়া রয়েছে আমরা তা ভেঙে দেব।' আরএসএসকে তুলোধোনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি এবং আরএসএস সংবিধানকে অবজ্ঞা করছে এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলিকে অবহেলা করছে। আরএসএস সহ হাতেগোনা কয়েকটি সংগঠন এবং আদানি-আম্বানিরা এখন দেশ পরিচালনা করছেন। সংবিধানের কোথায় লেখা আছে যে ভারতের সমস্ত সম্পদ শুধুমাত্র ২-৩ জনের হাতে থাকবে। আজকের ভারতে বিধায়ক, সাংসদদের কোনও ক্ষমতা নেই। এখন সমস্ত ক্ষমতা আম্বানি, আদানি এবং আরএসএসকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থায় তাদের লোকজন রয়েছে।' ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সাম্প্রতিক মন্তব্যের বিরুদ্ধে এদিনও তোপ দাগেন রাহুল।

কংগ্রেসের কর্মসূচি শেষের পর আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বাসভবনে যান তিনি। সেখানে লালু, তাঁর স্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, তেজস্বী, মিসা ভারতী, তেজপ্রতাপদের সঙ্গেও দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। পরে আন্দোলনরত বিপিএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেও দেখা করতে যান তিনি।

উপত্যকায় অজানা অসুখে মৃত বেড়ে ১৬

'আমার সব শেষ', বিলাপ গ্রামবাসীর

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির বাদহাল গ্রামে অজানা জ্বরের আতঙ্ক কিছুতেই কাটতে চাইছে না। এই জ্বরে এখনও পর্যন্ত ৮ জন নাবালক সহ মোট ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩৮। যদিও অজানা অসুখটি গ্রামের মাত্র তিনটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ডিসেম্বরে এই জ্বর ছড়িয়ে পড়ে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির বাদহাল গ্রামের রহস্যজনক অসুখে মৃত্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শনিবার এক আন্তর্মন্ত্রক দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। রবিবার ওই দলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ কর্তার নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করবে। দলে রয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, রাসায়নিক ও সার এবং জলসম্পদ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া পশুপালন, খাদ্য সুরক্ষা ও ফরেনসিক বিজ্ঞান ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদেরও দলে রাখা হয়েছে।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। স্বাস্থ্য ও পুলিশ বিভাগের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেন। চণ্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি

কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর নির্দেশ

এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি)-এর মতো সংস্থাগুলি রোগ শনাক্তকরণের চেষ্টা করলেও এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি কিছু হয়নি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আক্রান্তদের অনেকেই মাত্র ২-৩ দিনের মধ্যে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়ে কোমায় চলে যান এবং তারপর মৃত্যু। তবে এই ঘটনা কোনও সংক্রামক রোগের জন্য নয় বলেই মনে হচ্ছে। তাই আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

এক সপ্তাহের মধ্যে পরিবারের সাতজনকে হারানোর শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন বাদহাল গ্রামের বাসিন্দা মুহাম্মদ আসলাম। তিনি হারিয়েছেন তাঁর পাঁচ সন্তান—তিন ছেলে ও দুই মেয়ে এবং এক মামা ও মাসিকে। তাঁর একমাত্র মেয়ে বর্তমানে জম্মুর একটি হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। প্রথম শিকার হন ওই গ্রামের মোহাম্মদ ফজল ও তাঁর চার সন্তান।

শোকবিহ্বল আসলাম কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'আমার পৃথিবী এক সপ্তাহে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমি পাঁচ সন্তানকে হারিয়েছি কালান্তক রোগে। এখন আমার একমাত্র মেয়ে ইয়াসমিন কৌঁসর (১৫) মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি যেন তার জীবন রক্ষা পায়।' তাঁর অভিযোগ, 'ফজলের বাড়িতে ৭ ডিসেম্বর প্রায় ৩০-৪০ জন খাবার খেয়েছিলেন। তবে কেন কেবল তিনটি পরিবার আক্রান্ত হল? আমরা গরিব বলে সরকার ঠিকমতো তদন্ত করছে না।'

প্রথম দেখা... *শনিবার মোরাদাবাদের এক গণবিবাহের আসরে।*

নীতীশের হয়ে ময়দানে পুত্র নিশান্ত

পাটনা, ১৮ জানুয়ারি : মাস কয়েক বাদেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজনীতির দাবা খেলায় ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত সব দল। এমন সময় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হয়ে ময়দানে নামলেন তাঁর ছেলে নিশান্ত। শুধু সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়াই নয়, নীতীশ ও জেডিইউ-র হয়ে রীতিমতো ভোট চাইলেন তিনি। দু-দশকের বেশি সময় ধরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে রয়েছেন নীতীশ। কিন্তু কখনই তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যকে সেভাবে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। রাজনীতি ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেই স্বচ্ছন্দবোধ করেন তাঁরা। এবার নিশান্ত যেভাবে বাবার হয়ে সরব হয়েছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সম্প্রতি বখতিয়ারপুরে পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছিলেন নীতীশ। সঙ্গে ছিলেন নিশান্ত। সেখানেই প্রথমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। নিশান্ত বলেন, 'প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের সামনে এলাম। আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে জানাতে চাই এবছরই বিহারে বিধানসভা ভোট। বাবা যাতে ক্ষমতায় আসতে পারেন সেজন্য আপনাদের সাহায্য এবং আশীর্বাদ চাইছি। বাবাকে জেতান, তাঁর দলকে ক্ষমতায় ফেরান। বাবা থাকলে বিহারের আরও উন্নয়ন হবে।' তবে কি রাজনীতিতে আসতে চলেছেন নিশান্ত? উত্তর মেলেনি।

জেডিইউতে নীতীশ কুমারের উত্তরাধিকারী কে হবেন তা নিয়ে বহু দিন ধরেই চর্চা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে অবশ্য কখনই এবিষয়ে মুখ খোলেননি। রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বরাবর ধীরে চলেছেন। একসময় প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে-কে নীতীশ নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন বলে গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু সেই চর্চাও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে জন সুরজ দল গড়ে নীতীশের বিরুদ্ধেই সুর চড়াচ্ছেন প্রাক্তন ভোট-কৌশলী পিকে।

এদিকে নীতীশ-বিজেপি জোটকে ক্ষমতাচ্যুত করতে রাজ্যের বিরোধী দলগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। রাজনীতির নয়া সমীকরণে তাই কি ছেলেকে সামনে আনার কৌশল নিয়েছেন পোড়খাওয়া নীতীশ? জেডিইউ প্রার্থীতালিকায় নিশান্তের নাম থাকে কি না সেটাই এখন দেখার।

ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তুতি তুঙ্গে

শিকাগো থেকে বেআইনি অভিবাসীদের 'বাড়ি পাঠানো' শুরু

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : বেআইনিভাবে বসবাসকারীদের আমেরিকা ছাড়া করতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অভিযানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথগ্রহণের আগেই তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব নেবেন ট্রাম্প। তার ঠিক পরের দিন থেকেই আমেরিকায় শুরু হয়ে যাবে বেআইনি অভিবাসী বিতাড়ন অভিযান। এর ফলে কয়েক লক্ষ অভিবাসী সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অভিবাসন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শিকাগো থেকে বেআইনি অভিবাসীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করার কাজ শুরু হবে। তারপর ধাপে ধাপে গোটা দেশে অভিযান চালানো হবে। শিকাগোতে অভিযান চালাতে অভিবাসন এবং কাস্টমস আধিকারিকদের ২০০ জনের একটি দল গঠন করা হয়েছে। ওই আধিকারিকের বক্তব্য, 'আমরা সারা দেশে অভিযান চালাতে চলেছি। নিউ ইয়র্কে গ্রেপ্তারি দেখতে পাবেন। মিয়ামিতেও গ্রেপ্তারি দেখতে পাবেন।' একধাপ এগিয়ে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির প্রধান টম হোমানের হুঁশিয়ারি, 'আমরা শিকাগো, ইলিনয় থেকে শুরু করতে চলেছি। যদি শিকাগোর মেয়র সাহায্য করতে না চান তাহলে তিনি সরে যেতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি আমাদের বাধা দেন, যদি জেনে-শুনে কোনও অবৈধ বিদেশিকে আশ্রয় দেন বা লুকিয়ে রাখেন, আমি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করব।'

মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প প্রথম যে বিলে সই করতে পারেন সেটি হল লেকেন রিলে অ্যাক্ট। এই আইনের আওতায় পুলিশ চুরি ও হিংসায় অভিযুক্ত অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। গত বছর জর্জিয়ায় ভেনেজুয়েলা থেকে আসা এক অভিবাসীর হাতে খুন হয়েছিলেন লেকেন নামে একজন পড়ুয়া। তাঁর নামেই আইনের নামকরণ করা হয়েছে। ওই খুনের পর জো বাইডেন সরকারের অভিবাসন নীতির কড়া সমালোচনা করেছিলেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট ভোটের প্রচারেও সেই সুর ধরে রেখেছিলেন তিনি। যদিও সরকারি পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকা থেকে ২.৭১ লক্ষ বেআইনি অভিবাসীকে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। যা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শাসনকালের চেয়ে অনেক বেশি।

এদিকে মার্কিন সরকারের অন্দরে ক্ষমতার হাতবদল ছায়া ফেলছে। ট্রাম্প শপথ নেওয়ার আগেই তাঁর সহযোগীদের তরফে বিদেশমন্ত্রকের ৩ কূটনীতিককে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট। এই ঘটনা বাংলাদেশ ইস্যুতে আমেরিকার অবস্থান বদলের ইঙ্গিত কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে কূটনৈতিক মহলে।

‘আল্লার ইচ্ছায় বেঁচে আছি’

বার্তা শেখ হাসিনার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : পাঁচমাসেরও বেশি সময় ধরে নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি সুরক্ষিত থাকলেও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। একদিকে ভারতবিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের প্রতি সখ্যের পরিমাণ হুহু করে বাড়ছে, অন্যদিকে নির্বাচন ও সংবিধান সংস্কারের নামে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-মতাদর্শকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আওয়ামি লিগ সভানেত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে বারবার হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এবার যেভাবে পরিকল্পনা সাজানো হয়েছিল তাতে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কিন্তু শেষমেশ তিনি এবং তাঁর বোন শেখ রেহানা যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচেছেন, তার জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হাসিনা।

এক অডিওবার্তায় তিনি বলেন, ‘আমি এবং রেহানা প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। ২০-২৫ মিনিটের ব্যবধানে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।’ তাঁর কথায়, ‘২১ অগাস্টের হত্যাকাণ্ড, কোটালিপাড়ায় বিশাল বোমের হাত থেকে, ৫ অগাস্টের ঘটনায় বেঁচে যাওয়ার পিছনে আল্লার নিশ্চয়ই কোনও হাত আছে, ইচ্ছা আছে। নাহলে এবারও তো বেঁচে যাওয়ার কথা নয়। তারা যেভাবে প্ল্যান করেছিল আমাকে হত্যা করার, সেটা আপনারা পরবর্তীতে দেখেছেন। তবুও জানি না, আল্লা আরও কিছু করাতে চান বলেই আমি এখনও বেঁচে রয়েছি।’

গতবছর ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ঢাকা ছেড়ে নয়াদিল্লি পালিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎপরতায় তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। হাসিনা বিরোধী দলনেত্রী থাকার সময় ২০০৪ সালের ২১ অগাস্ট আওয়ামি লিগের একটি সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। তাতে ২৪ জন নিহত, ৫০০ জন আহত হয়েছিলেন। হাসিনা সেবার জখম হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ২০০০ সালে কোটালিপাড়ার একটি কলেজে হাসিনার সফরের ঠিক আগে বোমা উদ্ধার হয়েছিল। সেই যাত্রাতেও বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে বারবার হত্যার চেষ্টা করা হলেও তিনি যে বেঁচে ফিরেছেন, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র বারবার বিফলে গেলেও নিজের জন্মভূমি, কর্মভূমি ছেড়ে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে তিনি যে খুব একটা পছন্দ করছেন না, সেকথা কান্নাভেজা গলায় জানিয়ে দিয়েছেন হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আমার কষ্ট হচ্ছে, আমি দেশছাড়া, ঘরছাড়া। সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে।’ শেখ হাসিনাকে ফেরত পেতে ইউনূস সরকারের তরফে তৎপরতায় কোনও খামতি নেই। তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে। প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ফেরানোর আর্জিও জানিয়েছে ঢাকা। কিন্তু নয়াদিল্লি তাঁকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া তো দূরস্থ, তাঁর ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।

> ২১ অগাস্টের হত্যাকাণ্ড, কোটালিপাড়ায় বিশাল বোমের হাত থেকে, ৫ অগাস্টের ঘটনায় বেঁচে যাওয়ার পিছনে আল্লার নিশ্চয়ই কোনও হাত আছে, ইচ্ছা আছে। নাহলে এবারও তো বেঁচে যাওয়ার কথা নয়। তারা যেভাবে প্ল্যান করেছিল আমাকে হত্যা করার, সেটা আপনারা পরবর্তীতে দেখেছেন। তবুও জানি না, আল্লা আরও কিছু করাতে চান বলেই আমি এখনও বেঁচে রয়েছি।
>
> **শেখ হাসিনা**

মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার প্রয়াগরাজে।

কেজরির গাড়িতে পাথর, দিল্লিতে তর্জা

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : ভোট যত এগিয়ে আসছে, দিল্লির শাসক আপের সঙ্গে বিজেপির দ্বৈরথ ততই চড়া হচ্ছে। এই দ্বৈরথের আগুনে শনিবার ঘৃতাহুতি করেছে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গাড়িতে পাথর ছোড়ার ঘটনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, কেজরির কালো এসইউভি লক্ষ্য করে রাস্তার ধারের পাঁচিলের ওপার থেকে পাথর ছোড়া হয়েছে। সেই পাথরটি কেজরির গাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ে। এই ভিডিও শেয়ার করে আপের তোপ, ‘হার টের পেয়ে বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাই কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করার জন্য তাদের গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। বিজেপির নেতারা মনে রাখবেন, আপনাদের এই সমস্ত কাপুরুষোচিত আক্রমণে কেজরিওয়াল ভয় পাচ্ছেন না। দিল্লির মানুষ আপনাদের উচিত জবাব দেবে।’

পাথর হামলার অভিযোগের জবাবে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে দুজন দলীয় সমর্থককে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারার পালটা অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা পরবেশ সাহিব সিং বর্মা। নয়াদিল্লি আসনে কেজরির প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন, ‘কেজরিওয়ালের গাড়ি দুজন বিজেপি সমর্থককে ধাক্কা দিয়েছে। এক কর্মীর পা ভেঙে গিয়েছে। আমি তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।’ তিনিও একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে কেজরিওয়ালের গাড়িতে দুজনকে ধাক্কা মারার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। দিল্লিতে ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা ভোট। এদিন আপকে নিয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী দিল্লি পুলিশ বন্ধ করে দেওয়ায় গেরুয়া শিবিরকে বিঁধেছেন কেজরিওয়াল।

দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘আপকে নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র সাংবাদিকদের দেখানোর জন্য স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সকালে পুলিশ ওই তথ্যচিত্রের প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়। এটা কোনও নির্বাচনি প্রচার ছিল না। আপের পতাকাও ছিল না। আমজনতার জন্যও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়নি। তাহলে বিজেপি এত ভয় পাচ্ছে কেন?’ বিজেপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলি নিয়েও তাদের কটাক্ষ করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লিতে বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে বসবাসরত পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে টানতে বিনামূল্যে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন আপ সুপ্রিমো। তিনি বলেন,‘আমরা দিল্লির বাসিন্দাদের বিনামূল্যে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ দিচ্ছি। কিন্তু ভাড়াটিয়ারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আজ আমি ঘোষণা করছি, নির্বাচনের পর যদি আমাদের সরকার তৈরি হয়, তাহলে ভাড়াটিয়ারাও বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল পাবেন।’

শুক্রবার বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহার জারি করতে গিয়ে বলেছিলেন, দিল্লিতে যে সমস্ত পরিষেবা এখন জারি রয়েছে, আমরা ক্ষমতায় এলে সেগুলি আগামী দিনেও জারি থাকবে। এর জবাবে কেজরিওয়ালের কটাক্ষ, ‘আমাদের কাজ করার জন্য আপনাদের কেন ডাকা হবে? কেজরিওয়ালের কাজ কেজরিওয়ালই করবেন।’

> হার টের পেয়ে বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাই কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করার জন্য তাদের গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।
>
> **আম আদমি পার্টি**

> কেজরিওয়ালের গাড়ি দুজন বিজেপি সমর্থককে ধাক্কা দিয়েছে। এক কর্মীর পা ভেঙে গিয়েছে। আমি তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।
>
> **পরবেশ সাহিব সিং বর্মা**

বাংলাদেশে কোরানের শাসন চান জামাত নেতা

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ যে ক্রমশ মৌলবাদী, কট্টরপন্থীদের হাতের মুঠোয় চলে আসছে, সেটা স্পষ্ট করে দিলেন জামাত-ই-ইসলামির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তাঁর সাফ কথা, কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠা হলেই বাংলাদেশে ন্যায়বিচার হবে। শনিবার রাজশাহিতে এক সমাবেশে তিনি বলেন, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চলবে। যুদ্ধ কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্যন্ত না ন্যায়বিচার কায়েম হচ্ছে। এই ন্যায়বিচার দিতে পারে একমাত্র কোরান। কোরানের শাসন দিয়ে আমরা বাংলাদেশ গড়তে চাই। জামাতের এক কর্মী সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘এদেশে অনেকে শাসন করেছেন। আমাদের সন্তানরা এত রক্ত দিল কেন? কারণ তারা চেয়েছে, সমাজ সমস্ত প্রকার অপশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত হোক। আমরা বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, চাঁদাবাজমুক্ত ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই বাংলাদেশ গড়তে চাই।’ শফিকুরের কথায় , ‘আমরা আল্লার শক্তিতে বলীয়ান একটি জাতি গঠন করতে চাই। সে জাতি হবে বীরের জাতি।’

নজরুলের নাতি অগ্নিদগ্ধ

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাতি বাবুল কাজি অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর শরীরের ৭৪ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নজরুলের নাতির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

দিল্লির বাঙালি মন জয়ে আসরে সুকান্তরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : দিল্লির বাঙালিদের ভোট পেতে এবার আসরে বাংলার সাংসদরা।

দিল্লির ১৭ লক্ষ বাঙালি ভোটারের মন জিততে এবার বাংলার সাংসদদের ভোট ময়দানে নামাল বিজেপি। বাঙালি সমাজের ভোট টানতে রাজধানীতে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে মকর সংক্রান্তি পালন করলেন বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বাংলার আরও দুই সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। দলের তরফে আগেই বাংলার সাংসদদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রচারে যেতে হবে বাংলার সাংসদদের। সেই অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি থেকে দিল্লির বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রচারে নামছেন সুকান্ত মজুমদার।

শনিবার নয়াদিল্লির স্বর্ণজয়ন্তী অ্যাপার্টমেন্টে প্রবাসী বাঙালিদের মকর সংক্রান্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বাংলার তিন সাংসদ। সেখানেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রথম নির্বাচনি প্রচার হিসেবে দুর্নীতি ইস্যুতে একই সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেজরিওয়ালকে বিঁধলেন সুকান্ত মজুমদার। বললেন, ‘দিদি এবং ভাই-- দুজনেই একই স্বভাবের। দুর্নীতিতেও দুজনেই একই জায়গায় অবস্থান করছে।’

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে ‘বাংলা সেল’ গঠন করেছে বিজেপি। বাঙালি ভোটারদের কথা মাথায় রেখেই এই সেল তৈরি করা হয়েছে। সেই বাংলা সেলের হয়েই দিল্লিতে প্রচারের কাজ করছেন সাংসদরা। এদিন জয়ন্তকুমার রায় বলেন, ‘দিল্লি বিধানসভায় এবার বাংলা সেল গঠন করা হয়েছে। বাংলায় পুস্তিকা বা ইস্তেহারও প্রকাশ করা হয়েছে।’ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলের সুসম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এবার সেই মর্মেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৫ ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আমআদমি পার্টির বিরুদ্ধে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রচারে বাংলার সাংসদদের ওপরেই ভরসা রাখছে।

বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আপের বিরুদ্ধে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বাংলার পাঁচ নেতাকে বলা হয়েছে মূলত বাঙালি ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্যই। সেই মর্মেই সুকান্ত মজুমদারের প্রথম নির্বাচনি প্রচারেই উঠে এসেছে বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। বারবার ভোটারদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাংলার সংস্কৃতির কথা। জয়ন্ত রায়ও তাঁর বক্তব্যে দুর্গেশনন্দিনী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিদের।

আর্জি তরুণীর

মোরাদাবাদ, ১৮ জানুয়ারি : বাড়ির পাশে এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক জড়ায় তরুণী। কিন্তু পরিবার সেই সম্পর্ক মানতে নারাজ। তাই মেয়েকে ঘরবন্দি করে রাখার অভিযোগ ওঠে। তরুণী এক্স হ্যান্ডেলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশের ডিজি এবং এডিজিকে ট্যাগ করে জানায়, ‘আমাকে ঘরে আটকে রেখেছেন বাড়ির লোকেরা। উদ্ধার করুন।’

তরুণীর এই বার্তা পেয়ে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে পুলিশ গিয়ে তরুণীকে উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণী স্নাতক। প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে তাকে আটকে রাখা হয়। তরুণী জানিয়েছেন, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাড়ির লোকেরা জানতে পেরে তাঁকে ঘরবন্দি করে দেন।

বিচ্ছেদ জল্পনার মধ্যে স্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বারাকের : ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে প্রথা মেনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সস্ত্রীক প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের। বারাক ওবামা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা জানালেও শপথ অনুষ্ঠানে থাকছেন না স্ত্রী মিশেল। গত সপ্তাহে আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্মরণসভাতেও দেখা যায়নি মিশেলকে। তবে হাজির ছিলেন বারাক। একের পর এক অনুষ্ঠানে একফ্রেমে ধরা না দেওয়ায় বারাক-মিশেল বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা জোরালো হয়েছে। শনিবার সেই জল্পনায় জল ঢালার চেষ্টা করেছেন খোদ বারাক। স্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আবেগঘন পোস্ট করেছেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, ‘আমার জীবনের ভালোবাসা তুমিই। তুমি বাড়িকে উষ্ণতা, প্রজ্ঞা, রসবোধ এবং সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছ। তোমার সঙ্গে জীবনের দুঃসাহসিক কাজগুলি করতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। তোমাকেই ভালোবাসি।’ অতীতে একাধিকবার ওবামা পরিবার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বর্ণবিদ্বেষী কথাবার্তা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছে মিশেলকে। ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি তাঁর ক্ষোভ সর্বজনবিদিত। তার জেরেই বারাক-পত্নী ট্রাম্পের শপথে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ভিখারিনী ধর্ষণে ধৃত ৩

চণ্ডীগড়, ১৮ জানুয়ারি : রাস্তার ধারে ভিক্ষা করত ১৬ বছরের কিশোরী। সেই অর্থ দিয়ে সে ভরণপোষণ করত মদ্যপ বাবা ও ছোট ভাইয়ের। কিন্তু সেই নাবালিকাকেই খাবারের লোভ দেখিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয় এক অটোচালক সহ তিন তরুণকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের পুলিশ। তারা জানিয়েছে, ধর্ষণের পর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় গত ৬ জানুয়ারি জোর করে কিশোরীর গর্ভপাত করানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদ।

পুলিশ জানিয়েছে, ফরিদাবাদ শহরে ভিক্ষা করত কিশোরী। তাকে নানা সময়ে খাবারদাবার দিত যশোবন্ত (৩৭) নামে এক অটোচালক। এর মধ্যে একদিন কিশোরীর ভাই নিখোঁজ হয়। সে কথা অটোচালককে জানাতে সে কিশোরীকে নিয়ে নাবালকের খোঁজে বেরোয়। তারপর কিশোরীকে সে নিয়ে আসে নিজের ডেরায়। সেখানে যশোবন্ত খাবার দেয় তাকে। সেই খাবার খেয়ে সে বেহুঁশ হয়ে যায়। যশোবন্ত ঘরে ডেকে আনে তার দুই বন্ধু সুলতান ও সিকন্দর (৫৫)-কে। কিশোরীকে তারা তিনজন মিলে ধর্ষণ করে। পরে এক প্রতিবেশী কোনওভাবে উদ্ধার করে কিশোরীকে। গোটা ঘটনা পুলিশের কানে আসে এক এনজিও মারফত। এরপর কিশোরীর বয়ান নেওয়ার পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পকসো আইন ও অন্যান্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইউপিএ আমলে আর্থিক ভাঙন ঠেকানোর দায় মোদির কাঁধে

দাবি পানাগরিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : জিডিপি নিম্নমুখী। এদিকে চিন্তা বাড়িয়েছে দেশে বেকারত্বের হার। দুই ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রকে নিশানা করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এবার যাবতীয় আর্থিক সমস্যার জন্য পালটা মনমোহন সিং সরকারকে দায়ী করলেন যোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন অরবিন্দ পানাগরিয়া। তাঁর মতে, ইউপিএ আমলে ভেঙে পড়া অর্থনীতির দায়ভার নিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এক সাক্ষাৎকারে পানাগরিয়া জানান, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি ‘অত্যন্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি’ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তারপরেও এই দেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। মজবুত হয়েছে অর্থনীতি। তবে এখনও উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে বহু দূর যেতে হবে। ১৯৪৭-এর মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ স্বপ্নপূরণের জন্য ৭.৬ শতাংশ হারে আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া অসম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ কমিশনের প্রধান।

পানাগরিয়ার কথায়, ‘আমরা ভুলে যাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে একটি অত্যন্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছিলেন। ইউপিএ শাসনের শেষ দুই বা তিন বছরে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছিল। এই সময়েই কিছু খারাপ আইন প্রণয়ন করা হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের কাছে শিক্ষার অধিকার আইন ছিল, যা শেষ পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষার প্রসারের বদলে একটি বাধায় পরিণত হয়েছিল। আমাদের কাছে ভূমি অধিগ্রহণ আইন ছিল। এটি স্পষ্টতই ইউপিএ-র উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রীর কাজকে অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন করে তুলেছিল। এমনকি রাস্তাঘাটের মতো প্রয়োজনীয় প্রকল্পের জন্য জমি কেনার ব্যয়ও প্রকল্পের মোট খরচের তিন-চতুর্থাংশ হয়ে গিয়েছিল।’

কেন্দ্র-কংগ্রেস টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে ৬.৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে ভারতের জিডিপি। যার জেরে বিশ্বের দ্রুততম বেড়ে ওঠা অর্থনীতির তকমা ধরে রাখতে পারে এই দেশ। তবে ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে জিডিপি সাড়ে ৬ শতাংশের আশপাশে থাকবে বলে বিশ্ব ব্যাংকের অনুমান। দুই অর্থবর্ষেই বিশ্বের গড় জিডিপি ২.৭ শতাংশে আটকে থাকবে বলে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ‘পরিষেবা ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আশা করা হচ্ছে। সরকারের সাহায্যে উৎপাদনশিল্প শক্তিশালী হবে। উন্নতি ঘটবে ব্যবসার পরিবেশে। শিল্প ও পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে।’

নিউট্রিনো গবেষণায় আমেরিকাকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টায় চিন

মাটির তলায় গবেষণাগার

বেজিং, ১৮ জানুয়ারি : প্রতিরক্ষা, অর্থনীতির পর এবার বিজ্ঞান গবেষণায় আমেরিকা সহ প্রথম বিশ্বের দেশগুলিকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন। নিউট্রিনো গবেষণায় গতি আনতে দক্ষিণ চিনে একটি গ্রানাইট পাহাড়ের নীচে গড়ে উঠছে জিয়াংমেন আন্ডারগ্রাউন্ড নিউট্রিনো অবজারভেটরি (জুনো)। ২০২৫-এ কেন্দ্রটির কাজ শুরু করার কথা। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ২ হাজার ফুট গভীরে অবস্থিত জুনোয় রয়েছে নিউট্রিনো কণা শনাক্তকরণের জন্য একটি বিশাল ডিটেক্টর। এটি আমেরিকা বা অন্য কোনও দেশের কাছে থাকা ডিটেক্টরের চেয়ে অনেক উন্নত বলে চিনা গবেষকদের দাবি। এই ধরনের ডিটেক্টর তৈরি করতে হলে আমেরিকাকে ২০৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

২০১৫-য় পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জাপানের নিউট্রিনো গবেষক তাকাআকি কাজিতা এবং কানাডার আর্থির বি ম্যাগডোনাল্ড। নিউট্রিনো হল বৈদ্যুতিক চার্জবিহীন, দুর্বল অথচ সক্রিয় ভরশূন্য পারমাণবিক কণা। এই নিরপেক্ষ কণাগুলি মানবদেহ সহ যে কোনও পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলোর চেয়ে দ্রুত বেগে প্রায় অবিকৃতভাবে চলাচল করতে পারে। এগুলিকে শনাক্ত করা খুব কঠিন।

নিউট্রিনো কণার ওপর নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের অভিমুখ বদলে দিতে পারে বলে জানিয়েছেন নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞানী আন্দ্রে ডি গউভিয়া। আমেরিকার সরকারি সূত্রে দাবি, জুনো তৈরির জন্য এখনও পর্যন্ত ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে চিন। ডিটেক্টরের নকশা তৈরি করতে চিনা বিজ্ঞানীদের প্রায় ৯ বছর সময় লেগেছে। জুনোর প্রধান বিজ্ঞানী তথা প্রকল্প ব্যবস্থাপক ওয়াং ইফাং জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে আমেরিকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নিউট্রিনো গবেষণা চালাতে চেয়েছিল চিন। এজন্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জির শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার ফার্মিল্যাবের অধীনস্থ লং-বেসলাইন নিউট্রিনো ফেসিলিটির সঙ্গে জুনোর চুক্তিও হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার উদাসীনতায় যৌথ বিজ্ঞানচর্চা ফলপ্রসূ হয়নি। তারপর নিজের উদ্যোগে নিউট্রিনো গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় চিন। তবে ভবিষ্যতে আমেরিকা-চিন যৌথ নিউট্রিনো গবেষণার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি ওয়াং।

একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘জুনো পুরোপুরি কাজ শুরু করলে নিউট্রিনো শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে চিনের চেয়ে ৬ বছর পিছিয়ে যাবে আমেরিকা। ফ্রান্স ও জাপান আমাদের চেয়ে ২-৩ বছর পিছনে থাকবে।’

কালচিনি ব্লকের দুটি বন্ধ চা বাগানের ভবিষ্যৎ কী? মেচপাড়ার শ্রমিকরা যেমন বাগান খোলার দাবিতে আন্দোলনে নামছেন। আবার তোর্ষা বাগান নাকি খুলবে, বলছেন নেতারা। যদিও জানেই না শ্রম দপ্তর।

চা বাগান নিয়ে সমস্যা মিটছে না

মেচপাড়ায় শ্রমিকদের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

সমীর দাস

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : বাগান বন্ধ হয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। মেচপাড়া বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, কাজ শুরু করার কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না মালিকপক্ষের। শনিবার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বাগানের ফ্যাক্টরির গেটের সামনে জমায়েত হন। মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। পাশাপাশি সোমবার থেকে বাগান খোলার দাবিতে পথে নেমে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শ্রমিকদের তরফে।

নতুন বছরের শুরুতেই বিপর্যয় নেমে আসে কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনে। গত ৯ জানুয়ারি হঠাৎ করেই সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ চলে যায়। ফলে বিপাকে পড়েন বাগানের প্রায় ১৩০০ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বাগান খুলতে তড়িঘড়ি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে শ্রম দপ্তর। তবে, ১৩ জানুয়ারির ওই বৈঠকে মালিকপক্ষের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় বৈঠক ভেস্তে যায়। ওই বৈঠকে মালিকপক্ষ না থাকায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের গেট মিটিংয়ে শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সোমবার কালচিনির বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হবে। প্রয়োজনে থানা ঘেরাও এমনকি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এদিন। বাগানের শ্রমিক সংগঠনের কয়েকজন নেতা এদিনের গেট মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, শ্রমিকদের আন্দোলনকে তাঁরা নৈতিকভাবে সমর্থন জানাবেন।

বন্ধ চা বাগানের গেটের সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। শনিবার মেচপাড়ায়।

পরিকল্পনা

- সোমবার কালচিনির বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হবে
- প্রয়োজনে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি শ্রমিকদের
- এমনকি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে
- আন্দোলনে থাকবে শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নৈতিকভাবে সমর্থন

বাগানের শ্রমিক সবিতা ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের একটি পাক্ষিক মজুরি বাগান বন্ধের দিন দেওয়ার কথা ছিল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু মজুরি না দিয়েই কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়েছে। এতে আমাদের সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। দশদিন ধরে বাগান বন্ধ রয়েছে। এখনই আমাদের ঘরে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে।' শ্রমিক মুন্নি ওরাওঁ বলেন, 'আমরা তো কোনও দোষ করিনি। যতটুকু কাজ দেওয়া হয় আমরা প্রতিদিন তা করছিলাম। এরপরেও কর্তৃপক্ষ কেন বাগান বন্ধ করল?'

শ্রমিকরা জানান, শুখা মরশুমে যে মালিকপক্ষের বাগান খোলার কোনও সদিচ্ছা নেই, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁরা হাজির না হওয়ায়। আর তাই তাঁদের দাবি, দ্রুত বাগান খোলার ব্যবস্থা হোক। আর সেই দাবিকে সামনে রেখেই আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাগানের শ্রমিক নেতা হিমাল লামা বলেন, 'এদিনের গেট মিটিং বাগানের সাধারণ শ্রমিকরা ডেকেছিলেন। তবে গেট মিটিংয়ে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শ্রমিকদের দাবি একেবারে ন্যায্য। তাই আমরা শ্রমিকদের পাশে আছি।' সূত্রের খবর, আগামী ২১ জানুয়ারি ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর।

তোর্ষা চা বাগান। - সংবাদচিত্র

তোর্ষা খোলা নিয়ে বাড়ছে ধন্দ

জয়গাঁ, ১৮ জানুয়ারি : আগামী সোমবার থেকে খুলতে পারে তোর্ষা চা বাগান, দাবি শ্রমিক সংগঠনগুলির। যদিও শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়নি। আধিকারিকরা নাকি এব্যাপারে কিছুই জানেন না। শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাগানের দায়িত্ব নেবেন নতুন মালিক। শনিবার এ ব্যাপারে নতুন মালিকপক্ষের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে শ্রম দপ্তরকে অন্ধকারে রেখে কি বাগান খোলা যায়? নতুন মালিকই বা কে? সেসব নিয়ে কিন্তু মুখ খুলতে চাননি শ্রমিক নেতারা। গোটা বিষয়টি নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

বাগানের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা ললিত কৈরালা কেবল বলেন, 'বাগান খুলতে চলেছে। কাজ শুরু হলেই শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা দূর হবে। পুরোনো মালিক আমরা চাইনি, তাই এক নতুন মালিক এই বাগানটিতে আসছেন। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে হবে আশা রাখছি।'

তোর্ষা চা বাগানের পুরোনো মালিকপক্ষের লিজের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। যদিও সরকারি নিয়মে কোনও চা বাগান তিন মাসের বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকলে তার পুরোনো লিজ বাতিল করে দিতে পারে প্রশাসন। এক্ষেত্রে ঠিক কী হচ্ছে? তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি জেলা শ্রম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস। এই চা বাগান যে নতুন মালিক নিচ্ছেন, তাঁর নামও জানা যায়নি।

চা বাগানের বিটিডব্লিউইউয়ের নেতা রাজু সেওয়া বলেন, 'আগামী সোমবার থেকে বাগান খুলতে পারে নতুন মালিকপক্ষ। আমাদের বাগান সচল হোক, এটাই চাইব। আশা করি, নতুন মালিক আমাদের শ্রমিকদের মনের কথা বুঝবেন।'

গত প্রায় ৪ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে এই বাগান। গতবছরের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে তোর্ষা চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ লক্ষ করা যায়। দু'সপ্তাহ ধরে বেতন না পেয়ে কাজ বন্ধ করে রেখেছিলেন শ্রমিকরা। গতবছর ১৫ জুলাই তোর্ষা চা বাগান নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ছিল শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না বাগান কর্তৃপক্ষ। তারপর গত ১৬ জুলাই থেকে তোর্ষা চা বাগানে দেখা যাচ্ছিল না ম্যানেজারদের। স্বাভাবিকভাবেই আর কেউ কাজে যাননি। গত ২২ অগাস্ট মালিকপক্ষের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় বাগানটি। শ্রমিকদের অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে পিএফ জমা করার জন্য ৩০ টাকা করে কেটে নেওয়া হত। সেগুলো জমা হয়নি পিএফ অফিসে।

মন্ত্রীমশাই 'মাননীয়া'

সোনাপুর, ১৮ জানুয়ারি : বেশ চলছিল মাইকে উৎসবের প্রচার। তবে হঠাৎ যেন তাল কাটল। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে 'মাননীয়া' বলে সম্ভাষণ জানাতেই যত বিপত্তি। আগামী ২০ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতায় শুরু হতে চলেছে আদিবাসীমেলা ও চিলাপাতা উৎসব। চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম সোসাইটি এবং জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে। সেই অনুষ্ঠানেরই প্রচার এখন চলছে জোরকদমে। প্রচারের রেকর্ডিংয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুর নামের আগে ও পরে জুড়ল মাননীয়া এবং মহাশয়া। উৎসবের বিষয়ে প্রচারের জন্য বাচিকশিল্পীদের দিয়ে একটি ভয়েস রেকর্ড করানো হয়েছিল। টোটোতে মাইক বেঁধে চালানো হচ্ছে সেই রেকর্ডিংই।

মন্ত্রীমশাইকে এই সম্ভাষণ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ওই রেকর্ডিং চালিয়ে প্রচার করা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। তাঁর নামের সঙ্গে মহিলা সম্বোধন করার পাশাপাশি আরও কয়েকটি নামও ভুল উচ্চারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যেমন, উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার কথা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের। তাঁর নাম রেকর্ডিংয়ে প্রবীণ কাশোয়ান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জানিয়েছেন, এটি নিতান্তই একটি ভুল। আগে তা নজরে আসেনি। তবে এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে এই ভুল কেন এড়ানো গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

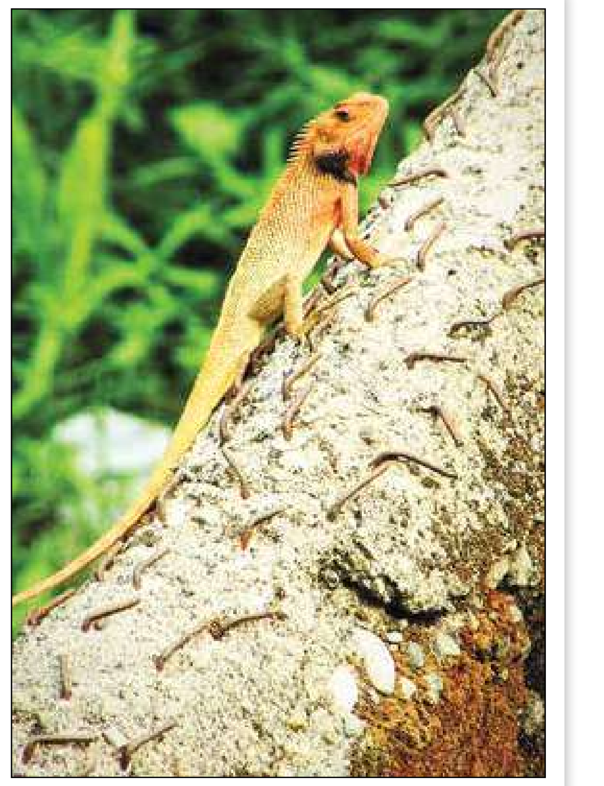
একাকী।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অঙ্কুশ মজুমদার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একই স্কুলে পরপর চুরি

শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : সাত মাসের মধ্যে একই স্কুলে দু-দু'বার চুরির ঘটনা ঘটল। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ মজিদখানা নিউ আপার প্রাইমারি স্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ ছড়িয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে। সাত মাস আগে ওই স্কুলের ছাদের পিলারের একটি অংশ এবং একটি রড কেটে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সাত মাসের মধ্যে আবার ওই স্কুলেই দুষ্কৃতী হানা দিল।। শুক্রবার রাতে ওই স্কুলের জানলা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে। ক্লাসরুম থেকে দুটি পাখা, বেশ কয়েকটি লাইট এবং একটি টিউবওয়েলের মাথা খুলে নিয়ে যায় এদিন। জলের পাম্প খোলার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত সেটা চুরি করতে পারেনি দুষ্কৃতীরা। ওই গ্রামের বাসিন্দা অসীম সরকার বলেন, 'বারবার একই স্কুলে চুরির ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগের। চুরি রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে দ্রুত। প্রাথমিক এবং আপার প্রাইমারি প্রায় সব স্কুলেই রাতপাহারার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই ওই স্কুলগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়া করা ভীষণ প্রয়োজন।'

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রীতম রায় শনিবার সকালে জানতে পেরেই ছুটে আসেন। এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ জমা করেন তিনি। এদিকে শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের ধরতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। চুরি রুখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। দুটি টিউবওয়েলের মধ্যে একটি টিউবওয়েলের মাথা খুলে নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

প্রকৃতি পাঠ

বীরপাড়া, ১৮ জানুয়ারি : বীরপাড়ার বন্ধ দলমোর চা বাগানে মাথাভাঙ্গার ৭০ জন স্কুল পড়ুয়াকে নিয়ে সমাজ নিরীক্ষণ এবং প্রকৃতি পাঠ শুরু হল শনিবার থেকে। একাদশ শ্রেণিতে ভূগোল রয়েছে এমন পড়ুয়াদের নিয়ে ওই কর্মসূচি শুরু করেছে মাথাভাঙ্গার আজাদ হিন্দ সংঘ। সঙ্গে রয়েছেন ভূগোল বিষয়ের শিক্ষকরা। রবিবার এলাকার নদী এবং ভূমিরূপ সম্পর্কে শিক্ষকরা গোঁসাইরহাট হাইস্কুল, শীতলকুচি হাইস্কুল এবং পঞ্চানন স্মৃতি বিদ্যাপীঠের পড়ুয়াদের পাঠ দেবেন।

প্রৌঢ়ার মৃত্যু, কাঠগড়ায় পুলিশ

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : পুলিশের মারে ৫৫ বছর বয়সি এক মহিলার মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে কোচবিহারের হরিণচওড়া এলাকা। ওই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তোর্ষা সেতু সংলগ্ন হরিণচওড়া এলাকায় কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের পর শেষপর্যন্ত পুলিশ আধিকারিকরা অবরোধকারীদের দাবি মেনে দোষী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। যদিও রাতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের দাবি দোষী পুলিশকর্মীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তারা দেহ সংকার করবে না। এনিয়ে রাতে হরিণচওড়ায় উত্তেজনা রয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, 'দুই ড্রাইভারের মধ্যে মারামারি হয়েছিল। তার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাড়িতে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অভিযোগ হলে যেভাবে ভিডিওগ্রাফি করে ময়নাতদন্ত করা হয়, এক্ষেত্রেও তাই করা হবে। তবে পুলিশের বাড়াবাড়ির কোনও তথ্য পাওয়া গেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশ জানায়, মৃতার নাম আম্বিয়া বিবি (৫৫)। এক বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে বাড়ির সদস্যদের ব্যাপক মারধর ও এক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। এমনকি ওই ঘটনায় ছাড় পাননি বাড়ির গর্ভবতী এক মহিলাও। অভিযোগ, একই পরিবারের তিনজনকে শুক্রবার রাতে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত আম্বিয়া বিবির পরিবারের অভিযোগ, বুধবার হরিণচওড়া বাঁধের এলাকায় পুলিশের গাড়ির চালকের সঙ্গে পরিবারের সদস্য আমজাদ আলির বচসা হয়। সেই ঘটনার জেরে শুক্রবার রাত বারোটার পর হঠাৎই বিশাল পুলিশবাহিনী আম্বিয়া বিবির বাড়িতে আসে। পরিবারের তিনজন আমজাদ আলি, তাঁর ভাই এমজাদ আলি ও তাঁর বাবা হাফেজ আলিকে আটক করে নিয়ে যায়। সেই সময় আম্বিয়া বিবি বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন এই ঘটনার প্রতিবাদে অবরোধে শামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃত আম্বিয়া বিবির মেয়ে হাসিনা বানু বলেন, 'তোর্ষার বাঁধে আমার ভাইয়ের দোকান রয়েছে। গত বুধবার ভাই দোকান খুলবে। সেই সময় পুলিশের একটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে ধোয়া হচ্ছিল। ভাই বাধা দিলে তাকে মারধর করা হয়। এরপর গ্রামের ছেলেরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। কিন্তু শুক্রবার রাত ১২টার পর আচমকা বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়িতে ঢুকে আমার তিন ভাই ও বাবাকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায়। মা আটকাতে গেলে মাকে পুলিশ মারধর করে। তাতেই মা মারা যান। আমার ছোট ভাইয়ের গর্ভবতী বৌকেও। পুলিশ মারধর করে। আরেক ভাইয়ের বৌকেও মারধর করেছে। আমরা ওই পুলিশকর্মীদের শাস্তি চাই।'

জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'তিনজনকে ধরে আনা হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে তার বিভাগীয় তদন্ত চলছে। কারও বিরুদ্ধে কোনও দোষ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মারধরের অভিযোগ

- অভিযান চালাতে গিয়ে এক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে
- প্রতিবাদে কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা
- দোষী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে

দুই হাতি : শনিবার সকালে দুই হাতির দেখা মিলল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি ও ফুলবাড়ি গ্রামে। ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মাইকিং করা হয়। একটি হাতি ক্ষীরেরকোটে রয়েছে। অন্যটিকে, জলদাপাড়া জঙ্গলে ফেরানো হয়।

ফুটবল ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাড ও অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। সুভাষিণীতে শনিবার।

ডুয়ার্সকন্যা ভবনের বেহাল মেঝে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সুভাষিণীতে ব্যাপক প্রস্তুতি

মুখ্যমন্ত্রীর জন্য হেলিপ্যাড, মঞ্চ

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৮ জানুয়ারি : আগামী ২১ জানুয়ারি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী পা রাখবেন হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতেই। থাকবেন বায়ুসেনা ঘাঁটির সামান্য দূরে থাকা মালঙ্গি বনবাংলোতে। আর ২৩ জানুয়ারি সুভাষিণী চা বাগান ফুটবল ময়দানে সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকে উপভোক্তাদের হাতে জমির পাট্টা সহ অন্য সরকারি পরিষেবার শংসাপত্র তুলে দেওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শনিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সুভাষিণী ময়দানে পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একাধিক এডিএম পদমর্যাদার আধিকারিক। বন দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের মতো বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও মাঠ পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তাবাহিনীর কয়েকজন আধিকারিকও মাঠ পরিদর্শন করেন ।

এদিন দুপুর থেকেই মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এসপি ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট মাঠে মঞ্চ তৈরি নিয়ে দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। মাঠের এক প্রান্তে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। দুটি আর্থমুভার দিয়ে সেই কাজ করা হচ্ছে। জেলা সদরে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান রয়েছে ২২ জানুয়ারি। আবহাওয়া ভালো থাকলে ওই হেলিপ্যাড থেকেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার যাবেন ও হাসিমারা ফিরে আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী যে মালঙ্গি বনবাংলোয় ২১ ও ২২ জানুয়ারি থাকবেন তা অনেকটাই নিশ্চিত। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ সুপার ও অন্য আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট বনবাংলো পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছেন।

ওই মাঠে উপস্থিত এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য যে মঞ্চ ও সাধারণ মানুষের বসার জায়গা তৈরি হবে তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২৫০ ফুট। প্রস্থ হবে প্রায় ২৮০ ফুট। মাঠের দক্ষিণ দিকে মূল মঞ্চ তৈরি করা হবে। উত্তর দিকে সাধারণ মানুষের বসার জায়গা তৈরি করা হবে। যে ঠিকাদারি সংস্থাকে মঞ্চ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটির কর্মীরা এদিন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বড় বিম এনে মাঠে রাখতে শুরু করেছেন। প্রায় ২০ জন শ্রমিক কাজ শুরু করেছেন। তবে রবিবার থেকে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

মালঙ্গি বনবাংলোটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বাংলোর পাশেই একদিকে রয়েছে আর্মি ক্যাম্প। আরেক পাশে রয়েছে বায়ুসেনা ছাউনি। সুভাষিণী ময়দানের উলটো দিকে সেনাঘাঁটি। তাই নিরাপত্তার দিক দিয়ে ওই এলাকার বিকল্প নেই। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলায় এলে প্রশাসনের তরফে মালঙ্গি বনবাংলোতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলো থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে সুভাষিণী ময়দান। তাই হেলিপ্যাড বা অনুষ্ঠান মঞ্চে আসতেও কম দূরত্ব পাড়ি দিতে হয়।

একনজরে

- মাঠের দক্ষিণ দিকে মূল মঞ্চ তৈরি করা হবে
- উত্তর দিকে সাধারণ মানুষের বসার জায়গা তৈরি করা হবে
- এখন প্রায় ২০ জন শ্রমিক কাজ শুরু করেছেন। রবিবার থেকে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানো হবে

নির্দেশেও হয়নি সংস্কার

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : এক বছর আগের কথা। ২০২৩ সালের ৯ ডিসেম্বর শেষবার আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বছরেই জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার বেহাল দশা দেখে তিনি ওই প্রশাসনিক কর্তাদের ভবনটি দ্রুত সংস্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১ বছর ১ মাসেও সেই কাজ করে উঠতে পারেননি জেলার প্রশাসনিক কর্তারা।

২০১৪ সালের জুন মাসে সাবেক জলপাইগুড়ি জেলাকে বিভক্ত করে আলিপুরদুয়ারকে নতুন জেলা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই জেলা শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়তলার ওই প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ২০১৮ সালের ৯ জানুয়ারি ওই ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর থেকেই জেলার মুখ্য প্রশাসনিক ভবন হিসেবে ডুয়ার্সকন্যা পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এই ভবনটিতে একই ছাদের তলায় প্রায় ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর রয়েছে। প্রায় সাত বছর আগে নির্মাণ হওয়া ওই ভবনটির বাইরের পাশাপাশি ভেতরের বিভিন্ন তলার অবস্থাও বেহাল দশায় রয়েছে।

ডুয়ার্সকন্যা

কোনও তলে ফলস সিলিং খুলে ঝুলে রয়েছে আবার কোনও ফ্লোরের মার্বেল পাথর ভেঙে রয়েছে। সিঁড়িতে ওঠার পথে ও লিফটে পান গুটখার পিকে লাল রঙের প্রলেপ পড়েছে। সেকেন্ড ফ্লোরের শৌচাগারের সামনে জলে থইথই করছে। সমস্ত ফ্লোরের দেওয়ালের নীচের দিকে কিছু কিছু অংশ নোনা ধরে দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে।

ডুয়ার্সকন্যার বাইরের অবস্থা আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ভবনটির সামনের দিকে একেবারে উপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভবনের বাইরে ফাটল ধরেছে। একাধিক জায়গায় বড় মাপের সেই ফাটল বিপজ্জনকভাবে রয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ওই ফাটল থেকে সিমেন্টের চাঁই নীচে খসে পড়ে বড়সড়ো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। অযত্নে অবহেলায় ভবনটির ওপরে আগাছা গজিয়ে উঠছে। ফলে ওই ভবনের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভবনের গৌরবেও তার দাগ লেগেছে।

ভবনটি সংস্কার প্রসঙ্গে জেলা শাসক আর বিমলাকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আসার খবরে শনিবার থেকেই ওই ভবনের বাইরের অংশ রং করার কাজ শুরু করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এদিকে, শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়।

টাকা ছাড়াই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নোটিশ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ জানুয়ারি : অর্থবরাদ্দ নেই। তাই প্রাথমিক স্কুল, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের খরচ কীভাবে জোগাড় হবে, এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে। অবিলম্বে অর্থবরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

গত ৮ জানুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তাতে রাজ্যের প্রাথমিক স্কুল ও হাইস্কুলগুলির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু করে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য কোনও অর্থবরাদ্দ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। - ফাইল চিত্র

টাকা ছাড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে কীভাবে, ভেবেই পাচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায়ের ক্ষোভ, 'পর্ষদ ৮ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ১০ জানুয়ারি থেকেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করতে বলা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আয়োজন এত কম সময়ে কী করে করা সম্ভব। ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতিরও একটা ব্যাপার থাকে।' তাঁর সংযোজন, 'অর্থবরাদ্দ না করা হলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন কীভাবে হবে, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

গত বছরও এমন সমস্যা হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্কুল এবং অঞ্চল পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। গত বছর প্রত্যেকটি স্কুলকে কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেও কিছু টাকা বাঁচিয়ে খেলার জন্য খরচ করা হয়। এবার তো সমস্যা আরও বেশি। কারণ এবার তো সেই কম্পোজিট গ্র্যান্টও এখনও দেওয়া হয়নি।

ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'গত বছরও অঞ্চল এবং পুরসভা স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক খেলায় কোনও অর্থবরাদ্দ করা হয়নি। গতবার যেভাবে হয়েছিল, সেভাবেই এবারও খেলা হবে। আমাদের জেলা রাজ্য স্তরের পাঁচটি পুরস্কার জিতেছিল। গতবারের থেকে এবার আরও বেশি ভালো ফল হবে আমাদের।'

প্রাথমিক স্কুল, শিশুশিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের নির্ঘণ্ট জানিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, তাতে বলা হয়েছে, অঞ্চল ও জোন পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১০ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে, মহকুমা স্তরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২২ থেকে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে শেষ করতে হবে। আর ২৯ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করতে হবে।দাস। ওই কর্নার দেখে শম্পা বলেন, 'প্রশাসন এরকম কর্নার তৈরি করায় ভালো হয়েছে। সেখানে মেয়েকে খাওয়াতে পারব।'

IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGES SR. DIVISION (DIST. DELEGATE) AT ALIPURDUAR DIST. ALIPURDUAR STATE OF WEST BENGAL
NOTICE
Misc. Succession Case No. 14/2023
Smt. Sima Das & Other
..... Petitioners
Whereas the petitioners Smt. Sima Das & Sri Nirmal Das jointly have filed the above noted Misc. Succession case before the Ld. District Delegate at Alipurduar (Civil Judge Sr. Division) for granting the succession certificate in respect of debts & securities amounting to Rs. 85,000/- (Rupees Eighty Five thousand only)+interest lying in LICI Policy No. 455077813 which receivable from the LICI branch office Alipurduar left by deceased Subrata Das, S/o. Sri Nirmal Das, of Vill Uttar Kamakhyaguri, 1 No. Ramkrishna Colony, P.O-Kamakhyaguri, P.S. Kumargram, Dist. Alipurduar.
If any person having any objection it to be intimated before this Ld. Court on 17/03/2025 on before at 10:30 A.M., either by personally or by appointing Ld. Lawyer failing which the matter would proceed according to law.
Given under my hand and seal of this 8th Day of January, 2025.
By order
Soma Biswas
Sherestadar
Civil Judge's Court
Jr & Sr. Division, Alipurduar
08.1.25

৩০টি কেন্দ্রের কাজ শেষের পথে

ঘর পাচ্ছে ১০০ অঙ্গনওয়াড়ি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : জেলায় প্রায় ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নতুন ঘর পেতে চলেছে। তার মধ্যে ৩০টি ঘরের কাজ প্রায় শেষের পথে। চলতি বছরের প্রথমে সেখান থেকে পরিষেবা মিলবে। আরও ৭৩টি ঘর তৈরি হচ্ছে। টোটোপাড়াও বাদ যায়নি। সেখানে আরও তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর তৈরি হয়েছে। ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে বালা মডেলে এই তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি জেলা শাসক আর বিমলা সহ অন্য আধিকারিকরা ঘর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। ঘরের কাজ দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট। খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো সুসংহত শিশু সেবা প্রকল্প দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

দপ্তরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক (ডিপিও) শুভম দাস বলেন, 'স্থায়ী জায়গা পেলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনও জায়গা পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করলে সব জায়গায় স্থায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা যাবে।'

> বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনও জায়গা পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করলে সব জায়গায় স্থায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা যাবে। **–শুভম দাস,** *জেলা প্রকল্প আধিকারিক*

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩২০৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ২০৪১টি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর রয়েছে। এছাড়া, প্রায় কয়েকশো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে বিভিন্ন প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে। বাকি কেন্দ্রগুলি ভাড়াবাড়িতে নাহলে এলাকারই একটি বাড়ির বারান্দায় রয়েছে।

সম্প্রতি কালচিনি ব্লকে ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর তৈরি হয়েছে। এখন আরও ১৫টি ঘর তৈরির কাজ চলছে। কুমারগ্রাম ব্লকে তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছিল।

অবস্থা কেমন
- জেলায় ৩২০৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ২০৪১টির রয়েছে নিজস্ব ঘর
- কয়েকশো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে বিভিন্ন প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে
- বাকি কেন্দ্রগুলি ভাড়াবাড়িতে নাহলে স্থানীয়দের বাড়ির বারান্দায়

এখন ১১টি তৈরির কাজ চলছে বলে আইসিডিএস কর্তারা জানান। এছাড়া, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ১৬টি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে ১৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আগেই ছিল। এখন ১৮টি কেন্দ্রের কাজ চলছে। মাদারিহাটে ১২টি রয়েছে। মাদারিহাটের টোটোপাড়ায় বালা মডেলে তিনটির কাজ চলছে। এছাড়া, জেলার প্রায় ২৫০টি জায়গা চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্লক থেকে সেইসব জায়গার তালিকা সুসংহত সেবা প্রকল্প দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনই সেসব জায়গায় নতুন অঙ্গনওয়াড়ির ঘর তৈরির বিষয়ে কোনও খবর নেই।

শহরাঞ্চলে বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রই ভাড়াবাড়িতে রয়েছে। ফলে সেখানে স্থায়ী জায়গার অভাব ভাবাচ্ছে। বিভিন্ন সময় ঘরের অভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। ভোলারডাবরিতেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র একজনের ঘরের বারান্দায় চলে। সেখানে বর্ষাকালে একচিলতে জায়গায় শিশু এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। পঠনপাঠন চালানোরও নির্দিষ্ট জায়গা নেই বলে অভিযোগ। এছাড়া, বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরেকটি কেন্দ্রে একই অভিযোগ। সেখানেও জায়গার সমস্যার জন্য উপভোক্তাদের সংখ্যা খুবই কম। এমনকি, মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি রোড এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরের চাল পুরো ফুটো হয়ে গিয়েছে। সেখানে বর্ষাকালে বসে ক্লাস করা সম্ভব হয় না। তবে নতুন ঘর তৈরি হলে এরকম অনেক জায়গায় সুবিধা মিলবে।

হাতির হানায় ভেঙেছে ঘরের বেড়া। গোকুলনগরে।

ফালাকাটা-জটেশ্বর দাপাল জোড়া হাতি

সুভাষ বর্মন ও শান্ত বর্মন

ফালাকাটা ও জটেশ্বর, ১৮ জানুয়ারি : ফালাকাটার ভুটনিরঘাটের বাসিন্দারা ঠিক মনে করতে পারছেন না সেই এলাকায় কবে বুনো হাতি ঢুকেছিল। কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত সেই এলাকার বাসিন্দাদের হাতির আতঙ্কে কাটাতে হল। স্থানীয় পঙ্কজ বসাকের কথায়, 'আমাদের এলাকায় সাধারণত হাতি আসে না। কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে দুটি হাতি আগমন ঘটে। রাতভর গ্রামের অনেকে ঘুমোতে পারেননি।' শুধু ভুটনিরঘাটই নয়, ফালাকাটা এবং জটেশ্বরের কয়েকটি গ্রামেও এদিন হাতির তাণ্ডব চলে। গ্রামের পর গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায় জলদাপাড়ার জোড়া হাতি। কারও সবজিখেতের ক্ষতি হয়। কোথাও আবার ঘরের বেড়া ভাঙার পাশাপাশি হাতির আক্রমণে মারা যায় গবাদিপশুও। তবে রাত থেকে হাতির গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

> কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকে বের হওয়া দুটি হাতি একাধিক গ্রামে ঢুকে পড়ে। শুক্রবার বনকর্মীদের নজরদারি ছিল।
> **– রাজীব চক্রবর্তী**
> *রেঞ্জ অফিসার, জলদাপাড়া সাউথ*

যাত্রাপথ
- কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকে রাইচেঙ্গা, কাদম্বিনী, চুয়াখোলা, যোগেন্দ্রপুর হয়ে ফালাকাটা পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ড
- পরে শহর ছাড়িয়ে ভুটনিরঘাট হয়ে জয়চাঁদপুর, বালাসুন্দর, গোকুলনগর
- সেখান থেকে ডালিমপুর হয়ে জটেশ্বরের ক্ষীরেরকোট

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকে বের হওয়া দুটি হাতি একাধিক গ্রামে ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে শুক্রবার রাত থেকে হাতি দুটির ওপর বনকর্মীদের নজরদারি ছিল। একটি হাতি দিনভর গ্রামের এক ঝোপে লুকিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সেই হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়।' তবে বনকর্মীদের নজরদারির কারণে হাতির হানায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার রাতে ঘন কুয়াশা ছিল। জলদাপাড়ার কুঞ্জনগরের জঙ্গল থেকে দুটি হাতি লোকালয়ে বেড়িয়ে পড়ে। হাতি দুটি রাইচেঙ্গা, কাদম্বিনী, চুয়াখোলা, যোগেন্দ্রপুর হয়ে ফালাকাটা পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের এলাকায় চলে আসে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান বনকর্মীরা। কিন্তু রাতে কুয়াশার জন্য হাতি দুটিকে জঙ্গলে পাঠানো যায়নি।

পরে শহর ছাড়িয়ে হাতি দুটি চলে যায় ভুটনিরঘাটে। সেখান থেকে জয়চাঁদপুর, বালাসুন্দর, গোকুলনগরে দাপিয়ে বেড়াতে সকাল হয়ে যায়। এদিন ভোরের দিকে স্থানীয়রা হাতির আগমনের বিষয়টি আবিষ্কার করেন।

গোকুলনগরে নিরাময় বসাকের শশাখেত, মানিক বসাকের মটরশুঁটিখেতের ক্ষতি হয়। সেখানে একটি পরিত্যক্ত ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে। আবার অযোধ্যানগরের হিতেন রায় সরকারি আবাসনের টাকা পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করেন। সেই নির্মীয়মাণ ঘরের খুঁটিও হাতির হানায় ভেঙে যায়। তারপর হাতি দুটি ডালিমপুর হয়ে জটেশ্বরের ক্ষীরেরকোটে যায়।

সেখানে হাতির হানায় দুটি গোরু জখম হয়। তার মধ্যে একটি গোরু পরে মারা যায়। তারপর ক্ষীরেরকোটে রেললাইনের পাশে একটি ঝোপকে জঙ্গল মনে করে ঢুকে পরে হাতি দুটি। গ্রামবাসীর হইচইতে একটি হাতি বেরোলে সেটিকে জঙ্গলে পাঠান তিনি। আরেকটি হাতির জন্য দিনভর নজরদারিতে থাকেন বনকর্মীরা। সেখানে জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জ এবং মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মী এবং এলিফ্যান্ট স্কোয়াড প্রস্তুত থাকে। রেললাইনের পাশে হওয়ায় বেশ কয়েকটি ট্রেনের গতিবেগও সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়।

পুনর্বাসন নিয়ে ধোঁয়াশায় ব্যবসায়ীরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : ফার্নিচারের দোকান পরিতোষ রায় প্রধানের। শনিবার দোকান খুলে ধূপধুনো দেন। কিন্তু দোকানের সামনের দিকটা বাদ দিলে বাকি তিনদিকেই মাটির স্তূপ। তবু টিনের দোকানঘর ভাঙবেন না পরিতোষ। কারণ, এখনও পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের কিছুই মেলেনি। তাঁর দোকানের পাশাপাশি নিউ পলাশবাড়িতে আরও বেশ কিছু দোকান ঘেঁষে মাটি ফেলা হচ্ছে মহাসড়কের কাজের জন্য। অথচ দু'সপ্তাহ আগে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবি খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন পলাশবাড়ি পরিদর্শন করেছিল। তারপর প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের এখনও কিছু জানানো হয়নি। তাই তাঁরা ধোঁয়াশায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফর নিয়ে এখন ব্যস্ত প্রশাসনও। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর পুনর্বাসনের বিষয়টি দেখতে চাইছে প্রশাসন। তবে সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীকেও দাবির কথা জানাতে চান ব্যবসায়ীরা।

দোকানঘরের তিন পাশে মাটির স্তূপ। শনিবার নিউ পলাশবাড়িতে।

ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কারণে উচ্ছেদের আশঙ্কায় দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। আন্দোলনের জেরে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি ও সোনাপুরে এখনও দোকানঘর ভাঙা পড়েনি। জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত যাতে মহাসড়কের কাজ হয়, সেজন্য দু'সপ্তাহ আগে উদ্যোগী হয় জেলা প্রশাসনও। প্রথমে ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। গত ৩ জানুয়ারি প্রতিনিধিদের নিয়ে পলাশবাড়ি এলাকা পরিদর্শন করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট জেলা পরিষদের অধীন। এখানে জেলা পরিষদের ফাঁকা জায়গাও রয়েছে। এখানে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দিতে তৎপরতা দেখায় জেলা পরিষদ। কিন্তু পরিদর্শনের দু'সপ্তাহ পরেও সেভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ চোখে পড়েনি। যদিও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, 'পলাশবাড়িতে জেলা পরিষদের জায়গা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য সেই জায়গায় যৌথ পরিদর্শন করা হয়। তবে ক'দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জেলায় আসছেন। এজন্য সবাই এখন ব্যস্ত। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

মেজবিল এলাকায় ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকান ভেঙে ফেলেন। এখানে অনেকে খোলা আকাশের নীচে ব্যবসা করছেন। তবে পলাশবাড়িতে এখনও দোকানঘর কেউ ভাঙেননি। সেখানকার ব্যবসায়ী পরিতোষ রায় প্রধানের কথায়, 'দোকানের তিন পাশে ডাম্পার দিয়ে মাটি ফেলা হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ না পেলে দোকানঘর আমি কোনওভাবেই ভেঙে ফেলব না।' শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারের বক্তব্য, 'পরিদর্শনের পর প্রশাসন এখনও কিছুই জানায়নি। মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে আসছেন। তার আগে পুনর্বাসন না হলে মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি জানাতে চাই। সোমবার জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হবে।'

দলগাঁও রেলস্টেশনে বন্ধ ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং।

মনোজকে নিয়ে ফাঁপরে রেলমন্ত্রক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৮ জানুয়ারি : 'ঘরের ছেলে' বেঁকে বসেছে! বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গাই। রেলমন্ত্রকের সামনে এখন উভয় সংকট। মঙ্গলবারই আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো ছাড়া এনিয়ে তাঁর করার কিছু নেই। এরপর থেকে তিনি সংবাদমাধ্যমকে এড়াচ্ছেন। শনিবারও ফোন রিসিভ করেননি। তবে রেলমন্ত্রক সূত্রেই জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মনোজের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি। এমনকি পুনরায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং শুরুর নির্দেশও দেওয়া হয়নি।

২০২৩ সালের ১৬ জুন দলগাঁও রেলস্টেশনেই আরওবির দাবি এবং ডলোমাইট সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর দাবিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় পরপর বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন বীরপাড়ার এক তৃণমূল নেতা। এরপর ওই নেতার বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে মামলা রুজু করে আরপিএফ। সম্প্রতি রেল রোকো আন্দোলনে নেমে মামলায় জড়িয়েছেন জিসিপিএ নেতা বংশীবদন বর্মন। তবে এখনও মনোজের দিকে হাত বাড়াতে সাহস পায়নি রেলমন্ত্রক।

কারণ মনোজ কেবল সাংসদ নন। বিজেপির জেলা সভাপতিও। এর আগে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতকও ছিলেন। খোদ প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চেনেন মনোজকে। মনোজের হয়ে বীরপাড়ায় ভোটের প্রচারও করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাই ডলোমাইট কাণ্ডে মনোজের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন আইনি পদক্ষেপ করার আগে যে দশবার ভাবনাচিন্তা করবে, তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে, জনমত বিচার করেই এবার রেলমন্ত্রকের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন খোদ বিজেপি সাংসদ। তিনি বলছেন, 'বেআইনিভাবে এখানে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং করা হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ দূষণে জেরবার হচ্ছিলেন।' এভাবে বাহুবলে কি রেলমন্ত্রকের একটি প্রকল্প বন্ধ করা যায়? মনোজের প্রতিক্রিয়া, 'কোনও একটি পথ তো অবলম্বন করতেই হয়।'

মনোজ নাটক করছেন বলে কটাক্ষ করলেও তাঁকে নিয়ে রেলমন্ত্রকের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে নারাজ রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকও। তৃণমূলের এভাবে মেপে চলার কারণ রয়েছে। কারণ, যেভাবেই হোক, ২১ বছর পর ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন মনোজই। পাশাপাশি তৃণমূলের ওপরও চাপ বেড়েছে। মনোজ বলছেন, 'ওঁর কোনও ক্ষমতা নেই। রাজ্য সরকার জমি দিলে এতদিনে বীরপাড়ার প্রকল্পটি স্থানান্তরিত হয়ে যেত।'

টুকরো খবর

দীক্ষা কর্মসূচি

বারবিশা, ১৮ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনকে মজবুত করে তুলতে উদ্যোগ নিল রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। শনিবার সংগঠনের কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির তরফে কামাখ্যাগুড়ি ডাকবাংলোয় দীক্ষা কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। মহিলা কর্মীসভায় ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলা নেত্রী এবং কর্মীরা কর্মসূচিতে অংশ নেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলের আদর্শে 'দীক্ষিত' করে তুলতেই এই কর্মসূচি।

বিকল গাড়ি

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ার ঘটনা যেন থামছেই না। এখন মহাসড়কের কাজ চলছে। কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা ভাঙাচোরা। শনিবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা মোড়ে একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়। গাড়িটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে বাইরে থেকে গ্যারাজকর্মীদের নিয়ে এসে গাড়িটি ঠিক করা হয়।

শীতবস্ত্র বিলি

বীরপাড়া, ১৮ জানুয়ারি : বীরপাড়া থানার বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনের আপার লাইনে শনিবার দুঃস্থদের কম্বল এবং বস্ত্র বিতরণ করেন ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদার। তিনি জানান, ১০০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়েছে। এগুলি বিভিন্ন এলাকার মানুষ দুঃস্থদের মধ্যে বিলির জন্য সাজুবাবুকে দিয়েছিলেন। অনেককে শীতবস্ত্রও দেওয়া হয়।

স্কুলে অনুষ্ঠান

পলাশবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলের ৭৫তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হল। শনিবার স্কুলের বর্তমান পড়ুয়াদের প্রদর্শনী দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হয় 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। খুদেরা নাটকও পরিবেশন করে। রবিবার হবে প্রাক্তন পড়ুয়াদের নানা অনুষ্ঠান।

সভার তোড়জোড়

বীরপাড়া ও সোনাপুর, ১৮ জানুয়ারি : ২১ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের সফরে কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগানে সভা করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। শনিবার ব্লকভিত্তিক সভা হচ্ছে। এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকেরও বাবুরহাট কদমতলায় তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা হয়। কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাওয়া হবে সে নিয়েও আলোচনা হয়। খয়েরবাড়ির চকোয়াখেতি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা হয়। সেখানে বিভিন্ন নেতারা গিয়ে কর্মীদের সমস্যার কথা শুনছেন। দুই কর্মসূচিতেই উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল প্রমুখ।

অন্যদিকে, এনিয়ে শনিবার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবে প্রস্তুতি বৈঠক করে। ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি বিশাল গুরুং। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান জানান, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক থেকে কমপক্ষে দশ হাজার মানুষ ওই সভায় যোগ দেবেন। এঁদের মধ্যে চা বাগানের কমবেশি ৪ হাজার মানুষ যাবেন জমির পাট্টা নিতে। তিনি বলেন, 'উপভোক্তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি জোগাড় করবে প্রশাসন। পাশাপাশি দলের কর্মীরাও নেত্রীর সভায় যোগ দেবেন।'

দু'হাজার কর্মী

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ জানুয়ারি ওই সরকারি সভা হওয়ার কথা। সেখানেই ফালাকাটা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা যাবেন। শনিবার দলীয় অফিসে বৈঠক করল ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। দলের টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'সরকারি ওই অনুষ্ঠানে ফালাকাটা থেকেও অনেক উপভোক্তা যাবেন। সঙ্গে আমরা দলীয় কর্মীদেরও নিয়ে যাব প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে। এর জন্য ১০০ থেকে ১৫০ জন করে কর্মীকে নিয়ে যাব বলে এদিন সিদ্ধান্ত হয়েছে।' ফালাকাটা শহর থেকেই প্রায় ২ হাজার নেতা-কর্মী যাবেন। এছাড়াও অনেকে কালচিনিতেও অংশ নেবেন।

সেতু সারাই হয় না, পরিদর্শনই সার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি এবং মধ্য পারোকাটার পিডব্লিউডি রোডের সংযোগকারী সেতুটির অবস্থা বেহাল। গত ৭ জানুয়ারি সেতুটি প্রথমবার পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। শনিবার ফের সেখানে যান পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। কবে সেতুর অবস্থা ঠিক হবে, প্রশ্ন করলেও এড়িয়ে যান উপস্থিতরা। জেলার পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ হালদারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

সেতুটির রেলিংয়ের কংক্রিট ধসে পড়েছে। পাশের জায়গাগুলো ফেটে গিয়েছে। সেতুর দুই ধারের অবস্থা এতটাই খারাপ, যে কোনওদিন সেতুটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। স্থানীয় বলাই সরকারের বক্তব্য, '৩৫ বছর আগে তৈরি হওয়া সেতুটিতে এখনও অনেক ভারী যান চলাচল করে। শুধুমাত্র বারবার পরিদর্শন করলেই হবে না, পদক্ষেপও করা চাই। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কিন্তু প্রশাসনকেই নিতে হবে।'

ভাঙাচোরা এই সেতু দিয়ে রোজ ১০ টনেরও বেশি ভারী পণ্য নিয়ে গাড়ি যাতায়াত করে। পূর্ত দপ্তরের তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষোভ বাড়ছে।

আরেক এলাকাবাসী হরিশংকর দেবনাথ জানান, এই সেতু দিয়ে রোজ হাজার হাজার লোক চলাচল করেন। এই সেতু দিয়ে প্রতিনিয়ত স্কুল এবং কলেজে ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে। স্কুল পড়ুয়া কুন্তল রায় জানায়, ভাঙা সেতুটা দিয়েই স্কুল যায় সে এবং তার বন্ধুরা। কিন্তু সেতুটার অবস্থা দেখে সেখান দিয়ে যেতে তাদের ভয় লাগে। এছাড়া, বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের বাসও ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। এত পড়ুয়ার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় তাদের মা-বাবা। এলাকাবাসী জয়দেব পাল বলেন, 'সেতুটির অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। না হলে বড় বিপদ ঘটতে পারে। প্রশাসন শুধু পরিদর্শনই করে যাচ্ছে। কাজটা কবে হবে?'

বক্সা ময়দানে প্রস্তুতি সভা

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : ২৪ জানুয়ারি দু'দিনের 'গোর্খা মাঘে মিলন উৎসব' হবে কালচিনির বক্সা ময়দানে। শনিবার ওই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভা হল বক্সা ময়দানেই। এবছর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ। আয়োজক কমিটির কোঅর্ডিনেটর পবন লামা জানান, প্রথম দিন গোর্খা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনজাতির মানুষ নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে শোভাযাত্রা বের করবেন।

মূল অনুষ্ঠানস্থলে তামাং, লিম্বু, রাই সহ গোর্খা সম্প্রদায়ের প্রায় ১৪টি জনজাতির মানুষ নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকের প্রদর্শনী স্টল বসাবেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের জায়গায় আদিম বাদ্যযন্ত্র, খাবারের স্টল বসবে। দু'দিন ধরে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের সভায় ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোর্খা সম্প্রদায়ের বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। 'গোর্খা মাঘে মিলন উৎসব' সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে এদিনের সভা ডাকা হয়েছিল।

সংশোধনী

১৭ জানুয়ারি ১০-এর পাতায় প্রকাশিত '১ কোটি ২১ লক্ষের রাস্তা তৈরিতে প্রশ্ন' শীর্ষক খবরে আমির প্রধান বিজেপির যুব মোর্চার ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পড়তে হবে।

আমাদের ছোট নদী

দখলদারির জেরে ছোট নদীর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে/ বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পদ্যের মতোই যেমন দেখতে তেমনি নামেও এক। হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরে যে নদীটি রয়েছে সেটির নামও ছোট নদী। কিছুটা দূরে রয়েছে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা বাসরা নদী। বাসরা নদীর শাখা হয়েই হ্যামিল্টনগঞ্জে প্রবেশ ছোট নদীর। অনেকটা এঁকেবেঁকে এলাকার সরোজিৎপল্লির পাশ দিয়ে নদীটি একে একে বিশ্বনাথপাড়া, নাকাডালা, দক্ষিণ লতাবাড়ি হয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে কালজানি নদীতে গিয়ে মিশেছে। অনেকটা রবি ঠাকুরের পদ্যের মতোই ছোট নদীতেও বৈশাখ মাসেও হাঁটুজল থাকে। পার্শ্ববর্তী বাসরা নদীতে বৈশাখ মাসে জল থাকে না বললেই চলে। তাহলে ছোট নদীতে সারাবছর জল থাকে কীভাবে?

বাসরা নদীর সঙ্গে ছোট নদীর সংযোগ থাকলেও ছোট নদীতে ভূগর্ভস্থ জল সারাবছর ধরে উঠে আসে। যার ফলে ছোট নদী বছরের কোনও সময়ই খটখটে শুকনো থাকে না। তবে ইদানীং ছোট নদীর চর দখল করে অনেকেই বাড়ি, অট্টালিকা এমনকি দোকানঘর বানাতে শুরু করেছে। শীতের মরশুমে ফরওয়ার্ডনগর এলাকায় ছোট নদীতে কিছুটা জল কমে যায়। এতে নদীর কিছুটা অংশে ঘাস গজিয়ে মাঠের আকার নেয়। তাই এই মরশুমে সেখানে আবার অনেকে গোরু-ছাগল চরান। তবে নদীর চর দখল করে যেভাবে নির্মাণকাজ চলছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ। সংগঠনের সম্পাদক রবি মিত্র জানিয়েছেন, নদীর চর দখল করে প্রকৃতিকে নষ্ট করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা এই বিষয়ে পঞ্চায়েত, প্রশাসনকে বারবার জানিয়েছি। কিন্তু নদীর চর দখলদারি রুখে নদীকে আপন বেগে চলতে দেওয়ার জন্য কোনওরকম পদক্ষেপ নজরে পড়ছে না।'

ছোট নদী
বাসরা নদীর শাখা
দৈর্ঘ্য : ১০ কিমি
মিশেছে : কালজানি নদী

নদীর সমস্যা
- নদীর চর দখল করে বাড়ি, দোকানঘর তৈরি
- নদীর কিছুটা অংশে শুখা মরশুমে জন্মায় ঘাস
- সেখানে চরে স্থানীয়দের গোরু, ছাগল
- চর দখলে নদীর গতিপথ বাধা পাচ্ছে

ছোট নদী হ্যামিল্টনগঞ্জ পার হয়ে বিশ্বনাথপাড়ায় ঢুকতেই সেখানে ওই নদীর নাম হয়েছে ধোবিঝোরা। যেহেতু ভূগর্ভস্থ জল থাকে ওই নদীতে তাই বিশ্বনাথপাড়ায় ধোবিঝোরার পাশে স্নানের ঘাট তৈরি করা হয়েছে। সেখানে উৎসব অনুষ্ঠানে পুণ্যার্থীরাও নদীতে ডুব দেন। বিশ্বনাথপাড়া পার হতেই দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ধোবিঝোরার পাশে গড়ে উঠেছে পার্ক। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে চলছে পিকনিক স্পট। ওই এলাকায় কিছু ধাবা নদীর চরে তৈরি হয়েছে। কয়েক বছর আগে ধোবিঝোরা নদীর একবারে চরের ওপর তৈরি হয়েছিল একটি ধাবা। করোনাকালে ধাবাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে সেটি আবার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নতুন করে রং করা হচ্ছে। ওই এলাকায় নদীর চর দখল হওয়ায় নদীর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর ফলে প্রতি বছর নদীভাঙন বাড়ছে ওই এলাকায়। ১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাসরা নদীর বাঁধ ভেঙে বাসরার জল সেখানকার ছোট নদীতে মিশে গোটা ফরওয়ার্ডনগর নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল। নদীর চর দখল হলে কী পরিণতি হয় তা অবশ্য হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দারা ভালোমতোই জানেন।

আমরা কি যন্ত্রমানব হচ্ছি?

একটা মানুষকে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কী করে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায়! আমরা কিন্তু সমাজকে ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কলম ধরলেন বীরপাড়ার শিক্ষিকা ও কবি মধু লাখোটিয়া

খোলা জানালা

সামনে দুটি ছবি! দুটিই তাজা। ৩ জানুয়ারি, ২০২৫। একটা মানুষ পড়ে রয়েছেন মাটিতে। পরনে পোশাক নেই। মাথার ওপর খোলা আকাশ, এদিকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। মানুষটার পায়ে পোকা ধরেছে। আমরা দেখলাম, এড়িয়ে গেলাম। পরে ভাবলাম, 'লোকটা যদি এখানেই মরে যায়, তাহলে তো দেহটা পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে।' তাই ফোন করলাম পুলিশকে। কিন্তু পুলিশই আর কী করতে পারে! পুলিশ ফোন করল সেই 'সর্বঘটে বিল্বপত্র' আমাদের সাজুদা, অর্থাৎ ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারকে। যেন সব দায় সাজুদার। সাজুদা এলেন। নিয়ে গেলেন মানুষটাকে। শুশ্রূষা করে ধীরে ধীরে তিনি সারিয়ে তুলছেন মানুষটাকে।

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫। তুলসীপাড়া চা বাগান থেকে মানুষটা কেনাকাটা করতে এসেছিলেন বীরপাড়ায়। হাতে একটা বড় ব্যাগ। বাড়িতে পরিবার রয়েছে তো! হঠাৎ বুকে ব্যথা! রাস্তার পাশে বন্ধ দোকানটার সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন তিনি। আমরা এড়িয়ে গেলাম। দুপুরবেলা দেখা গেল লোকটার নড়াচড়া নেই। ব্যবসায়ী সমিতি ফোন করল পুলিশকে। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল হাসপাতালে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা বললেন, 'এই ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকেই।'

দুটিই আমাদের বীরপাড়ার ঘটনা। প্রথমটা গার্লস স্কুল লাগোয়া মহল্লার। দ্বিতীয়টা বীরপাড়ার প্রাণকেন্দ্র বড়বাজারের। হ্যাঁ, এখন এটাই আমাদের বীরপাড়ার ছবি। এই বীরপাড়ার স্কুলগুলিতেই আমাদের পড়ানো হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' আমরা পড়েছিলাম, মুখস্থ করেছিলাম, পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। তবে সাম্প্রতিককালে ওই দুটি ঘটনায় আমরা প্রমাণ করলাম, শিক্ষাকে আমরা এখনও বহন করেই চলেছি, বাহন করতে শিখিনি।

এমন ঘটনা ঘটে বীরপাড়ার বাইরেও, দেশের আনাচকানাচে, দেশান্তরেও। নিত্যদিন। আমরা নীতিকথা জানি, কিন্তু মেনে চলি ক'জন? আশপাশে আমাদের অযত্নে, অবহেলায়, উদাসীনতায় কত প্রাণ ঝরে যায়। রাখি সে খোঁজ? আজকাল রাস্তার ধারে পড়ে থাকা কোনও মানুষ বেঁচে আছে নাকি মৃত তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না কারণ আমাদের মানবতা হয়তো শুষ্ক হচ্ছে। তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে কী কী সমস্যা আসতে পারে, সেই হিসেব আমাদের কষা হয়ে যায় নিমেষে। আমরা যেন মানুষ থেকে আবেগহীন মেশিনে রূপান্তরিত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং 'আধুনিক' চিন্তাভাবনা যেন আমাদের মানবতাকে আমাদের রক্তমাংসের শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে নিংড়ে নিচ্ছে।

আজকাল কাউকে বিপদে দেখলে ছবি তোলাটাই আমাদের কাছে অগ্রগণ্য হয় 'ভাইরাল' করতে, ট্রেন্ডে থাকতে। না হলে আমরা পাশ কাটিয়ে এমনভাবে চলে যাই যেন কিছুই দেখিনি। কিন্তু কাউকে সাহায্য না করা এবং তাঁকে উপেক্ষা করা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, আমরা কি সে চিন্তা আদৌ করি? না! করি না। অসুস্থকে প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ন্যূনতম কর্তব্য। কিন্তু উপেক্ষার পথই বাছি আমরা।

সম্প্রতি বীরপাড়ার ওই দুটি ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। একটা অসুস্থ মানুষকে নগ্ন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেও কী করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায়! একটা মানুষকে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কী করে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায়! আমরা কিন্তু সমাজকে ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখাচ্ছি, দায় এড়ানোর টেকনিক।

অ্যাগনেস গোনক্সহা বোজাক্সহিউয়ের পক্ষে কি মাদার টেরেজা হওয়া সম্ভব হত যদি তিনি আমাদের মতো ভাবতেন? নতুন প্রজন্মের সামনে মশালবাহক হিসেবে মানবতার পুজো করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। আমাদের নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও শেখাতে হবে মানবিক হওয়াটাই প্রাথমিক কর্তব্য। সুস্থ সমাজ গড়তে অবশ্যই সুনাগরিক হতে হবে প্রত্যেককে।

কর্তব্য ভুলছি

- কাউকে বিপদে দেখলে ছবি তোলাটাই আমাদের কাছে জরুরি বিষয়
- না হলে আমরা পাশ কাটিয়ে এমনভাবে চলে যাই যেন কিছুই দেখিনি
- কিন্তু কাউকে সাহায্য না করায় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, তা কি ভাবি?
- অসুস্থকে প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ন্যূনতম কর্তব্য

গত বৃহস্পতিবার ভোরবেলা ফালাকাটা শহরে ঢুকে পড়ে দুটি হাতি। সেই হাতি দেখতে ছাদে উঠে পড়েন আশপাশের সকলে। স্কুল এবং দোকানপাট বন্ধ থাকে সেদিন। শুক্রবার গভীর রাতেও ঠিক একইভাবে শহরে ঢুকে পড়ে দুটি হাতি। রাতে ঢুকে পড়ায় অনেকে দেখতে পাননি। তবে যাঁরা টের পেয়েছিলেন তাঁরাই খবর দেন পুলিশ ও বন দপ্তরে। পরপর হাতি ঢোকায় চিন্তায় ফালাকাটাবাসী।

নয়দিনের মাথায় ফের জোড়া হাতি

বনে ফেরাতে সক্ষম

> ফালাকাটা শহরে হাতি ঢোকার খবর পেয়েই আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাতভর এলাকায় আমাদের টিম ছিল। শনিবার সকালেই একটি হাতিকে কুঞ্জনগর বনে ফেরাতে সক্ষম হই। তবে আরেকটি হাতিকেও ফেরানোর চেষ্টা চলছে।
>
> -রাজীব চক্রবর্তী *রেঞ্জ অফিসার, জলদাপাড়ার সাউথ রেঞ্জ*

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : মাত্র নয়দিন আগেকার ঘটনা। দুই দাঁতালকে ঘিরে দিনভর এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দেখেছিল ফালাকাটা। ওই ঘটনার রাশ কাটতে না কাটতেই ফের দুটি হাতি ঢুকল শহরে। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ দুটি হাতি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দেখতে পান সাধারণ মানুষ। হাতি আসার খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। হাতি আসার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ, বন দপ্তর। শনিবার ভোরেও হাতির আতঙ্ক ছড়ায়। ফলে এদিন পুর এলাকার সব স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, হাতি দুটি পুর এলাকা থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। কিন্তু হাতি গেলেও শহরবাসীর মনে আতঙ্ক এখনও কমেনি। শনিবার সন্ধ্যাটা থমথমেই ছিল ফালাকাটায়।

জলদাপাড়ার সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'ফালাকাটা শহরে হাতি ঢোকার খবর পেয়েই আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাতভর এলাকায় আমাদের টিম ছিল। শনিবার সকালেই একটি হাতিকে কুঞ্জনগর বনে ফেরাতে সক্ষম হই। তবে আরেকটি হাতিকেও ফেরানোর চেষ্টা চলছে।'

ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'হাতি আসার খবর পেয়েই আমার এলাকায় চলে যাই। সারারাত থেকেই নাগরিকদের সচেতন করা হয়েছে।'

শহরে জোড়া হাতি

বুনোর তাণ্ডবে দিনভর তটস্থ ফালাকাটা

হাতিতে হুলুস্থুল

গত বৃহস্পতিবার একেবারে কাকভোরে ফালাকাটায় দুটি হাতি ঢুকে পড়ে। ওইদিন শহরে তেমন ক্ষয়ক্ষতি না করলেও হাতি তাড়াতে দিনভর এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। শহরের সুভাষপল্লির বাসিন্দা আব্দুল মান্নানের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল হাতি দুটি। হাতি বনে ফেরাতে জলদাপাড়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল দুটি কুনকি। রীতিমতো 'গ্রিন করিডর' করে হাতি বনে ফেরানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাঝে বিগড়ে গিয়ে হাতি দুটি শহরের একাধিক বাড়ির উপর দিয়ে দাপিয়ে চলে যায়।

শেষে সুভাষপল্লি রেলগেট পার করে আশুতোষপল্লি এলাকা ধরে কুঞ্জনগর বনে ফেরে তারা। জোড়া হাতির ভয়ে ওইদিন বন্ধ রাখা হয় স্কুল, দোকানপাট।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ দুটি হাতি ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দেখতে পান তাঁরা। এলাকার কাউন্সিলার শ্যামলী পালের বাড়ির আশপাশে হাতি দুটিকে প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। দ্রুত থানায় খবর দিলে খবর যায় বন দপ্তরেও। পুলিশ এলে চোখে পড়ে শুধুই হাতির পায়ের ছাপ। কিছুক্ষণ বাদে খবর আসে, হাতি দুটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুই মাইল গ্যাস গোডাউন দিয়ে, রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠ পেরিয়ে সোজা হরিনাথপুর এলাকায় চলে গিয়েছে। রাতেই হাতি দুটি পুর এলাকা পার করে ফালাকাটার গ্রামীণ এলাকায় ঢুকে পড়ে।

পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তরুণ উৎপল দে'র কথায়, 'হঠাৎ করেই এলাকায় হাতি আসে বলে খবর পাই। গিয়ে দেখি বড় বড় পায়ের ছাপ। বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফলে অনেকে সারারাত জেগেই কাটিয়ে দেন। কয়েকদিন আগেও হাতি আসায় আতঙ্ক ছিল।'

এলাকার আরেক বাসিন্দা তাপস দাসের কথায়, 'আশুতোষপল্লি এলাকা দিয়ে হাতি যাওয়ার সময় বেশ কয়েকটি বাড়ির বেড়া ভেঙে দেয়। এছাড়াও একটি গোরু মারা যায়। পাশাপাশি গ্যাস গোডাউন এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ফসলেরও ক্ষতি হয়।'

এদিকে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে হাতি বের হলেও বেশি লোকের চোখে পড়েনি। অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় ঘুমিয়েই ছিলেন নাগরিকরা। এর মধ্যেই হাতি দুটি ফালাকাটা পুর এলাকা পার করে অন্যত্র চলে যায়। শনিবার সকালে ফের ফালাকাটায় হাতি আসার খবর পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নাগরিকরা। ঝুঁকি না নিয়ে তাই এদিন পুর এলাকার সব স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ফালাকাটা শহরে আর হাতির খবর পাওয়া যায়নি।

ফালাকাটায় তাণ্ডব

- শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ দুটি হাতি ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দেখতে পান তাঁরা
- এলাকার কাউন্সিলার শ্যামলী পালের বাড়ির আশপাশে হাতি দুটিকে প্রথম দেখতে পাওয়া যায়
- পুলিশ এলে চোখে পড়ে শুধুই হাতির পায়ের ছাপ
- কিছুক্ষণ বাদে খবর আসে, হাতি দুটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুই মাইল গ্যাস গোডাউন দিয়ে, রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠ পেরিয়ে সোজা হরিনাথপুর এলাকায় গিয়েছে

নয়দিন আগে ফালাকাটা শহরেই একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এই হাতি। - সংবাদচিত্র

বন্ধ রইল পুর এলাকার সব স্কুল

এই হাতি নিয়েই শনিবার আতঙ্ক ছড়িয়েছে ফালাকাটায়।

আজ শহরে

- জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এ ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ফাইনাল। খেলবে 'প্লেয়ার্স একাদশ' ও 'বিএসসি ইস্টবেঙ্গল', সকাল ৯টা থেকে অরবিন্দনগর মাঠে।
- বিবেকানন্দ-২ তৃণমূল যুব সংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান, সকাল ১০টা থেকে জংশনের পল্লিমঙ্গল ক্লাবের মাঠে।

জন্মশতবর্ষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরীর স্মৃতিতে দু'দিনব্যাপী জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হল শনিবার। জানা গিয়েছে, শহর সংলগ্ন ভোলারডাবরি এলাকার একটি ভবনে এই কর্মসূচি হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে। শিল্পীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

সভার জন্য সরছে দোকান

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : ২১ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার একদিন পর ২২ জানুয়ারি প্যারেড গ্রাউন্ডে হবে প্রশাসনিক বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয় শনিবার। এদিন কোর্ট মোড় থেকে মহকুমা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারের ফুটপাথে থাকা দোকানগুলো উচ্ছেদ করা হয়। তবে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আগাম কোনও নোটিশ তো মেলেইনি, উপরন্তু পুনর্বাসন নিয়েও কিছু বলা হয়নি ব্যবসায়ীদের।

ফুটপাথে ছোট ব্যবসায়ীদের মতে, এভাবে আগাম নোটিশ ছাড়াই দোকান উচ্ছেদ তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। খাবারের স্টল রয়েছে অনুপ দেবনাথের। তিনি বলেন, 'আমাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ছিল এই দোকান। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমরা পরিবার নিয়ে কীভাবে চলব?'

ফোটোকপির একটি দোকান চালাতেন বাসব কুণ্ডু। তাঁর ক্ষোভ, 'আমরা এখানে ব্যবসা করছি বহুদিন ধরে। প্রশাসনের তরফে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। হঠাৎ উচ্ছেদ করে দিলে আমরা বিকল্প ব্যবসার জায়গা কোথায় পাব?'

মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের কথায়, 'এলাকাটি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং যানবাহনের চাপ বেশি। ফুটপাথে দোকান থাকায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যান চলাচলে অসুবিধা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শহরকে সুশৃঙ্খল করা অত্যন্ত জরুরি। এই উচ্ছেদ তারই অংশ।' তিনি আরও জানান, ব্যবসায়ীদের বহুবার মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কথা শোনেননি। ফুটপাথে ব্যবসা সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই এই পদক্ষেপ।

মান্তু দাসের মতো আরও অনেকের দাবি, প্রশাসন তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করায় চরম সংকটে পড়েছেন। এই এলাকার এক পান ব্যবসায়ী রতন দাস বলেন, 'আমরা সরকারের নিয়ম মেনে চলতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের পুনর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থাও করে দেওয়া উচিত।'

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৃদুল গোস্বামী এবিষয়ে বলেন, 'আমার সঠিকভাবে বিষয়টি জানা নেই। তবে কোর্ট চত্বরে দোকানগুলোর জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যানজট হওয়ার বিষয়টি সঠিক। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য সঠিক পরিকল্পনা থাকা দরকার। প্রয়োজন হলে মহকুমা শাসকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলব। দোকানদারদের জীবনধারণের বিকল্প ব্যবস্থা না করে এভাবে উচ্ছেদ করা হয়ে থাকলে তবে সেটা অমানবিক।'

কোর্ট মোড় থেকে মহকুমা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত এই অংশে প্রায় ২০টিরও বেশি ছোট দোকান ছিল। এই দোকানগুলোর ক্রেতা মূলত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, অফিসযাত্রী ও স্থানীয়রাই। দোকানগুলোর উচ্ছেদের ফলে শহরের যানজট কিছুটা কমবে বলে অনেকেই মনে করছেন। তবে ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ এখন গভীর অনিশ্চয়তায়।

শহরের কোর্ট চত্বরে দোকান খোলার প্রস্তুতি।

রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনটিকে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার দাবিতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিলেন শহরের এক তরুণ রণদীপ গঙ্গোপাধ্যায়। শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কলকাকলি স্কুলের গলির বাসিন্দা রণদীপ জেলা হাসপাতালে কর্মরত। তিনি চিঠিতে দাবি করেন, দেশের কয়েকটি রাজ্যে এই দিনটিকে ছুটি হিসেবে পালন করা হলেও সব রাজ্যে হয় না। তাই তিনি চান এই দিনটি যাতে দেশের সমস্ত রাজ্যে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। রণদীপ জানান, নেতাজির প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে এই চিঠি। এই দিনটিকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার দাবিতে দেশের নাগরিক হিসেবে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।

ব্যাংককে রাজা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ব্যাংককে যান আলিপুরদুয়ারের নৃত্যশিল্পী রাজা দত্ত। শনিবার ব্যাংককের একটি হোটেলে সেই অনুষ্ঠান হয়। সেখানেই পারফর্ম করেন রাজা। ব্যাংককের প্রবাসী বাঙালি ও বিশিষ্টজনরা সেই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন। রাজার গুরু অমৃতা দাসও গিয়েছেন।

সাপটানা-হাতিনালা বাঁচাতে হাইকোর্টে মামলা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ফালাকাটার লাইফলাইন সাপটানা নদী। হাতিনালার গুরুত্বও অপরিসীম। কিন্তু দিনের পর দিন অবৈজ্ঞানিকভাবে শহরজুড়েই এই দুটি নদী ও নালা বুজে যাচ্ছে। কোথাও আবর্জনা ফেলে দমবন্ধ পরিস্থিতি, কোথাও আবার নদীর উপর অবৈধ নির্মাণ। সাপটানা ও হাতিনালা বাঁচাতে দীর্ঘদিন ধরেই আবেদন নিবেদন করে আসছিলেন ফালাকাটার সমাজকর্মী ডঃ সুকুমার এমকে ঘোষ। এবার গুরুত্বপূর্ণ এই নদী ও নালা বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। ১৭ জানুয়ারি এর জন্য তিনি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন।

ফালাকাটার সমাজকর্মী 'কমিউনিটি হিউম্যান রাইটর্স'-এর চেয়ারম্যান ডঃ সুকুমার এমকে ঘোষ বলেন, 'ফালাকাটা শহরের সাপটানা এবং হাতিনালা দখল হয়ে যাচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক গতি বন্ধ করে নানা অবৈধ নির্মাণ গড়ে উঠছে। এছাড়াও থানার সামনে অবৈধভাবে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। ফালাকাটার স্বার্থে দুটি নদী ও থানার সামনের জায়গাটি পুনরুদ্ধারের জন্য আমি কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি। ১৭ নম্বর সিরিয়ালে থাকা মামলাটি খুব দ্রুত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে উঠবে।'

ফালাকাটা শহরের সাপটানা নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ নির্মাণ গড়ার অভিযোগ উঠছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নদী বুজিয়ে ঘরবাড়ি, দোকানপাট বানানো হচ্ছে। এছাড়াও একাধিক জায়গায় অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়ে উঠেছে এই নদী। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসেছে যে, নদীর পাশে জমে থাকা আবর্জনায় মাঝেমধ্যেই আগুন লাগছে। ছড়াচ্ছে দূষণ। এর পাশাপাশি হাতিনালা দখল করেও অবৈধ নির্মাণ এবং নানাভাবে নালা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ শহরে এই দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি নিয়ে নাগরিকদের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেন না বলেই মনে করা হয়।

এদিকে যে ওয়ার্ডে সাপটানা নদী সেই ওয়ার্ড অর্থাৎ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'সাপটানার জবরদখল দীর্ঘদিনের সমস্যা। তবে পুরসভা গঠনের পর নতুন করে দখলদারির খবর পেলেই আমরা পদক্ষেপ করছি। জঞ্জাল যাতে না ফেলা হয়, তার জন্য সতর্কিকরণ বোর্ডও লাগানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই সেই জঞ্জাল ফেলছে।'

এই অবস্থায় আবার ফালাকাটা থানার সামনে গজিয়ে ওঠা একটি বিল্ডিং নিয়েও হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। সমাজকর্মী সুকুমার এমকে ঘোষই ওই মামলা করেছেন। তাঁর দাবি, কয়েকবছর আগেও থানার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি ফাঁকাই ছিল। ওই জায়গাটি জেলা পরিষদের। কিন্তু কয়েক বছর আগে হঠাৎ সেখানে তিনতলা একটি বিল্ডিং বানানো হয়েছে। থানার পাশে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কীভাবে কেউ বেআইনিভাবে বিল্ডিং গড়তে পারে, এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সুকুমারের কথায়, 'ওই বিল্ডিং যাঁরা বানিয়েছেন, পুরোপুরি অবৈধভাবে বানিয়েছেন। তাই সাপটানা-হাতিনালার পাশাপাশি থানার সামনের ওই বিল্ডিং নিয়েও মামলা করেছি।' এদিকে, সাপটানা-হাতিনালা এবং থানার সামনের বিল্ডিং নিয়ে মামলার খবর চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শহরের সাপটানা নদীর বর্তমান অবস্থা।

অভিযোগ

- সাপটানা নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ নির্মাণ গড়ার অভিযোগ উঠছে
- হাতিনালা দখল করেও অবৈধ নির্মাণ এবং নানাভাবে নালা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে
- বিষয়টি নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও কেউ মুখ খুলতে চান না

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, আগামী বছর (২০২৫-২০২৬)-এ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮৫০ কোটি টাকা করা হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছর (২০২৪-২০২৫)-এ বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৮০ কোটি টাকা। চলতি বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ কোটি টাকা বেশি। বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮ জেলায় উত্তরবঙ্গবাসীর মন পেতেই রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ নজর এবার উত্তরবঙ্গে।

বিগত বিভিন্ন নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল মোটেই আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। এই দুর্বল জায়গা মেরামতি করতে প্রশাসন ও দলগতভাবে এখন থেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের আর্থিক সংকট সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে সেখানকার উন্নয়ন বাজেটেও বরাদ্দ বাড়াচ্ছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি সরেজমিনে দেখতে সফরও শুরু করেছেন মমতা। প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে সরাসরি স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনাও করবেন বলেই তাঁর সিদ্ধান্ত।

বাজেটে আগামী বছর অর্থ বরাদ্দ বাড়ায় খুশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। শনিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেন, 'বাজেটে টাকা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গবাসীর স্বার্থে এটা ভালো খবর। কারণ, এতে যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে, সেটাই মঙ্গল। এই বছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ছিল ৭৮০ কোটি টাকা। আগামী বছর তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। বাজেটের এই অর্থ শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় আরও উন্নয়নমূলক কাজ বাড়াতে সাহায্য করবে। ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য বাজেট অধিবেশন। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ খরচ করা হবে, তা সবিস্তারে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে অর্থ দপ্তরে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সরকারি পরিষেবা যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, তা করতেই হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, 'শিলিগুড়ি সহ ৮ জেলায় রাস্তাঘাট, সেতু, সাঁকো নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রাধিকার ছিল, আছে, থাকবেও। ৮ জেলায় যেসব স্কুল, কলেজের অবস্থা খারাপ সেগুলির সংস্কার ও উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো হবে। আগামী এপ্রিল মাস থেকে বাজেট বরাদ্দের টাকা খরচ শুরু হবে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে। এই বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে বাজেটের টাকা উন্নয়ন প্রকল্পে লাগানোর সুযোগ থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আমরা ওই কাজ শেষ করতে চাইছি। কারণ, আগামী বছরের গোড়ায় বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে আর কোনও নতুন প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া যাবে না। তাই প্রায় ৯ মাসের কাছাকাছি সময় ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রায় ৯ মাসের মধ্যেই আমরা উন্নয়নের কাজ সবটা শুরু করতে চাইছি। কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে যত শীঘ্র সম্ভব আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নেব।'

> বাজেটে টাকা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গবাসীর স্বার্থে এটা ভালো খবর। কারণ, এতে যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে, সেটাই মঙ্গল।
>
> **উদয়ন গুহ**
> উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

প্রশাসনে রদবদলের সম্ভাবনা

মালদা, ১৮ জানুয়ারি : একের পর এক নেতা খুন হয়েছে মালদায়। বাবলা সরকারকে দিয়ে শুরু। কিছুদিন বাদে খুন হন কালিয়াচকের নেতা হাসা শেখ। বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ। নবান্নের সভাগৃহ থেকে তিনি মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবকে ভর্ৎসনা করেন।

এইরকম তপ্ত আবহে সোমবার মালদায় আসছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা কারণে। জেলা প্রশাসনের রদবদলের সম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল আলিপুরদুয়ার থেকে। হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত বদলে সফর শুরু করছেন মালদা থেকে। আচমকা এই পরিবর্তনে শুধু প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা নয়, ঘুম উড়েছে দলীয় নেতা-কর্মীদের। ত্রস্ত জেলা প্রশাসন।

তাঁর নির্দেশে জেলায় ঘুরে গিয়েছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে গৌতম দেব, এমনকি রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমারও। শুক্রবার ডিজি দেখা করেন বাবলার স্ত্রী চৈতালির সঙ্গে।

প্রশাসনের কাছে খবর, ২০ জানুয়ারি বেলা দুটো নাগাদ হেলিকপ্টারে মুখ্যমন্ত্রী মালদায় আসবেন। সেখান থেকে চলে যাবেন পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে। সেচ দপ্তরের অতিথিশালা 'মহানন্দা ভবনে' উঠবেন তিনি। রাত্রিবাস সেখানেই। পরদিন বেলা ১২টা থেকে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে তিনি সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ওই মঞ্চ থেকে বেশ কিছু মানুষের হাতে সরকারি সহায়ক প্রকল্পের পরিষেবা বণ্টন করবেন তিনি। সেখান থেকে চপারে চলে যাবেন আলিপুরদুয়ার। তাঁর অনুষ্ঠানের জন্য ডিএসএ ময়দানে তিনটে হ্যাঙ্গার ও মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পাশের মাঠেই তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে কিছু বলতে চাননি তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সী। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর সরকারি। আমার কিছু বলার নেই।'

সোমবার মালদায় মুখ্যমন্ত্রী

উদয়নের গ্রেপ্তারির দাবি অশোকের

'চাঁদা' দিতে না পারায় বাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের অডিট রিপোর্ট এবং সুডা'র তথ্যে দিনহাটা পুরসভার আবাস কেলেঙ্কারিতে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুরসভার দাবিমতো 'উন্নয়ন তহবিল'-এ ২০ হাজার টাকা দিতে না পারায় আবাসের ঘর পাননি অনেক গরিব মানুষ। আদায় করা উন্নয়নের টাকায় কী কাজ হয়েছে তার উত্তরও দিতে পারছেন না পুরকর্তারা। সবমিলিয়ে পুরসভার 'উন্নয়ন তহবিল' নিয়ে উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন। কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতেই উদয়নকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। পুর কেলেঙ্কারির কথা বিধানসভায় তোলা হবে বলেই জানিয়েছেন বিজেপির বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভাগ (ইডব্লিউএস)-এর অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তাদের কাছ থেকেও উন্নয়ন তহবিলের নামে টাকা আদায় করেছে উদয়ন গুহর নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ড। সুডা'র তথ্য বলছে, ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বোর্ড মিটিং করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে উন্নয়ন তহবিলে ১৮ হাজার টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন পুর বোর্ড। ২০১৭ সালের জুন মাসে বোর্ড মিটিংয়ে আরও দু'হাজার বাড়িয়ে উপভোক্তাদের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অডিট রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পুরসভার বাড়তি আর্থিক দাবি মেটাতে না পারায় অনেক উপভোক্তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাঁদের সিদ্ধান্তের ফলে গরিব মানুষদের নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে প্রথমে উদয়ন বলেন, '২৫ হাজার টাকা দিতে পেরেছে কিন্তু বাকি ২০ হাজার টাকা দিতে পারেনি এমন উপভোক্তার কথা আমার জানা নেই। আমাদের কাছে কেউ তেমন অভিযোগ জানায়নি।' পরক্ষণেই তাঁর ব্যাখ্যা, 'দু-একজন উপভোক্তার সমস্যা হতে পারে। তবে আড়াই-তিন হাজার উপভোক্তা হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘর পেয়েছে। সেই দু-এক জনের জন্য তো তাদের বঞ্চিত করা যায় না।'

তাঁর আমলের কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতেই ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়েছেন উদয়ন। এদিন তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিজের ফেসবুক পেজে লেখেন, 'কথায় আছে চোরের মায়ের বড় গলা'। সেটা উদয়নকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে ধরে নিয়ে উদয়ন অনুগামীরা ফেসবুকে পালটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একের পর এক পোস্ট করতে থাকেন। উদয়ন নিজেও ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে উন্নয়ন তহবিলে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাখ্যা দেন। সেই পোস্টে নাম না করে রবীন্দ্রনাথকেও কটাক্ষ করেন তিনি। শনিবার দিনহাটায় সিতাই বিধানসভাভিত্তিক দলীয় সভাতেও রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে উদয়ন বলেন, 'কিছু কিছু চোরের মায়ের গলা শুধু বড়ই না, লম্বাও বটে'।

উদয়নের আমলের পুর কেলেঙ্কারির খবরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের কানেও খবর পৌঁছে দিয়েছেন দলের একাংশের নেতারাই। নথিপত্র সহ রাজ্য তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতার কাছে দিনহাটা পুরসভার অনিয়মের কথা জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূলের এক নেতা। বিরোধীরাও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। শংকরের বক্তব্য, 'দিনহাটা পুরসভায় যা হয়েছে তা তৃণমূল আমলের কেলেঙ্কারির নতুন অংশ। গরিব মানুষদের কাছ থেকে জোর করে কুড়ি হাজার টাকা করে আদায় করা হয়েছে। আইনি পদক্ষেপ জরুরি। নিরপেক্ষ এজেন্সির মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের জন্য পদক্ষেপ করব। বিধানসভাতেও বিষয়টি তুলব।' অশোক বলেন, 'ভয়ংকর অন্যায় হয়েছে। কোনওভাবেই আবাস যোজনার জন্য ওইভাবে টাকা তোলা যায় না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্রুত এফআইআর করে ওকে জেলে ঢোকানো উচিত। আমরাও বিষয়টিতে আইনি পদক্ষেপ করব।'

(চলবে)

পুর কেলেঙ্কারি-২

- পুরসভার 'উন্নয়ন তহবিল' নিয়ে উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন
- কুড়ি হাজার টাকা দিতে না পারায় তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে অনেক উপভোক্তার নাম
- উদয়নকে গ্রেপ্তারির দাবি প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের

> আবাস যোজনার জন্য ওইভাবে টাকা তোলা যায় না। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্রুত এফআইআর করে জেলে ঢোকানো উচিত। আমরাও আইনি পদক্ষেপ করব।
>
> **অশোক ভট্টাচার্য**
> প্রাক্তন পুরমন্ত্রী

সংঘর্ষ, জখম

প্রথম পাতার পর

পরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফ জানিয়েছে, খবর পাওয়ামাত্রই বিএসএফ এবং বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজ নিজ দেশের কৃষকদের গ্রামে ফেরত পাঠায়। ভারতীয় কৃষকদের সীমান্তে এ ধরনের বিরোধ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আবার সীমান্তে সমস্যা দেখা দিলে বিএসএফকে জানাতে বলা হয়েছে।

বিএসএফ এই বিবৃতি দিলেও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও এপারের গ্রামবাসীকে দায়ী করা হয়েছে। আঘাত পাওয়ায় দুজন বিএসএফ জওয়ানকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকায় পরিস্থিতি থমথমে। শুক্রবার কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা থাকলেও বিএসএফ দিতে শুরু করেনি। বিএসএফ সূত্রে খবর, ২০ জানুয়ারি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে ফের ফ্ল্যাগ মিটিং রয়েছে। কিন্তু তার আগেই শনিবার অশান্ত হয়ে ওঠে সুকদেবপুর।

এলাকার বাসিন্দা আবু সুফিয়ানের অভিযোগ, 'চাষিরা গম আর ভুট্টা চাষ করেছেন। বাংলাদেশিরা সেই ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় চাষিরা বিএসএফকে সেসব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশিরা আক্রমণ করে। ইট ছোড়ে, বোমা ছোড়ে।' গত ৭ জানুয়ারি কাঁটাতারের বেড়া দিতে গেলে বিএসএফকে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। সেই বিরোধে জিরো পয়েন্ট এলাকায় বিজিবি'র পাশে বাংলাদেশিদের দেখে এপারের বাসিন্দারাও যোগ দেন বিএসএফের সঙ্গে। বেড়া তৈরি বন্ধ হয়। শনিবার সুকদেবপুরের বাসিন্দারা দেখেন, সীমান্তে তাঁদের জমির গম কেটে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশিরা। প্রতিবাদ করলে তাঁরা তেড়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এসপি সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কংগ্রেসকে তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

রাজগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : 'ইন্দিরা গান্ধির আমলে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতবর্ষকে জেলখানায় পরিণত করেছিল কংগ্রেস'- শনিবার রাজগঞ্জের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তঘেঁষা গ্রাম ডাকুয়াপাড়ায় সংবিধান গৌরব অভিযান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন, উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের মন্ত্রী বনোয়ারীলাল ভার্মা। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের নেতারা সংসদ এবং সংসদের বাইরে চ্যাঁচামেচি করছেন সংবিধান সংশোধন নিয়ে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত, কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিজের সময়কালে ৪১ বার সংবিধান সংশোধন করেছেন। তার আগে জওহরলাল নেহরু ১৭ বার।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস সংবিধান সংশোধন করেছে দলের স্বার্থে, দেশবাসীর নয়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সংবিধান সংশোধন করেন দেশের মানুষের স্বার্থে। ৩৭০ ধারার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'এই ধারা বিলোপ করা নিয়ে কংগ্রেস এবং এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা সরব হয়েছেন। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছেন, ৩৭০ ধারা বিলোপ করে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কতটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

মোদি সরকারের আমলে কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের শাসনকালে তিন লাখ কিলোমিটারের কিছু বেশি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মোদি সরকার মাত্র দশ বছরের মধ্যে সারা দেশে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার কিমি সড়ক নির্মাণ করেছে। ৪ কোটি ২১ লক্ষ মানুষের জন্য আবাস বানিয়েছে। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও বাংলার মানুষ সেই সুবিধা পাচ্ছেন না।' মন্ত্রীর কথায়, 'র‍্যাশন দোকানে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দিচ্ছেন মোদিজি, আর এ রাজ্যে দিদিমণি বলছেন, দিচ্ছেন তিনি। এই রাজ্যের দুর্নীতি সারাদেশের মানুষ জানেন।'

অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা হিসেবে নিয়ে রাজ্যকে কাঠগড়ায় তোলেন বনোয়ারী। তাঁর আশ্বাস, 'কেন্দ্র দেশের সীমান্ত নিরাপদ রাখতে সক্রিয় থাকবে। যেসব এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে দেওয়া হবে।' এদিন চাউলহাটিতে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন তিনি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

জটেশ্বর, ১৮ জানুয়ারি : আসবাব তৈরির দোকানঘরের উপরতলায় কাজ করতেন জটেশ্বরের বছর তেত্রিশের তরুণ শ্রীবাস মণ্ডল। বাড়ি বাজার লাগোয়া ধ্যানারপুল এলাকায়। বাড়ির কাছেই ওই দোকানে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কাজ করতেন। রোজের মতো শনিবারও সেখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন শ্রীবাস। সেখানেই শটসার্কিটের জেরে তড়িদাহত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, জটেশ্বরের আসবাব তৈরির দোকানঘর তৈরির জন্য অনেকটা ওপরে উঠে কাজ করছিলেন শ্রীবাস। এ সময় ওপরে থাকা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন তিনি ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সঙ্গীরা তাঁকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত করা হয়।

ঘটনায় শোকস্তব্ধ জটেশ্বর বাজার। শ্রীবাসের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল উঠোনে প্রতিবেশীদের ভিড়। কান্নাকাটি করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। সময় যত গড়িয়েছে মানুষের ভিড় তত বেড়েছে। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির উঠোনে কয়েকশো মানুষের ভিড়। মৃতের দাদা সুখলাল মণ্ডল বলেন, 'আয় করে সুখে সংসার করার স্বপ্ন দেখত ভাই। জটেশ্বরে কাজ করতে যাওয়াই কাল হয়েছে। সবকিছুই শেষ হয়ে গেল।' সদ্য বিধবা স্ত্রী জয়া বলেন, সব শেষ হয়ে গেল। এখন আমি কীভাবে বাঁচব, কোথায় যাব?

জল্পনা ডুয়ার্সে

প্রথম পাতার পর

মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের সুবাদে প্রায় ১ বছর ১ মাস বাদে আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২১ তারিখ বিকেলে তিনি মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মালঙ্গিতে আসছেন। ওইদিন তিনি মালঙ্গি বনবাংলোয় রাত কাটাবেন।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বারলা ২১ তারিখ রাতেই মালঙ্গি বনবাংলোয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ২৩ তারিখ কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা শেষে শাসকদলে যোগ দিতে পারেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বারলা বিজেপি ছাড়লে চা বলয়ে বিজেপির সংগঠনে কতটা প্রভাব পড়বে তা সময়ই বলবে। তবে তিনি রাজ্যের শাসকদলে যোগদান করলে জেলার ৬৪টি চা বাগানেই তৃণমূলের সংগঠন মজবুত হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপির সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'কেউ দল ছাড়তে চাইলে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। তবে কারও জন্য সংগঠন দুর্বল হবে, তা কোনওদিনই সম্ভব নয়। আমরা বিজেপির কর্মী, এটাই আমাদের পরিচয়।'

বারলার যোগদান প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। আমি কিছু জানি না।'

সঞ্জয় একাই দোষী

প্রথম পাতার পর

তার আভাস দিয়েছে আদালত। দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে শিয়ালদা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ওইদিন ভোর চারটের পর হাসপাতালে ঢুকেছিলেন এবং একজন অনডিউটি চিকিৎসককে গলা, মুখ টিপে ধরেন। তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালান। সাক্ষী ও তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।'

বিচারক অনির্বাণ দাস মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় এই অপরাধে আপনার কমপক্ষে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে। রায় শুনে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে সঞ্জয়। বলতে থাকে, 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা রয়েছে। রুদ্রাক্ষ নিয়ে কি কেউ এমন কাজ করতে পারে? তাছাড়া আমি অপরাধ করলে এটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আপনি বুঝতে পারছেন আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।'

বিচারক ঠান্ডা গলায় জবাব দেন, 'আপনি অপরাধের সময় এমনভাবে আঘাত করেছিলেন যাতে নির্যাতিতার মৃত্যু হয়। তাই আইনের ৬৬ ধারা অনুযায়ী আপনার কমপক্ষে ২৫ বছর বা আমৃত্যু কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ১০৩ (১) ধারায় মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা জরিমানা হতে পারে।'

সঞ্জয় বলতে থাকে, 'আমি গরিব, আমি এটা করিনি। যাঁরা করেছেন, তাঁদের কেন ধরা হচ্ছে না? এক আইপিএস সব জানে, তাঁকে কেন ছাড় দেওয়া হল?' বিচারক জানিয়ে দেন, সোমবার দুপুর ১২টায় সঞ্জয়ের বক্তব্য শুনে তারপর সাজা ঘোষণা করবেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (খুনের দিকে নিয়ে যাওয়া), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক।

রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এজলাসে কান্নায় ভেঙে পড়েন নির্যাতিতার বাবা-মা। মাইক হাতে বিচারকের উদ্দেশে তাঁরা বলেন, 'আমরা আপনার ওপর ভরসা করেছিলাম আপনি তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন।' শনিবার এজলাসে তিলধারণের জায়গা ছিল না। নির্যাতিতার বাবা-মা, আত্মীয়রা ছাড়াও ছিলেন বন্ধু, সহকর্মী ও কৌতূহলীরা।

বিচারক সবার কাছে সহযোগিতা চান। জানিয়ে দেন, সহযোগিতা না পেলে তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে রায় ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। এরপর তিনি নির্যাতিতার আইনজীবী অমর্ত্য দে ও রাজদীপ হালদারের কাছে জানতে চান, 'নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত কোনও স্থগিতাদেশ দিয়েছে কি না?' দুই আইনজীবীই জানান, সোমবার শীর্ষ আদালতে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি।

বিচারক তাঁর রায়ে নির্দিষ্ট কতগুলি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঘটনার দিন নির্যাতিতার অবস্থান, তাঁর ডিউটির সময়, ৮ অগাস্ট থেকে ৯ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁর অবস্থান, শেষ কখন কোথায় তাঁকে দেখা গিয়েছে, মৃত্যুর পরে তাঁকে প্রথম কে দেখতে পান, মৃত্যুর কারণ, ধর্ষণের প্রমাণ, দুষ্কর্মে একজন না একাধিক জন জড়িত, অভিযুক্তের টাওয়ার লোকেশন ইত্যাদি।

বুলেটে বদলা

প্রথম পাতার পর

এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। জাভেদের যুক্তি, 'পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার জন্যই বাধ্য হয়ে সাজ্জাক আলমের ওপর গুলি চালাতে হয়।' সেইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে আবারও এনকাউন্টার করা হবে। তাহলে কি আবদুলের দিকেই ইঙ্গিত দিলেন তিনি? তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে শ্রীপুর সীমান্তের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকা ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। 'লোকাল সোর্স' এবং মোবাইল ইন্টারসেপ্ট করে পুলিশ সাজ্জাক ও আবদুলের লোকেশন ট্র্যাক করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, আবদুল ও সাজ্জাক একসঙ্গেই শুক্রবার রাতে এলাকায় গোপন ডেরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দুজনেরই বাংলাদেশে পালানোর ছক ছিল। তারপরই বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এলাকা ঘেরাবন্দি করে ফেলা হয়। এনকাউন্টারের সময় আবদুল থাকলেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এদিন গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে জানা যায়, ভোররাতে সাজ্জাক ও আবদুলকে ঝাড়বাড়ি এলাকায় দেখা যায়। খবর মিলতেই পুলিশের শীর্ষকর্তাদের বিশাল টিম তাদের পিছু নেয়। পুলিশের নাগাল থেকে বাঁচতে দুই দুষ্কৃতী মেঠো পথ ও খানাখন্দ পেরিয়ে পালাতে শুরু করে। খবর মিলতেই বিশাল বাহিনী নিয়ে রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি এন সুধীরকুমার উলটো দিক থেকে কিচকটোলার দিকে এগোতে থাকেন।

ঝাড়বাড়ি থেকে কিচকটোলায় শেরওয়ানি নদীর ওপর থাকা সেতুর দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। পুলিশের দাবি, সাজ্জাক ও আবদুল সেতুর নীচে লুকিয়ে ছিল। ডিআইজির কনভয় পৌঁছাতেই তারা পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের ধরতে গেলে দুই দুষ্কৃতী এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে চালাতে নদীর পার বরাবর ফের ঝাড়বাড়ির দিকে যেতে উদ্যত হয়। সেইসময় তারা পাঁচ থেকে ছয় রাউন্ড গুলি চালায়। বাধ্য হয়ে পুলিশও তখন গুলি চালায়। সাজ্জাক গুলিবিদ্ধ হয়ে সেতু থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে নদীতে ঝাঁপ দেয়। পালিয়ে যায় আবদুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাজ্জাককে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে একটু বাদে তার মৃত্যু হয়।

এদিন দুপুর গড়াতেই আইজি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেই সময় পুলিশ আধিকারিকরা এনকাউন্টার স্পটে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করছিলেন। সেখানে সংবাদমাধ্যমকেও ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। সেতুতে দাঁড়িয়ে আইজি বলেন, 'ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলির খোল, মোবাইল ও অন্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। দুষ্কৃতীরা আত্মসমর্পণ না করে গুলি ছুড়তে থাকায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে।' পুলিশের কেউ কি জখম হয়েছেন? আবদুলই বা কোথায়? এই সমস্ত প্রশ্ন করা হলেও চুপ থেকেছেন আইজি। যা বলার কলকাতা থেকে বলা হবে বলে জানিয়ে দেন তিনি।

জাভেদ শামিম অবশ্য পরে যুক্তি দেন, 'এটা প্রথম এনকাউন্টার নয়। এর আগেও রাজ্যে বহু এনকাউন্টার হয়েছে। বিধাননগরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এনকাউন্টার করেছে। রানাঘাটে ডাকাতির সময় দুষ্কৃতীকে মারা হয়েছে। মালদায়ও ডাকাতদলকে এনকাউন্টার করা হয়েছে।' তিনি যখন দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন, তখনও তিনি নিজে এনকাউন্টারে গুলি চালিয়েছিলেন বলে জাভেদ জানান। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলার পুলিশ পেশাদার। তাঁরা জানেন আইন মেনে কখন, কোথায় গুলি করতে হয়। অপরাধীদের কোনও ছাড় নেই। প্রয়োজনে আবার এনকাউন্টার করা হবে।'

এদিন এনকাউন্টারের খবর চাউর হতেই লোধন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাজ্জাকের মৃতদেহ দেখতে ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। সাজ্জাকের গুলিতে গত ১৫ জানুয়ারি যে দুই পুলিশকর্মী জখম হয়েছিলেন তাঁদের তিনটি গুলি লেগেছিল। এদিন পুলিশের এনকাউন্টারেও সাজ্জাকের শরীরে তিনটি গুলি লেগেছে। গোটা এলাকা চষে এদিন সর্বত্রই চর্চার বিষয় ছিল 'বদলা'।

(তথ্য সহায়তা : নির্মল ঘোষ)

শ্লীলতাহানির

প্রথম পাতার পর

তবে খোঁজ করা হচ্ছে। ওই সিভিকের চাকরি যাওয়ার বিষয়টিও তাঁর কানে এসেছে বলে ওসি জানিয়েছেন।

জেলা পুলিশে কর্মরত সিভিকদের মধ্যে অনেকে বর্তমানে খুব সতর্ক। কেননা কয়েকদিনের মধ্যেই দুজন সিভিকের চাকরি গিয়েছে। আর যেভাবে সিভিকদের নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে সেগুলো নিয়ে লিখিত অভিযোগ হলে অন্যদেরও চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, অন্য পুলিশ কর্মীদের ক্ষেত্রে এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত আলাদা ধরনে হয়। পুলিশের অন্য কর্মী হলে এরকম কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠলে প্রথমে তাকে সাসপেন্ড করা হত। তবে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের জন্য নিয়ম অন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়।

পাশে বিধায়ক

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : কিছু প্রয়োজনীয় নথিপত্রে স্বাক্ষর করানোর দরকার ছিল কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা শিউলি সরকারের। পরিচিতদের থেকে জানতে পেরেছিলেন, শনিবার কামাখ্যাগুড়িতে দেখা মিলতে পারে বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের। সেইমতো রাস্তাতেই দেখা মেলে বিধায়কের। আর উত্তর পারোকাটার সেই তরুণীর অনুরোধ ফেলতে পারেননি মনোজ। তাঁর কাগজপত্রে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর করে দেন তিনি। এভাবে হাতের কাছে বিধায়ককে পেয়ে যাবেন, ঘটনার পরেও তা ভাবতে পারছেন না শিউলি। আর কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজ বলছেন, 'আমি একজন জনপ্রতিনিধি। জনগণের প্রয়োজনে সব সময় তাঁদের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। আমার নৈতিক দায়িত্ব।'

দুয়ারে সরকার

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকায় হবে নবম দুয়ারে সরকার শিবির। চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৪ জানুয়ারি ১, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে সূর্যনগর আরআর প্রাইমারি স্কুলে, ২৫ জানুয়ারি ৩ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ২৭ জানুয়ারি ৪, ১৭ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে পলিটেকনিক কলেজে, ২৮ জানুয়ারি ১২ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে, ২৯ জানুয়ারি ৭ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে, ৩০ জানুয়ারি ৫, ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে আলিপুরদুয়ার হিন্দি হাইস্কুলে, ৩১ জানুয়ারি ২, ৬ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে মহিলা কলেজে, ১ ফেব্রুয়ারি ১০ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে জেলা পরিষদ বাজারে হবে শিবির।

চা শিল্পে নয়া দিগন্ত ন্যানো পার্টিকল প্রয়োগ

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : দাম বেড়েছে দুই শতাংশ হারে। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির হার ১০ থেকে ১২ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে ধুঁকতে থাকা চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে পরিকাঠামোগত পুনর্গঠনের কথা উঠে এল ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার (ডিবিআইটিএ) ১৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায়। শনিবার বিন্নাগুড়ির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে আয়োজিত ওই সভা থেকে চা বাগানে বিকল্প আয়ের নানা পন্থার ওপরও বিশদে আলোচনা হয়েছে। উঠে আসে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা। চায়ে সঞ্চিত কার্বনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা (১০ ন্যানো মিটারের কম) যে বিকল্প আয়ের ক্ষেত্রে নয়া দিশা দেখাতে পারে এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সভায় উপস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সোনালি রায় বর্জ্য চায়ে প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত কার্বনের অতি ক্ষুদ্র কণার ওপর তাঁদের নয়া গবেষণার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্য নানা উৎস থেকে ১০ ন্যানো মিটারের কম আয়তনের যতটা অতি ক্ষুদ্র কার্বন কণা মেলে, চা বর্জ্য থেকে প্রাপ্ত সেই পরিমাণ অনেক বেশি। শতাংশের হিসাবে ৪০ শতাংশ। এই কার্বনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু বা ন্যানো পার্টিকল-এর প্রয়োগ বহুবিধ। যা আয়ের একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলেই আমাদের ধারণা।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বিজ্ঞান বিভাগ জানাচ্ছে, চা তৈরির পর কিংবা অন্যভাবেও যে অংশ অবশিষ্ট হিসেবে পড়ে থাকে তা চা বর্জ্য বা টি ওয়েস্ট নামে পরিচিত। তা থেকে কার্বন কোয়ান্টাম ডট প্রযুক্তির ব্যবহার করে তৈরি চায়ে নানা ধরনের রাসায়নিকের অস্তিত্ব আছে কি না বোঝা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, কার্বন ন্যানো পার্টিকল জৈব ওষুধ, জৈব সেন্সর, শুষ্ক সৌর কোষ, জৈব সৌর কোষ, সুপার ক্যাপাসিটার, আলো বা লাইট তৈরি করতে পারে এমন যন্ত্র, অনুঘটক, রাসায়নিক সেন্সর তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিতও হয়েছে। চা বিশেষজ্ঞরা এদিন মাটি পরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। ফ্যাক্টরির রোলার, ড্রায়ারের মতো যন্ত্র চালাতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার করে খরচ কমানোর পরামর্শও তাঁরা দেন। উঠে আসে শ্রমনিবিড় শিল্প হিসেবে চা শিল্পেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) আরও বেশি ব্যবহারের কথা।

ডিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যানের প্রতিবেদনে চায়ের দামের লাগাতার পতনের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের কথা প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে ডুয়ার্স-তরাই সহ উত্তর ভারতের উৎপাদিত সিটিসি ও গুঁড়ো চায়ের শতকরা ৩৩ শতাংশ নিলামে কিলোপ্রতি ১৭৫ টাকার কমে বিক্রি হচ্ছে। ২০০ টাকার কমে বিক্রি হচ্ছে শতকরা ৪৯ শতাংশ। ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রের চা বাগানগুলির উৎপাদন খরচই উঠে আসছে না বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়। ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা-ও যাতে রপ্তানি করা যেতে পারে সেজন্য আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড তৈরির ওপরও সওয়াল করা হয়। বদলে যাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন গত দু'বছর ধরে ডুয়ার্সের চা শিল্পের ওপর যে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে, তা ক্রমশ কমতে থাকা উৎপাদনের তথ্য পেশ করা হয়। বর্তমানে বাগানগুলিতে শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি যে নতুন সংকট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উঠে আসে সেকথাও। কোথাও এই অনুপস্থিতি ৬০ শতাংশও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে দাবি। আইটিএ'র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'অনুপস্থিত শ্রমিকের স্থানে অন্য কাউকে কাজে নেওয়া হলেও বস্তুগত সুযোগসুবিধা কিন্তু বাগানগুলিকে দুজনের পরিবারকেই দিতে হচ্ছে। খরচ বেড়ে যাওয়ার এটাও একটি অন্যতম কারণ।' ডিবিআইটিএ'র চেয়ারম্যান ত্রিযোগী নারায়ণ পান্ডের কথায়, তরুণ প্রজন্মকে চা পানে আরও উদ্বুদ্ধ করা না গেলে চাহিদা বাড়ানো সম্ভব নয়।

> কার্বনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু বা ন্যানো পার্টিকল-এর প্রয়োগ আয়ের একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে ধারণা।
>
> **ডঃ সোনালি রায়** বিভাগের প্রধান
> চা বিজ্ঞান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রংদার রোববার

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তেরো

১৪ নিবন্ধ : রূপেন্দু দাস

১৫ ছোটগল্প সুভান
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, রেবা সরকার, সুদীপ চৌধুরী, মাধবী দাস, অপর্ণা বিশ্বাস মজুমদার, সাহানুর হক ও বর্ণালী দাসকুণ্ডু

নচিকেতা ১০০

হিট গানের নিরিখে বাংলা ছবির সফলতম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। তাঁর সঙ্গে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জুটিতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য সুপারহিট গান। গৌরীপ্রসন্নের শতবর্ষ হল গত ডিসেম্বরে। নচিকেতার শতবর্ষ এই জানুয়ারির ২৮ তারিখ। এবার প্রচ্ছদে সেই স্মরণীয় সুরকার।

সোনার জুটিতে লুটি

অলক রায়চৌধুরী

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত নির্মলা মিশ্র স্বচক্ষে দেখলেন কিংবদন্তি গায়ক বেচু দত্তর গান কেউ শুনতে চাইছেন না। শিল্পীর এই অপমান সহ্য হয়নি নির্মলাদির। বেদনার্ত হৃদয়ে লিখে ফেললেন কয়েকটি পংক্তি 'যেদিন আমার গান ফুরাবে সবাই সেদিন ভুলবে মোরে / ব্যথায় ভরা দিনগুলি মোর কাটবে সেদিন কেমন করে?'

লেখা নিয়ে নচিকেতা ঘোষের বাড়িতে গিয়ে দেখেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার হাজির সেখানে। নির্মলাদির কাছে ঘটনা জেনে এবং সেই চার লাইনের কবিতা ধরে গৌরীপ্রসন্ন লিখে ফেললেন অবিস্মরণীয় বেসিক গানখানি, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'। সুর বসালেন নচিকেতা। শুধু নির্মলা মিশ্রকে দিয়েই নয়, প্রতিবেশী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়েও বারবার গাওয়ালেন সে গান। তারপরে দরবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এ তো গেল বেসিক গানের কথা। ছায়াছবির গানে শতবর্ষের এই গৌরী-নচিকেতা জুটি কয়েক দশক জুড়ে কতটা সাড়া জাগিয়েছেন, একবার দেখে নেওয়া যাক তা।

১৯৫৩ থেকে ১৯৮৪, একত্রিশ বছরে পঞ্চাশটির মতো বাংলা ছবিতে একত্রে কাজ করেছে এই জুটি। সংখ্যায় তো বটেই, গুণমানেও ছবির গানে আর কোনও জুটি এই কলাকৃতিকে টেক্কা দিতে পারেননি। সেখানে বড় অস্ত্র বৈচিত্র্য। সবচেয়ে বড় কথা, সুর এবং কথার নির্মাণ অনেক সময়েই যে একসঙ্গে বসে হয়েছে, গান শুনলেই বোঝা যায় তা। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন সৃষ্টিশীল আড্ডার সেইসব দিবসরজনীর কথা।

গৌরীবাবু সর্বদা জুড়ে থাকতেন নচিকেতার সঙ্গে। এই প্রতিবেদকের মনে আছে, নীতা সেনের বাড়িতে বসে একবার স্মৃতিচারণও করেছিলেন সেই সময়ের। উত্তমকুমারের লিপে মান্নাবাবুর গান, কথা আর সুরের সারথি গৌরীপ্রসন্ন এবং নচিকেতা। কেউ কাউকে একচুল ছাড়তেন না, যতক্ষণ না পারফেক্ট হচ্ছে সবকিছু। ঝগড়াও বেঁধেছে সে কারণে। সন্ন্যাসী রাজার গান নিয়ে ওঁদের ভাবনায় উত্তমকুমারের অংশগ্রহণ, অভিনয়ে গানে প্রাণ কীভাবে আসবে, তা দেখতে স্টুডিও সেটে হাজির হয়ে যেতেন নচিকেতা। শরীরের ডাক্তার তখন গানের সার্জন। ডাক্তারি ছেড়ে গান ধরেছেন নচিকেতা, সাথি গৌরীপ্রসন্ন।

ছবির সেই সব গান এক কলি করে লিখলেই আর কিছু লেখার দরকার পড়ে না। বরং কয়েকটি ছবির নামোল্লেখ করা যাক। অর্ধাঙ্গিনী, ত্রিযামা, ভানু পেলো লটারি, ইন্দ্রাণী, চাওয়া পাওয়া, পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট, ক্ষুধা, ছোট্ট জিজ্ঞাসা, চিরদিনের, শেষ থেকে শুরু, বিলম্বিত লয়, নিশিপদ্ম, ধন্যি মেয়ে, ফরিয়াদ, স্ত্রী, মৌচাক, কাজললতা, স্বয়ংসিদ্ধা, সন্ন্যাসী রাজা.... এ তালিকা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। কী পরিমাণ মেধা আর মনন থাকলে এতগুলি ছবিতে নিজেদের নাম সিলমোহরের মতো প্রোজ্জ্বল রাখা যায়, দেখিয়ে দিয়েছেন ওঁরা। ইন্দ্রাণী ছবি হিসেবে আহামরি হয়নি, দর্শক আনুকূল্য পায়নি, কিন্তু গান সুপারহিট। ছবির বাইরে আলাদা করে গান মনে রাখতে বাধ্য করেছেন যুগল স্রষ্টা, এ বড় কম কথা নয়।

নিরীক্ষাগুলিও অসামান্য। '৬৯-এর 'চিরদিনের' ছবির কথাই ধরা যাক। 'তুমি আমার চিরদিনের', 'মানুষ খুন হলে পরে', 'ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল', 'লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে',-- চার গোত্রের চারটি গান। মানুষ খুন-এ ভজনের তন্ময়তা যেমন আশ্চর্য কুশলতায় ধরেছেন, 'ফুল পাখি'-তে কীর্তনের মেজাজ সতর্ক শ্রোতার কান এড়ায় না। 'তুমি আমার চিরদিনের' বা 'লাল নীল সবুজেরই'-তে কাব্যগীতিতে অবগাহন, শরীরে যার সাগরপারের সুরস্থাপত্য। সে শরীর থেকে গৌরীপ্রসন্ন বা নচিকেতাকে আলাদা করা যায় না।

ছায়াছবির গল্পের ভেতরেই অবিচ্ছেদ্য হয়ে রয়ে যান তাঁরা। সন্ন্যাসী রাজা-য় (১৯৭৫) 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও' সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গে ঘাটে মাঠের জলসায় অটোমেটিক চয়েস ছিল প্রকাশকামী শিল্পীর কণ্ঠে। গাইতেই হবে। এমন দু'-চারখানি গান গাওয়ার জন্য ডজন খানেক মান্নাকণ্ঠী কপি সিংগার তৈরি হয়ে গেল।

রেডিওতে নাম বলে না, অনুষ্ঠানে শিল্পীরাও জানাতেন না কাদের সুর বা কথায় তাঁদের কণ্ঠে লালিত হয়েছে এই গান-- কিন্তু সুররসিক জেনে যান 'আমার পদ্মপাতায় পাঁক লাগে না, কলঙ্ক পাঁক যতই ঘাঁটি'-তে মান্নাবাবু কণ্ঠ দিয়েছেন গৌরীপ্রসন্ন, নচিকেতার সাজানো বাগিচায়, যার তালাধ্যায়ে আছেন রাধুবাবু, রাধাকান্ত নন্দী। সরকারি বেসরকারি পুরস্কার বা স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করেই এই সৃজন, ওঁদের জন্মের শতবর্ষে মানুষ একচুলও ভুলল না। ভুলবে কী করে? সুধীন দাশগুপ্ত আর নচিকেতা ঘোষ সার বুঝেছিলেন, লোকসুর দিয়ে শ্রোতার মনে ঢুকতে হবে আগে। 'আমি আঙুল কাটিয়া' থেকে শুরু করে 'মালতী ভ্রমরে', 'পাগলা গারদ কোথায় আছে'-- ইত্যাদি মনোরঞ্জক সুরে সাধারণ শ্রোতাকে মুঠিবদ্ধ করে নিয়েছেন ওঁরা লোকসুরের প্রশ্রয়ে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

আমার গানের স্বরলিপি

আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে

বৈচিত্র্যের বিকাশের অন্য নাম

শান্তনু বসু

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় এমন কিছু মানুষ জন্মেছেন, পরবর্তী সময়ে বাংলা সাংস্কৃতিক জগতে যাঁরা দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছেন। নচিকেতা ঘোষ তাঁদেরই একজন। সুরকার হিসেবে তিনি এত বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন, যার সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে হয়তো একটা গোটা খবরের কাগজ জুড়ে লিখলেও শেষ হবে না।

(১)

আজকের এই আলোচনার প্রথমেই নচিকেতা ঘোষের সৃষ্টি সৌজন্যের যে দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা করব, সেটি হ'ল শিল্পী অনুযায়ী ওঁর গান নির্বাচন বা গান তৈরি করবার অনন্য ক্ষমতা। সংগীত জগতে প্রায় তিন দশকের উপর কাজ করবার পরে এবং নিজে সুরের কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি যে, কোন গান কাকে দিয়ে গাওয়ালে ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যাবে সেটা নির্ধারণ করাটা একজন সংগীতকারের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং এই কাজটি সুরকার নচিকেতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এবং সফলভাবে সারা জীবন ধরে করে গেছেন।

সত্তরের দশকের ছবি 'সন্ন্যাসীরাজা'। ছবির নায়ক উত্তমকুমার। সুরকার নচিকেতা। সেই সময় উত্তমের লিপের সব গান মান্না গাইছেন। এই ছবিতেও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। ছবির হিরো উত্তমকুমার জমিদারের রোল করছেন। ছবিতে দেখছি সেই জমিদার শুধুমাত্র সংগীতরসিক নন, সুগায়কও বটে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যার মজলিশ জমে উঠছে জমিদারবাবুর নিজের গানে। সেইসব মজলিশি মেজাজের গান মান্না দে'কে ভেবেই তৈরি করেছেন সুরকার। কারণ সেইসব গানে একদিকে যেমন ছিল ভারতীয় রাগসংগীতের ঠুংরির মেজাজ, অন্যদিকে ছিল ছায়াছবির উপযুক্ত উপস্থাপনা। এ কথা অনস্বীকার্য যে রাগাশ্রিত বা ক্ল্যাসিকাল অঙ্গের গানকে আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে মান্না দে যেভাবে গেয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। আর তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা পাই সন্ন্যাসীরাজা ছবির 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও', থেকে শুরু করে 'ভালোবাসার আগুন জ্বালাও', 'ঘর সংসার সবাই তো চায়' প্রমুখ সব গানে। প্রতিটি গানই এক একটি হীরক খণ্ড।

আশ্চর্যের বিষয় হল এই সমস্ত গানই ছিল ছবির প্রথমার্ধে অর্থাৎ 'বিশ্রাম'-এর আগে। 'বিশ্রাম'-এর পরে ছবির নাটকীয়তায় আমরা দেখি গ্রামের মানুষ তখন জানেন যে জমিদার মৃত। এমন সময় পর্দায় দেখা যায় গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর ধার দিয়ে দূর থেকে কয়েকজন অনুজ সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ কেশযুক্ত ঋজু লম্বা একজন সাধু গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দেবকণ্ঠ মারফত ভেসে আসছে শঙ্করাচার্য রচিত শ্লোক 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রহঃ, সংসারহয়ম অতীববিচিত্রহঃ'।

আজকের প্রেক্ষিতেও এক অসামান্য দৃশ্যকল্প।

সারা ছবিতে তিনি ব্যবহার করলেন মান্না দে'র গায়ন শৈলীর বিশেষ দক্ষতাকে। কিন্তু যখনই গাম্ভীর্যের ব্যাপার এল তখনই তিনি ডাকলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। কেন? মান্না দে কি ওই স্তোত্রটা গাইতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন। কিন্তু তিনি নচিকেতা ঘোষ। তিনি সবসময় সেরা ফলের প্রত্যাশা পূরণের তাগিদে কাজ করে গেছেন।

হেমন্ত ও মান্না, দুজন শিল্পীই ছিলেন নচিকেতার অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে দুজনকেই তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে করে দুজনেরই শ্রেষ্ঠত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক আমরা পেয়েছি। এক্ষেত্রেও সংবেদনশীল সুরকার হিসেবে নচিকেতা অনুভব করেছিলেন যে ওই স্তোত্রের সিচ্যুয়েশানে গায়কের দক্ষতার থেকেও গায়কের কণ্ঠের চরিত্রের গান্ধর্ব প্রতিভা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ বা ইম্পালসিভ করে তুলবে সমগ্র সিচ্যুয়েশনকে। ভাবনা যে একেবারে অব্যর্থ ছিল, এখন আর তা বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না।

(২)

এবারে আসি নচিকেতার আর একটি বিশেষ দিকের আলোচনায়। সেটি হল সুরকার হিসেবে তাঁর আত্মবিশ্বাস। গল্পটি প্রখ্যাত শিল্পী নির্মলা মিশ্রের কাছ থেকে শোনা।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কাহারবা নয়, দাদরা বাজাও

ষোলোআনা বাঙালিয়ানা

সুপর্ণকান্তি ঘোষ

প্রশ্নটা করলেন এক পরিচিত সাংবাদিক। আপনার মতে নচিকেতা ঘোষের সুর করা সেরা আধুনিক ও ছায়াছবির ১৬টি গান কী কী হতে পারে? ষোলোআনা বাঙালিয়ানার প্রেক্ষাপটে ১৬ গান বাছা।

তালিকা বানানোর জন্য একদিন সময় নিলাম। সেটা বানানোর পরেও অনেক দ্বিধা। এই গান নেব, না অন্য গান?

এত অজস্র সুপারহিট গান তৈরি করেছেন বাবা, সেরা ৩২ গান বাছা খুব কঠিন কাজ। ভাবতে ভাবতে মাথায় এল একটা কথা। বাবার খুব বন্ধু ছিলেন স্বর্ণযুগের বিখ্যাত গীতিকাররা। কতবার যে বাবা তাঁদের একটা লাইন বলে দিয়েছেন। গীতিকাররা লিখেছেন বাকি অংশ। সে গান হয়ে উঠেছে চিরদিনের গান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলে দিতেন গানের প্রথম লাইন।

লিখতে লিখতে মনে পড়ে এমন কিছু লাইন, যা বাবার মাথায় এসেছিল প্রথমে। যদি কাগজে লিখো নাম, সে নাম ছিঁড়ে যাবে। মুকুটটা তো পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই। এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না, যাতে মুক্তো আছে। বা সেই চোখ সিনেমার গান-- হিরের আংটি আবার বাঁকা।

অনেক কষ্টে, ভেবে চিন্তে তালিকা বানালাম। সব গায়ককে রাখার চেষ্টাও আছে। এটা কিন্তু মোটেই রেটিংয়ের ভিত্তিতে এক, দুই করে লিখছি না। ছায়াছবি ও আধুনিক গানের ১৬টি করে তালিকা বানালাম।

ছায়াছবি

হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা (মান্না দে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
কাহারবা নয়, দাদরা বাজাও (মান্না দে)
ভালোবাসার আগুন জ্বালাও (মান্না দে)
ঘর সংসার সবাই তো চায় (মান্না দে)
কত না নদীর জন্ম হয় (মান্না দে)
নিশিরাত বাঁকা চাঁদ (গীতা দত্ত)
সূর্য ডোবার পালা (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
মৌবনে আজ মৌ জমেছে (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
পূর্ণিমা নয় এ যে (লতা মঙ্গেশকর)
যা যা বেহায়া পাখি (আরতি মুখোপাধ্যায়)
নীড় ছোট ক্ষতি নেই (গীতা দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
আমার সকল সোনা মলিন হল (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)
আলো আর আলো দিয়ে (আশা ভোঁসলে)
আমার এই ছোট্ট ঝুলি (শ্যামল মিত্র)
নদীর যেমন ঝরনা আছে (আরতি মুখোপাধ্যায়)
শুনেছি প্রজাপতি গায়ে বসলে (স্বপ্না দাশগুপ্ত)

আধুনিক গান

আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে (মান্না দে)
যদি কাগজে লেখো নাম (মান্না দে)
আমার গানের স্বরলিপি (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
মেঘ কালো আকাশ কালো (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
বনে নয়, মনে মোর (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)
চলো রীনা ক্যাসুরিনা (তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
এক তাজমহল গড়ো (পিন্টু ভট্টাচার্য)
আবার দুজনে দেখা (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়)
এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে (আরতি মুখোপাধ্যায়)
তোমার আমার প্রথম দেখা (মাধুরী চট্টোপাধ্যায়)
মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে (প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়)
ও আমার ছোট্ট পাখি (আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়)
কাগজের ফুল বলে (নির্মলা মিশ্র)
আঁধারে লেখে গান (সবিতা চৌধুরী)
ও কালো কোকিল (ইলা বসু)
ওই লাল গোলাপটা দাও না আমায় (ললিতা ধরচৌধুরী)

আরডি বর্মন একবার আমায় বলেছিলেন, 'বাংলায় সেই অর্থে দুজন মিউজিক ডিরেক্টর আছেন। তোমার বাবা আর আমার বাবা'। কেন বলেছিলেন, তখন বুঝতে পারিনি ভালোভাবে। এখন মাঝে মাঝেই বাবার বৈচিত্র্যময় সুরের কথা মনে পড়লে পঞ্চমদার কথা মনে হয়। কত রকম মোচড় ছিল গানে। এক একটা গান, এক এরকম সুর। মানুষটা সব হিসেবের বাইরে ছিলেন। মাকে হয়তো কোনও সকালে বলে গেলেন, বাঙালি রান্না করো, খাব। রাতে এসে নিজেই মা আর আমাদের নিয়ে গেলেন পার্ক স্ট্রিটে চিনা খাবার খেতে।

উত্তমকুমারের 'চিরদিনের' ছবিতে তবলা বাজানোর জন্য বাবা আনিয়েছিলেন কিংবদন্তি তবলিয়া শামতাপ্রসাদকে। অভিনয়ও করেছিলেন তবলিয়া হিসেবে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

গানের সোনালি চতুর্ভুজ

অভীক চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা গানের জগতে যাঁদের অননুমেয় সুরকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তার মধ্যে নচিকেতা ঘোষ হলেন অন্যতম। বাংলা গানের জগতে অনুমানের অসাধ্য সুরসৃষ্টির ব্যাপারে, তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে নাম করা যায় সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ও অনুপম ঘটকের। বাকি দুজনের মতোই নচিকেতা সুরারোপিত একাধিক গানকে পাশাপাশি রাখলে, বিস্ময় জাগে, তা একই সুরকারের সৃষ্টি ভেবে! তবে নচিকেতার কাজের সংখ্যা অন্য দুই কিংবদন্তির তুলনায় বেশি এবং অবশ্যই নিজস্বতায় ভরা। যা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনায়। অনেক উদাহরণ এ বিষয়ে দেওয়া যায়। যা এক অন্য আলোচনার বিষয়। আমরা বরং নজর দিই একটি বিশেষ দিকে।

যে ১৯৫০-এর দশকে সংগীত পরিচালক নচিকেতার উত্থান, সেই সময় আধুনিক এবং ছায়াছবির গান টগবগে যৌবনে উপনীত। ঝাঁকে ঝাঁকে অসামান্য প্রতিভাবান গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-গায়িকাদের মাধ্যমে একের পর এক গান মাতিয়ে চলেছে বাংলার চরাচর। এর মধ্যে নচিকেতার সুরপ্রতিভার বিচ্ছুরণ, নিজেকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করল। ১৯৫০ দশক থেকে ১৯৭০ দশকের শেষ অবধি বাংলার প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পীর একাধিক গান জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর সুরে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান দুই পুরুষ-কণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। নচিকেতা-সৃজনে এঁদের প্রায় সব গানই বাংলা গানের জগতে একেকটি মাইলস্টোন। যা আজও সজীব শ্রোতা-হৃদয়ে। তবে এই দুই কিংবদন্তিই বেসিক আধুনিক গানের তুলনায় এই সুরকারের সুরে ছায়াছবিতে বেশি গেয়েছেন। সেখানে অধিকাংশ গান কিন্তু লেখা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের।

নচিকেতা ঘোষের সুরে হেমন্ত-কণ্ঠ প্রথমবার মুখরিত হয় ১৯৫৬ সালে 'অসমাপ্ত' ছবিতে 'কান্দো কেনে মন রে...' গানে। লোকসংগীতের আঙ্গিকে অভিনব কম্পোজিশন! প্রসঙ্গত, নচিকেতার কাছে অনুমতি নিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, এই সুরে তাঁর সুরারোপিত মারাঠি ছবি 'নায়কিনিয়া সাজ্জা' (১৯৫৭)-তে লতা মঙ্গেশকর ও সমবেত কণ্ঠের সহযোগে গেয়েছিলেন 'তাণ্ডা চলে চলে রে...'। এর পর চলল যুগলের জয়যাত্রা। উত্তম-ঠোঁটে 'পৃথিবী আমারে চায়' (১৯৫৭) ছবিতে দুটি অভাবনীয় কম্পোজিশন, 'ঘরের বাঁধন ছেড়েই যদি...' ও 'দূরের মানুষ কাছে এসো...'। মহানায়কেরই লিপে 'বন্ধু' (১৯৫৮) ছবির 'মৌ বনে আজ মৌ জমেছে...' এবং 'মালতী ভ্রমরে...' কি ভোলা যায়। সম্পূর্ণ দুই বিপরীত চলনের কম্পোজিশন। জটিল স্ক্যানিং। কিন্তু সবমিলিয়ে মন ভরানো।

শাস্ত্রীয় গানের ছোঁয়া মাখানো দ্বিতীয় গানটি প্রথমে হেমন্ত গাইতে চাননি। নচিকেতার জোরাজুরিতে গাইলেন। আর তার ফলে কী হল, তা নতুন করে বলা মানে বোকামি। এর পর 'ইন্দ্রাণী' (১৯৫৮)। চিরজনপ্রিয় জুটি উত্তম-সুচিত্রার ছবি। হেমন্ত-র একক কণ্ঠে 'সূর্য ডোবার পালা...' ও গীতা দত্তের সঙ্গে 'নীড় ছোটো ক্ষতি নেই...' গানের সুরে যেমন প্রেমের বন্যা, তেমনি হেমন্তরই গাওয়া 'ভাঙরে ভাঙরে ভাঙ...' গানের কম্পোজিশনে গণসংগীতের আভাস। 'চাওয়া পাওয়া' (১৯৫৯) ছবিতে সুচিত্রা-ঠোঁটে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব রোমান্টিক গানের পরেই হেমন্ত-কণ্ঠে উত্তম গেয়ে ওঠেন 'যদি ভাবো এ তো খেলা নয়...'। তালছাড়া গানটি যেন প্রেমময় বাতাসে ভেসে চলা সুররচনার মধ্যে দিয়ে গিয়ে শিল্পীর অপরূপ কণ্ঠে মূর্ত হয় এবং নায়িকার গানের প্রত্যুত্তর হয়ে ওঠে। এভাবেই 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' (১৯৫৯) 'হাত বাড়ালেই বন্ধু' (১৯৬০), 'ধন্যি মেয়ে' (১৯৭১) ইত্যাদি ছবিতে নচিকেতা-হেমন্ত উৎপাদিত জনপ্রিয় গানের একাধিক অসামান্য নজির রয়েছে। ১৯৭২ সালে 'স্ত্রী' ছবিতে একক কণ্ঠে গাইলেন 'খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার...' ও 'সাক্ষী থাকুক ঝরাপাতা...'।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা

নিবন্ধ

জ্যোতিভূষণ চাকী ১০০

যন্ত্রণা এবং হাসি

রূপেন্দু দাস

কোনও এক সন্ধ্যায় বন্ধুসমা প্রকৃতি এবং সংসারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দু'কলি শুনিয়ে – 'আরো আঘাত সইবে আমার/ সইবে আমারো।'

বাংলা আকাদেমির একতলার ঘরে বসে একমনে কাজ করছেন। পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। ভিতরে গিয়ে বসতে একজনকে দুটো চা দিয়ে যেতে বললেন। যথারীতি চা এল। চা খেতে খেতে কথা। আচমকা কাপ থেকে চা চলকে পাঞ্জাবিতে পড়ে গেল।

হাত দিয়ে সেই চা তুলতে তুলতে বললেন – 'কপাল ভালো। এটা বাংলা আকাদেমির চা'। বুঝতে অসুবিধে হল না কী বলতে চাইলেন। উনি বোঝাতে চাইলেন, এই চা বাংলা আকাদেমির। তাই কাপড়ে দাগ লাগার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এমন রসিক মানুষটি জ্যোতিভূষণ চাকী। বেঁচে থাকলে এবারই তাঁর একশো বছর হত। কলকাতার জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউটে পড়ার সুবাদে স্যরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ক্লাস নাইনে ওঠার পর দরকার হয় বাংলা ও ইংরেজির একজন মাস্টারমশাইয়ের। খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি। স্কুলেই তো রয়েছেন। ১৯৮৮ সালে কোনও এক সকালে চলে গেলাম ৮১, কাঁকুলিয়া রোডের তিনতলায় স্যরের বাড়িতে। পশ্চিমমুখ চওড়া বারান্দার কাঠের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে রয়েছেন। দু'পাশে পড়ুয়ারা।

পাণ্ডিত্য অনেকেরই থাকে। কিন্তু তা সহজসরল ভাষায় সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরার কৌশল সকলে জানে না। জ্যোতিভূষণ একদিকে ভাষাবিদ, অন্যদিকে তিনি আবার ভাষাতাত্ত্বিক। অধিকাংশ ভাষাবিদ ভাষাতাত্ত্বিক নন। আবার ভাষাতাত্ত্বিক বহু ভাষা নাও জানতে পারেন। কিন্তু জ্যোতিভূষণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রমী অন্যদিক থেকেও। খুব কঠিন বিষয়কে খুব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

পরীক্ষার পাঠ চুকেবুকে যাওয়ার পরেও স্যরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ছুটির দিন সন্ধ্যা হলেও আর পাঁচজনের মতো আমারও ঠিকানা হয়ে উঠত কাঁকুলিয়া রোডের ওই তিনতলা বাড়ি। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হত। তাই, মানুষটাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। শুনেছিলাম বহু অজানা কথা।

জীবনের শেষবেলায় অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছিল সবার প্রিয় জ্যোতিভূষণকে। স্ত্রী প্রকৃতি আক্রান্ত হন অ্যালজাইমারসে। চেনা মানুষ তখন তাঁর কাছে অচেনা-অজানা হয়ে উঠেছিল। এমনকি নিজের জীবনসঙ্গীকেও তিনি চিনতে পারতেন না। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন প্রকৃতি। নিজের হাতে খেতে পারতেন না। কখনও স্যর তাঁকে খাইয়ে দিতেন। কখনও আয়ার হাতে স্ত্রীকে খেতে হত। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী বিছানা। পাশে থাকতেন কখনও আয়া, কখনও স্যর।

শেষজীবনে জীবনসঙ্গী সকরুণ অবস্থা তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিত। মাঝেমধ্যেই বলতেন সেই যন্ত্রণার কথা। স্যরের সংগ্রহে ছিল পাঁচশো অভিধান। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য, নিজের অর্থকষ্টকে প্রশমিত করতে স্যরকে সেই বই বিক্রি করে দিতে হয়েছে। বিক্রি করেছিলেন 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিওন' বইটির সবক'টি পর্ব। এছাড়াও আর কত দামি বই বিক্রি তিনি বিক্রি করেছিলেন, তার কোনও হিসেব নেই। বই বিক্রি করে খুব বেশি টাকা পাওয়া যায় না। বইওয়ালারাও ঝোপ বুঝে কোপ মারেন।

চোখমুখ দেখলে বুঝতে পারেন, কে যেভাবে হোক বই বিক্রি করবে। যে বই কিনেছেন ৪০০ টাকায়, সেই বই বিক্রি করে অর্ধেক দাম তো পাওয়া যাবে না। মেরেকেটে খুব দয়া হলে ১৫০ টাকা। যন্ত্রণায় দীর্ণ প্রকৃতিও একসময় তাঁকে ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে যান। স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি একা এবং একা। জীবনের শেষ দিন তিনি হয়ে উঠেছিলেন একাচারী। প্রিয়জন এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

একদিন বারান্দায় কাঠের চেয়ারটায় বসে মনের কষ্ট বুকে চেপে শুনিয়েছিলেন বই বিক্রির করুণ কাহিনী। কেন বিক্রি করেছিলেন সেটা সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সংসারের চাপ, এর-তার দাবি পূরণ করা। কারও দাবি পূরণ করতে না পারলে তার আবার মুখ ভার। কোনও এক অজনা কারণে স্যর পেনশন পাননি। ছাত্র পড়িয়ে, বাংলা আকাদেমিতে কাজ করার সুবাদে সংসার একপ্রকার চলে যাচ্ছিল। পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি।

কোনও এক সন্ধ্যায় বন্ধুসমা প্রকৃতি এবং সংসারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দু'কলি শুনিয়ে – 'আরো আঘাত সইবে আমার/ সইবে আমারো/ আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝংকারো/ যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে/ বাজেনি তা চরম তানে/ নিঠুর মূর্ছনায় যে গানে/ মূর্তি সঞ্চারো। স্ত্রীকে কতটা ভালোবাসতেন, তা জানাতে গিয়ে শুনিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্ধকারে' কবিতার এই কয়েকটি লাইন – 'তুমি এসেছিলে চিহ্ন পাই প্রিয়, পথ জুড়ে অন্ধকারে বেজে ওঠে 'যাই' চেয়ে দেখি, কেহ কোথা নাই তৃণে ও অঙ্কুরে।'

বাংলা আকাদেমি থেকে অবসরের পর জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই কোনও আমন্ত্রণ এলে ফেরত পাঠাতেন না। চলে যেতেন। জানতেন, গেলেই কিছু পারিশ্রমিক জুটবে। দুঃখ করে একবারে বলেছিলেন, 'এখন এই সব উঞ্ছবৃত্তি না করলেই নয়।' কালি আর কলমকে যে মানুষটা মনে প্রাণে ভালোবেসেছিলেন, পড়ন্ত বেলায় সেই লেখাকে তিনি বলছিলেন 'ফাইফরমাশের কাজ'।

এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে চললেও সর্বদা হাসিমুখ। স্কুল থেকে পেনশন না পাওয়ায় কঠিন হয়ে পড়ে জীবন। স্কুলের যে সব মাস্টারমশাইরা অবসরজীবন কিছুটা হলেও স্বচ্ছন্দে চলছিল, জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে ঠিক উলটো। সকালে পড়াতে পড়াতে বেশ কয়েকবার চা। স্নান করে খেয়ে দেয়ে টু-বি বাস ধরে রবীন্দ্রসদনে নেমে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে বাংলা আকাদেমিতে। বিকেল ৫টা-সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে কোনওরকমে বাসে উঠে বালিগঞ্জে নেমে আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরা। সন্ধ্যায় আকাদেমি বা অন্য কোনও জায়গায় আলোচনা সভা থাকলে সেখানে চলে যাওয়া। বাড়ি ফিরে অসুস্থ স্ত্রীর খোঁজ নিয়ে ফের কাজে বসা।

বেশ কিছুদিন বাদে উপলব্ধি করি, পাঞ্জাবিতে চা পড়ে যাওয়া নিয়ে কেন এমন রসিকতা করেছিলেন। আসলে আর্থিক কারণে বেশি দামি জামাকাপড় কেনার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। তাই, সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি যতদিন সম্ভব সাদা রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর জীবনটাও ছিল সাদামাঠা।

রামায়ণের মতো কঠিন বিষয়কে খুব সহজে ছোটদের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ছোটদের জন্য অজস্র বই লিখেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর রসবোধ। সেই রসবোধের উল্লেখ করে ইতি টানি।

পরীক্ষা হলে গার্ড দিতে ঢুকে প্রথমেই ছাত্রদের স্যর বলে দিলেন- 'কথা হবে না। খালি কলম চলবে।' খাতা দেওয়ার পর একটু হেসে বললেন– 'আমি কোথাও গেলে তোরা কথা বলতে পারিস। এতে দোষ নেই।'

তাঁর জ্যোতিতে আজ অনেকেই আলোকিত।

সোনালি চতুর্ভুজ

তেরোর পাতার পর

আর এই ছবিতেই হেমন্ত-মান্না দ্বৈতকণ্ঠের দুটি গান, দুই কিংবদন্তির একত্রে পরিবেশন হিসেবে সেরা হয়ে আছে 'হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা...' ও 'সখি কালো আমার ভালো লাগে না...'।

নচিকেতার সুরে হেমন্ত-র গাওয়া প্রথম বেসিক গান ১৯৫৭ সালে 'মেঘ কালো আঁধার কালো...'। একটি চিরজনপ্রিয় সৃষ্টি। এর পর, ১৯৬২ সালে 'তার আর পর নেই...' ও 'তুমি এলে অনেকদিনের পরে...' (মুকুল দত্তের লেখা প্রথম বাংলা গান)। এভাবেই 'কোন পাখি ধরা দিতে চায়...', 'এক গোছা রজনীগন্ধা...' ইত্যাদি একের পর এক অসামান্য গান বিভিন্ন বছরে হেমন্ত-কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে নচিকেতার সুরারোপে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতোই মান্না দে-ও নচিকেতার সুরসৃজন প্রথমবার কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন ছায়াছবিতে। ১৯৫৭ সালে 'হরিশ্চন্দ্র' ছবিতে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে মান্না গাইলেন, 'কোথা তুমি মহারাজ...'। এর পর অনেকদিনের বিরতি। আসলে, এই সময়ে প্রায় দশ বছর নচিকেতা ছিলেন মুম্বইয়ে, হিন্দি ছবির আঙিনায়। তিনি ফিরে আসার পর, আবার বাংলা গানের দুনিয়ায় জড়িয়ে গেলেন পুরোপুরিভাবে।

১৯৬৯ সালে মুক্তি পেল উত্তম-সুপ্রিয়া অভিনীত 'চিরদিনের'। এতে নচিকেতার সুরে মান্না-কণ্ঠ গানের বন্যা বইয়ে দিল। 'মানুষ খুন হলে পরে...', 'ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল...', 'তুমি আমার চিরদিনের...' (সহযোগী শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়), 'লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে...'। শুনলেই বোঝা যায়, প্রত্যেকটি গানের সুরগঠন একে অপরের থেকে কতটা আলাদা। ছবির কাহিনী, চরিত্র-ধরন ও সিচুয়েশন অনুযায়ী গানগুলি অসম্ভব বৈচিত্র্যের রূপ নিয়ে মিলেমিশে গেছে। এই ছবি থেকেই নচিকেতা-মান্না জুটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। এরপর দুরন্ত গতিতে শুরু হল যুগলের সংগীতাভিযান। 'বিলম্বিত লয়'-এ (১৯৭০) শাস্ত্রীয় ধাঁচে কিন্তু মেলোডিতে ভরা 'বেঁধোনা ফুল মালাডোরে...' (সহযোগী শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়)। একই বছর 'নিশিপদ্ম' ছবিতে সম্পূর্ণ দুটি বিপরীতধর্মী কম্পোজিশন 'না না না আজ রাতে...' এবং 'যা খুশি ওরা বলে বলুক...'।

উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয় সহ প্রথম গান মাতন তোলে দৃশ্যে। সঙ্গে অসামান্য অভিনয়-সংগত জহর রায়ের। আর দ্বিতীয় গানটির অর্থবহ বাণীর সঙ্গে সুরের আদর্শ আলিঙ্গন 'অনঙ্গ দত্ত'-র (উত্তমকুমার) অন্তর্নিহিত সত্তাকে পরিষ্কার করে দেয়। 'ধন্যি মেয়ে' (১৯৭১) ছবিতে মান্নার দুরন্ত ভঙ্গিতে গাওয়া 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল...' তো ফুটবলপাগল বাঙালির থিম সঙে পরিণত হয়েছে। 'সুজাতা'-য় (১৯৭৪) তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয় 'কত না নদীর জন্ম হয়...' মন ছুঁয়ে যায়। অনবদ্য কমেডি 'মৌচাক'-এ (১৯৭৫) 'এবার মলে সুতো হব...', 'তা বলে কি প্রেম দেবে না...' ও 'পাগলা গারদ কোথায় আছে...' (সঙ্গে আশা ভোঁসলে ও সমবেত কণ্ঠ) গানগুলির সুরে যেমন বৈচিত্র্যে ভরা মজা এনেছেন নচিকেতা, তেমনই তার প্রতি সুবিচার করেছেন মান্না।

এবার 'সন্ন্যাসী রাজা' (১৯৭৫)। মহানায়ক অভিনীত অন্যতম সেরা ছবি। এ ছবিতে ছোট-বড় মিলিয়ে ৯টি গান গেয়েছিলেন মান্না। যেভাবে শুরুর 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও...' থেকে একের পর এক বিভিন্ন চলনের গান পেরিয়ে 'ভালোবাসার আগুন জ্বালাও...' এবং শেষে তারানা অবধি পৌঁছায় সংগীত আয়োজন, তা যেন পরতে-পরতে তুলে ধরে 'রাজা'-র অন্তর্দর্শনের একেকটি রূপ। কাহিনী, চরিত্র ও দৃশ্যবিন্যাসকে যা সুনিপুণ ভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই একটি ছবির গানই সুরকার নচিকেতার অপরিসীম সাংগীতিক ক্ষমতা বোঝার ব্যাপারে যথেষ্ট। এরকম বর্ণময় সুরবৈচিত্র্যের সম্ভার, বিস্ময়ে হতবাক করে আমাদের। এর পর, 'হোটেল স্নো ফক্স' (১৯৭৬), 'আনন্দমেলা' (১৯৭৬), 'সেই চোখ' (১৯৭৬), 'ব্রজবুলি' (১৯৭৯) ইত্যাদি ছবিতেও নচিকেতা-মান্না সংযোগে বেশকিছু মনে রাখার গান হয়েছে।

আবারও 'সন্ন্যাসী রাজা' প্রসঙ্গে একটি কথা। এই ছবিতে যখন 'রাজা' হয়ে যান 'সন্ন্যাসী', তখন হঠাৎই কাহিনী ও দৃশ্যের পটপরিবর্তন ঘটে। দেখা যায়, ভোরের সূর্যের ঊষা-আলোকে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। আর তখনই অপরূপ সুরে ভেসে আসে উপনিষদের স্তোত্র 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রাঃ...'। এর আগে পর্যন্ত মান্না দে-র রাজত্ব চলার পর, এই স্তোত্রসংগীতে দেবকণ্ঠের অধিকারী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উদ্ভাসিত হলেন। ভক্তি ও প্রেমের এক ব্যাখ্যাতীত আবহ রচিত হল মুহূর্তে। এই জন্যেই বোধহয় বলা হয়, নচিকেতা ঘোষ শুধু একজন বৈচিত্র্যময় সুরকারই নন, গান অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন বা শিল্পী অনুযায়ী গান তৈরির ক্ষেত্রেও ছিলেন অতুলনীয় সাংগীতিক বোধের অধিকারী।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতোই ছবির গানের তুলনায় নচিকেতা-সুরে মান্না দে-র বেসিক গানের সংখ্যা অনেক কম। ১৯৭১-এ ''ক'ফোঁটা চোখের জল...'' ও 'আকাশপানে চেয়ে চেয়ে...', ১৯৭৪-এ 'আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে...', 'ওগো বরষা তুমি ঝোরো না গো...', 'তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার...' এবং 'যদি কাগজে লেখো নাম...'। শুধুমাত্র উল্লেখেই স্পষ্ট, গানগুলি আজও কীভাবে বিরাজমান শ্রোতামনে।

এতক্ষণ উল্লিখিত দুই শিল্পীর গানগুলির কয়েকটি বাদে অধিকাংশই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। যিনি ছিলেন নচিকেতা ঘোষের অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং এই জুটির সৃষ্টি অজস্র বেসিক ও ছবির গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে ইতিহাস হয়ে আছে। ১৯৫৮ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই যুগল-নির্মিত একটি গানের উল্লেখ ছাড়া, নচিকেতাকে নিয়ে যে কোনও বলাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ধরাছোঁয়ার বাইরে এক ঐশ্বরিক স্ক্যানিং-এ গড়া গানটিতে সুরকার করেছেন ডিমিনিশিং কর্ডের প্রয়োগ। সম্ভবত গানটিকে নচিকেতার সেরা কম্পোজিশন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। হেমন্ত-কণ্ঠে গানটি যে স্তরে পৌঁছেছে, সে এক অনন্ত জগতের বিষয় বলে যেন মনে হয় 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে/ পান্থপাখির কূজন কাকলি ঘিরে/ আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো/ আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে...'। ১৯৭৬ সালের ১২ অক্টোবর মাত্র ৫১ বছর বয়সে চলে যান এই ক্ষণজন্মা সংগীত পরিচালক।

তাঁর প্রয়াণের পরে, একটি লেখায় গৌরীপ্রসন্ন বলেছিলেন, শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য যখন নচিকেতা ঘোষের চলে যাওয়ার আগের দিন তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তখন নাকি, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে গানটাকে বাজাতে বলে নচি।' গানটি যখন চলছে, সুরকারের 'দু'চোখে শ্রাবণের অঝোর ধারা'। সারাজীবনের অজস্র সুর-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এই সংগীত-কারিগর জীবনের শেষ সময়ে শুনতে চেয়েছিলেন এই গানটি। তাহলে কি এই গানটিকেই তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এভাবেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন জীবনের অন্তিম সময়ে?

এ কথা তো দ্বিধাহীন ভাবে সত্যি, শতবর্ষে উপনীত অবিস্মরণীয় সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষের সুররচনায় সৃজিত গানগুলি, গৌরীপ্রসন্নর লেখা, হেমন্ত-মান্না সহ অন্য সব শিল্পীর কণ্ঠে, আগামী পৃথিবীকে কান পেতে শুনতেই হবে।

ষোলোআনা বাঙালিয়ানা

তেরোর পাতার পর

পরে এডিটিংয়ে দেখা গেল, একটা জায়গায় ওঁর আঙুল মিলছে না। শামতাপ্রসাদ ফিরে গিয়েছেন বারাণসীতে। তখন রাধাকান্ত নন্দীকে বসানো হল আঙুল শুট করানো হয়েছিল।

মানাকাকু বা হেমন্তকাকুর গানগুলোর কথা ছেড়ে দিই। তখন বাকি নামী শিল্পীদের দিয়েও বাবা কতরকম গান করেছেন। বাবা প্রতিমাপিসিকে দিয়ে করিয়েছিলেন, 'মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে লাগছে ভারি মিষ্টি'। আবার সন্ধ্যাপিসিকে দিয়ে গাওয়ালেন, 'নেব না সোনার চাঁপা, কণক চাঁপা ফেলে।' সন্ন্যাসী রাজা ছবিতে মানাকাকুর গলায় অসামান্য সব গান। অথচ সংস্কৃত স্তোত্র হেমন্তকাকুকে দিয়ে।

বাবা চিরকালই বৈচিত্র্যের পূজারী ছিলেন। আর ছিল মেজাজ। মেজাজটা তো আসল রাজা, আমি রাজা নই। ছবির গানে তিনি পরিচালকদের কাছে গানের সিচুয়েশনটা ভালো করে বুঝে নিতেন আড্ডার মাঝে। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পীযূষ বসু, সলিল দত্ত বা দিলীপ মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে নিয়মিত হত আড্ডা। অনেক আইডিয়া দিতেন ওঁদের। সঙ্গে থাকতেন এক এবং অদ্বিতীয় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

ডাক্তার হয়েও ডাক্তারি ছেড়ে

হেমন্ত-লতার মাঝে নচিকেতা ঘোষ।

বাবা গানের জগতে এসেছিলেন গান ভালোবেসে। সে সময় গানের দুনিয়ার অনেকে বলতেন, ছবিতে সিচুয়েশন অনুযায়ী গানের সুর এবং শিল্পী বাছার ব্যাপারে অলৌকিক এক ক্ষমতা ছিল বাবার। তাই অধিকাংশ গানই সুপারহিট হয়েছে। মুম্বইতে গিয়ে তিনি সফল হলেন না কেন? বেশ কিছু ঘটনা আমি জানি। বলতে চাই না। তবে বলতে পারি, উনি সেখানে শিকার হয়েছিলেন বড় ষড়যন্ত্রের। তিনি ফিরে আসায় বাংলা গানের অনেক উপকার হয়। বিশেষ করে ছায়াছবির গানে।

স্ত্রী ছবির হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা গান ভাবুন। ভাবুন সন্ন্যাসী রাজার-চোখের থেকে বিজলি ছোড়ো, ঝাড়বাতিটা নিভিয়ে দাও।

দুটো গানেই ঝাড়বাতির উল্লেখ রয়েছে। দুটো গানই মানাকাকুর গাওয়া। দুটোরই গীতিকার গৌরীকাকু। বাবা বলেছিলেন, এক গানে ঝাড়বাতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে। আর একটায় ঝাড়বাতিকে গুরুত্বহীন করে দিতে হবে।

নচিকেতা ঘোষের বৈচিত্র্য আসলে এমনই।

অন্য নাম

তেরোর পাতার পর

সেই বছর এইচএমভি থেকে নির্মলা মিশ্রকে যা বলা হল তার ব্যাখ্যা এইরকম যে, ওই বছর নির্মলাদির গান যদি সেভাবে বিক্রি না হয় তাহলে কোম্পানির পক্ষে আর ওঁর গান রেকর্ড করা সম্ভব হবে না। ওই বার্তা পেয়ে হতাশ নির্মলা কী করবেন ভেবে পান না। হঠাৎ কী মনে হল সোজা চলে গেলেন নচিকেতার বাড়িতে। প্রায় কাঁদো কাঁদো নির্মলার কাছ থেকে সব শুনে নচিবাবু বললেন, "যা, এখন বাড়ি চলে যা। এসব নিয়ে চিন্তা করিস না। আমি তোকে কয়েকদিন পরে ডাকব।''

কয়েকদিন পরে সেই ডাক এল। স্নেহের 'ঝামেলা' (নির্মলাদিকে এই নামেই ডাকতেন নচিকেতা ঘোষ)-র জন্য গান তৈরি করেছেন নচিবাবু। এইচএমভি স্টুডিওতে যেদিন সেই গান রেকর্ড হয়েছিল সেদিন রেকর্ডিং শেষে স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে নচিকেতা ঘোষ নির্মলা মিশ্রকে বলেছিলেন, "ঝামেলা, তোর সারা জীবন ধরে গাওয়ার একটা গান আজ দিয়ে দিলাম।'' সত্যিই তাই। যতদিন নির্মলাদি গান গেয়েছেন ততদিন সেইদিনে রেকর্ড হওয়া 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না' গানটা না গেয়ে তিনি স্টেজ থেকে নামতে পারেননি। একজন সৃষ্টিকারের তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রতি এই মাত্রার আত্মবিশ্বাস সচরাচর মেলা ভার।

একই ঘটনা ঘটেছিল পিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক তাজমহল গোড়ো' গানের সময়।

(৩)

বাংলা সংগীত জগতে বেসিক রেকর্ডের গানের সুরকার হিসেবে ও সিনেমার গানের সুরকার হিসেবে সমান সফল এরকম যে ক'জনার নাম করা যায় তার মধ্যে অন্যতম নচিকেতা ঘোষ। তিনি যখন সিনেমার গান তৈরি করছেন তখন তিনি সেই গানের দৃশ্যকে সংগীতায়ন করছেন। আবার যখন বেসিক গানের সুর করছেন তখন তিনি গান দিয়ে শ্রোতার মনে ছবি আঁকছেন। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রের জন্যই গান অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন করবার ক্ষমতা যে ওঁর শৈল্পিক জীবনে তুরুপের তাস হিসেবে কাজ করেছে সে কথা বারংবারই বলতে হয়। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে মেলে ধরা যায় মান্না দে'র গাওয়া 'ওগো বর্ষা তুমি ঝরো না গো', আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'লজ্জা, মরি মরি এ কি লজ্জা', গীতা দত্তের 'নিশিরাত বাঁকা চাঁদ আকাশে', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা', মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বনে নয় মনে মোর', শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'পুতুল নেবে গো', বা তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'চল রীণা' সহ এক দীর্ঘ তালিকা। এই সুদীর্ঘ তালিকা পথে অবশ্য স্থানযোগ্য একটি গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া –

'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে
পান্থ পাখির কূজন কাকলি ঘিরে
আগামী পৃথিবী কানপেতে তুমি শোনো...''

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়, নচিকেতা ঘোষের সুরে হেমন্তের গাওয়া এই গান এমন এক সৃষ্টি যাকে লিখে প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নচিকেতা ঘোষ গত হলে একটি পত্রিকায় এই গানটি প্রসঙ্গে হেমন্তের কথা, "গান ও সুরের মধ্যেই তাঁর ও আমার একটা আত্মার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ... এই গানটির সুর কোনওদিনই ভুলতে পারব না। আমি ওঁর প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আসলে ওঁর গানের স্বরলিপিই লেখা থাকবে চিরদিন, আগামী পৃথিবী কান পেতে তা শুনবেও।'' এক মহতের এই স্মৃতিরোমন্থন দিয়েই শেষ হোক শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা নচিকেতা ঘোষের প্রতি পেশ করা এই সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জুটিতে লুটি

তেরোর পাতার পর

কথা জোগাচ্ছেন যিনি, তাঁর কৃতিত্ব কম কী? একের পর এক ছবি সেই কৃৎকৌশলেই উতরে গিয়েছে। এর থেকে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, পরিচালকদের প্রশ্রয়ও পেয়েছে এই জুটি। গানের গর্ব তাই চারিয়ে গিয়েছে ছবির শাখা প্রশাখায়, প্রক্ষিপ্ত মনে হয়নি ছবির মূল সুরের সঙ্গে।

ছবির গানের বাইরে আছে বেসিক গান। ছবিতে অনেক ফরমাশ আর বাধ্যবাধকতা থাকে। দেখার বিষয়টা মাথায় রাখতে হয়। বেসিক গানে সেটা নেই। সেখানেও আশ্চর্য সব বুটিক ফুল ফুটিয়েছে এই জুটি। 'আমার গানের স্বরলিপি' সুর ও বাণীর গৌরবে রেকর্ড প্রকাশের সময়ে তুলনায় অন্তত একশো বছর এগিয়ে ছিল। কলকাতায় হেমন্তবাবু এলে গান নিয়ে বসা, যার প্রতি সেশনে গৌরীপ্রসন্ন উপস্থিত থাকতেন। সেই আন্তরিকতা আর মেধার মিলন তাই জনপ্রিয়তার শিখরে, আজও। আজও যে কোনও গাইয়ের কাছে স্বপ্নের কলি, 'আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো, আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে'। আরও আছে। আছে 'মেঘ কালো আঁধার কালো'- র তেওড়ায় বাঁশির সুরে গমন, 'প্রজাপতি মন আমার'-এ রাগ ছেনে নবরাগ প্রতিষ্ঠার কৌশল, 'বেশ তো না হয় সপ্তঋষির'-এ আশ্চর্য কাব্যময়তায় সুরস্নান, 'যদি কাঁদতে পারতাম'-এ কাওয়ালির চতুর রস, 'আমার সাদা রংটা নাও'-এর নীরব আর্তি, 'ওগো বর্ষা তুমি'-র সেতারের ছন্দ ভাঙা শ্রাবণগীতি। উদাহরণ তো ভূরিভূরি। গৌরীপ্রসন্ন আর নচিকেতা উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের সবটুকু। সেই ধন নিয়ে বাঙালি আরও একশো বছর নিশ্চয়ই গর্ব করবে।

এবং এই লেখাটি পড়ার পরপরই শ্রোতার তরফে অবধারিত প্রশ্ন : এই এই গান আলোচনায় থাকল না কেন? এই ছবির কথাও তো আসেনি। এজন্যই এঁরা শতবর্ষে প্রণম্য। সব বলা বা লেখা হয়ে গেলে, সব পরিমাপ সাঙ্গ হলে, আজ রবিবারের পাতায় সমারোহে তাঁদের স্মরণ করা হত কি? লিখেছেন, সুর করেছেন যত, তার থেকে বহুগুণ বেশি ভাবিয়েছেন শ্রোতাদের। সেই ভাবনায় ভর করে আধুনিক বাংলা গান আর ছায়াছবির গানের দিব্য সহজগতি যুগ থেকে যুগান্তরে। কোনও রিমিক্স-রিমেকের তোয়াক্কা করে না সে। কারণ গৌরীপ্রসন্ন, নচিকেতারা মানুষের সহজ ভালোবাসা, হাসি, কান্না, অভিমান, অনুরাগকে মানবিক চেতনার ভিয়েনে বসিয়ে পরিবেশন করেছেন, আবেগকে যন্ত্রের কাছে পরাস্ত হতে দেননি। সেখানেই ওঁদের জিত।

অরণ্যের গভীরে

ছোটগল্প

সুভান
আঁকা : অভি

সাড়ুনদী ঘেঁষে জঙ্গলের মাঝ বরাবর একটা ব্রিজ চলে গেছে। আগে কাঠের ব্রিজ ছিল, বর্তমানে পাকা রাস্তা, সোলার স্ট্রিট লাইট। আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে সাড়ুঘাটি। ব্রিজের এপারে বহু বছর ধরে দু'-তিনটে চায়ের দোকান ছিল। শালবনের ধার বরাবর। শহরের মানুষ এসে অক্সিজেন নিয়ে ফিরে যেত এখান থেকে। শহরের বেশিরভাগ গাছ হাইওয়ে লেনের জন্য যখন কাটা পড়ছে, তখন এই সাড়ুঘাটিই শহরের একদম কাছাকাছি একমাত্র সবুজের আশ্রয়। কিন্তু সরকার এখানেও একটা ইকো পার্ক বানাতে চাইছে। এত মানুষের সমাগম হয় এখানে। পার্ক বানিয়ে দিলে সরকারের ঘরেও লক্ষ্মীলাভ হবে এই আশায় বন বিভাগের নির্দেশে একে একে সমস্ত দোকান উঠিয়ে দিয়েছে বন বিভাগের লোকেরা।

গোঁসাইয়ের চায়ের দোকানটাও নেই আর। কীর্তন চাচাও আর গান গাইতে গাইতে দোকানদারি করে না। এই জায়গার প্রাণ ছিল গোঁসাইয়ের চায়ের দোকান। ওখানে বসেই আড্ডা চলত সবার। আট থেকে আশি। ভোর থেকে সন্ধে। লোকের আনাগোনা লেগেই থাকে। শহরের গুমোট থেকে পালিয়ে আসার এই একমাত্র জায়গা এই সাড়ুনদীর পাড়। এই বৈকুণ্ঠধাম। নিবিড় অরণ্য। মনের কথা বলার, শোনার একটা কান।

সেই নিরিবিলি শালবন, সেই সবুজ অরণ্যের প্রবেশপথ এখন রঙিন পতাকায় মোড়া। বাঁশ দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে চতুর্দিক। নদীর পাড় থেকে শুরু করে পুরো অংশটাই বনবিভাগ ঘিরে ফেলেছে। এতে নদীটা হয়তো রেহাই পাবে কিছুটা। আবর্জনার হাত থেকে বাঁচবে। কিন্তু মানুষগুলো বাঁচবে কি? যারা নিত্যদিন বেঁচে থাকার জন্য এই জায়গার উপরে নির্ভরশীল ছিল। এই সমস্ত কথাই গুলশানের মাথায় ঘুরছে দিনরাত। যেদিন থেকে ও জানতে পেরেছে আর কিছুদিনেই পার্কে বদলে যাবে এই অরণ্য আশ্রম। রাতারাতি একটা নির্জন জায়গা কেমন ইকো পিকনিক স্পটে বদলে গেল। বাঁশ দিয়ে সাময়িক গেট বানানো হয়েছে। কাঠ দিয়ে টিকিটঘর বানানো হয়েছে। ব্যানারে লেখা হয়েছে সাড়ুঘাটি ইকো পিকনিক স্পট। ব্রিজের ওপারেই নেপালি বস্তি। বিনয়গুড়ির আওতায় পড়ে এই জায়গা। শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী হলেও জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

নেপালি বস্তির ভেতরে একটি ছোট বুদ্ধ মন্দিরও আছে। প্রার্থনা পতাকায় মোড়া মন্দিরের আশপাশ। ছোট ছোট দোকানও রয়েছে রাস্তার ধারে। ব্রিজের ওপার থেকে শুরু করে ক্রমশ গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে এই নেপালি জনবস্তি। দু'-একটা রিসর্ট খুলেছে এসব অঞ্চলে। নেতাগোছের মানুষ, ব্যবসায়ী কিংবা প্রেমিক যুগলদের যাতায়াত লেগেই থাকে এই রিসর্টগুলোতে। পরিবার নিয়েও যায় কেউ কেউ।

২

গুলশান সকাল থেকেই ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না এত প্রাণের জায়গা এভাবে পার্ক হয়ে যাচ্ছে। গোঁসাইয়ের কথা ভেবে চোখে জল আসছে বারবার। বিনীতও গুলশানের মতোই দুশ্চিন্তায়। গুলশান আর বিনীত থাপা দুই বন্ধু। গুলশান থাকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে। ঘিঞ্জি ইট কাঠ পাথরের জঙ্গলের ভেতরে। মসজিদ লাগোয়া একটা দোকান আছে ওর চাচার। বহু পুরোনো দোকান। মাঝে মাঝে গুলশান নিজেও বসে দোকানে। ইসলামিক বইপত্র পাওয়া যায়। আধুনিক শহরের ঝাঁ চকচকে দোকানের আলোর কাছে অনেকটাই ম্লান আর অন্ধকার গলির মতো গুলশানের বাপঠাকুরদার এই দোকান। এই সমস্ত পুরোনো ঐতিহ্যের ইতিহাস বহনকারী দোকানগুলোও তো জঙ্গলের মতোই ফুরিয়ে আসছে। হয় কেটে ফেলা হচ্ছে। নয়তো দখল হয়ে যাচ্ছে।

গুলশানের কলেজ শেষ হয়েছে গতবছর। এখন হোম টিউশন করায়। ধর্মের প্রতি আগ্রহ একেবারেই নেই। কোনও ধর্মের প্রতিই ওর কোনও আগ্রহ নেই। অথচ কোরান, বাইবেল, গীতা সমস্ত বই ওর সংগ্রহে আছে। যদিও অন্যের ধর্মভাবনার প্রতি ওর শ্রদ্ধা আছে। প্রকৃতিই ওর একমাত্র উপাসনা। বিনীত থাপা গুলশানের বন্ধু। নেপালি বস্তিতেই থাকে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। যে রাস্তাটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার পাশেই ওর ছোট্ট কাঠের ঘর। ফুলের বাগানে ঘেরা। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। বিনীত আর বিনীতের বড়দা মিলে দোকানটা চালায়। যদিও বিনীত বেশিরভাগ সময়েই গুলশানের সঙ্গে টইটই করে বেড়ায় বনবাদাড়ে।

শিলিগুড়ির আধুনিকতার ছাপ এখনও পড়েনি এই জায়গায়। দুই বন্ধুর বেশিরভাগ সময়ই কাটে এই বৈকুণ্ঠধাম অরণ্য ঘেঁষা অঞ্চলে। খালাচাঁদ ফাপড়ির রাস্তাঘাটে। এই সব অঞ্চলের বুনোগন্ধ লেগে থাকে দুজনের জামায়, আস্তিনে, গল্পে, জীবনে। অরণ্যের ভেতরে ঢুকে পড়ার নেশায় দুজনে বুঁদ হয়ে থাকে সারাদিন। দুজনকেই প্রায় জঙ্গলের ভেতরে কিংবা বন বিভাগের চলাফেরার রাস্তায়, বনের ভিতরের তিন নম্বর কাঠের ব্রিজের নীচে নদীর সাদাবালুর চরে দেখা যায়। জঙ্গলের মানুষদের সঙ্গে গুলশানের খুব ভাব। সকলেই চেনে গুলশানকে। বিনীত তুলনামূলক কম কথা বলা ছেলে। ভালো নেপালি ফোক গান গায়। ওর আদি বাড়ি কালিম্পং।

বিনীত নিজে নেপালি বস্তিতে থাকার সুবাদে এই অঞ্চলের জীবন প্রণালী সম্পর্কে ভালো করেই ওয়াকিবহাল। গুলশান বাইরের ছেলে হয়েও বনের নিয়ম, বনের যাপনে রপ্ত হয়ে গেছে। এখন বৈকুণ্ঠধাম অরণ্যই ওর দ্বিতীয় ঘর। এখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে করে গুলশানের। কাঠকুড়ানি দিদিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলে কারা কাঠ চুরি করতে যায় সে খবরও আছে গুলশানের কাছে। জঙ্গলের জীবন বড় অভাবের। কাঠচুরির পরিবর্তে আর অন্য কাজে টাকা কই? সে কথাই শোনা যায় কান পাতলে।

বন বিভাগের বাবুরা যে কিছুই জানে না তাও না। কারা করে কীভাবে করে সেখবরও আছে। উপর থেকে চাপ পড়লে তুলে নিয়ে যায় প্রায়। কিছুদিন পরে ছেড়ে দিলেও সেই একই কাজে ঢুকে পড়ে এরা। জঙ্গলের জমিও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে লুকিয়ে বেআইনিভাবে। বিনীত জানে। ও নিজেও জমি মাফিয়াদের খপ্পরে পড়েছিল একসময়। স্থানীয় নেতাদের মদতপুষ্ট এই চক্র। গুলশান এই সমাজের ভেতরে ঘুরতে থাকে রোজ। জঙ্গলের নীরবতা ওকে টানে। যে রাস্তাটা বনদুর্গার মন্দিরের দিকে চলে গেছে তার উলটোদিকে আরও একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তা গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। গুলশান যখনই এই রাস্তার দিকে তাকায় অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিনীত পিছু ডাকলে সংবিৎ ফিরে পায়। এ রাস্তায় মানুষের চলাচল নেই। বস্তির প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই রাস্তা সোজা নরকে চলে গেছে। বন্যপ্রাণীদেরও নাকি দেখা যায় না জঙ্গলের এই পরিসরে। গুলশান কী দেখতে পায় তা ওই জানে। শহরের ভিড়, সম্পর্কের জটিল রাস্তাগুলোর থেকে এই পথটাই হয়তো একটা অন্য দুনিয়ায় নিয়ে যেতে পারে ওকে। বিনীত গুলশানকে টেনে নিয়ে যায় খালাচাঁদ ফাপড়িতে। আজ ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে মাঠে। ওরা আজ ওখানেই পুরোদিন খেলা দেখে রাতে বস্তির গুমটি দোকানে কিছু খেয়ে বাড়ি ফিরবে।

৩

বন বিভাগ থেকে একটি সার্কুলার জারি হয়েছে। তাতে সাড়ুঘাটি ও বিনয়গুড়ির মানুষেরা এই পার্কে কাজের জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু এই পার্ক সাড়ুঘাটির অন্তর্গত এলাকায়। স্থানীয় বিরোধী দলের লোকাল কমিটির নেতা কল্যাণ বর্মন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এই পার্কে শুধুমাত্র সাড়ুঘাটি অঞ্চলের লোকেরাই কাজ করবে। আর যারা দীর্ঘদিন এই জায়গায় গুমটি দোকান করে সামান্য করে খাচ্ছিল তাদের অধিকার, ফিরিয়ে দিতে হবে। সাড়ুঘাটি রেঞ্জের বড়বাবু বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছে। গুলশান স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝতে পেরেছে মানুষ উন্নয়ন চায়। কিন্তু নিজের অধিকার, মাটি, অন্নের বিনিময়ে কখনোই নয়। কল্যাণ বর্মনের সমস্ত দাবিও যে খুব ন্যায়সংগত তাও মনে করে না গুলশান আর বিনীত। সরকার বন বিভাগের জমিতে ইকো পার্ক করবে এটাও ততটাই স্বাভাবিক। এতে স্থানীয় মানুষেরই উপকার হতে পারে।

গুলশান গোঁসাইয়ের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে বিনীতকে বলেছিল একদিন, দেখবি এই প্রকৃতির এই ভার্জিন রূপটা বেশিদিন থাকবে না এখানে। আজনয় কাল এখানে কিছু হয়েই যাবে। মানবসভ্যতা যত এগোয় জঙ্গল ততই পিছিয়ে যায় শুধু। আর বন্যপ্রাণের একটা মরণবাঁচন লড়াইয়ের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। গৃহহীন পাখিরা দলে দলে পাগল হয়ে যায়। মানুষ গাছকে ভালোবাসার পরিবর্তে শুধুই শুকনো কাঠ ভাবতে শুরু করেছে। এখন জঙ্গলের ভেতরে শুধু অদৃশ্য আগুন। জ্বলন্ত ছাই। যে ছাই থেকে যে কোনওদিন শহরের নিয়মকানুনকে জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

৪

সুরজের বাজের বাড়িতে হাঁড়িয়া বিক্রি হয়। একথা অনেক বছর আগে বিনীতই জানিয়েছিল গুলশানকে। জঙ্গলের অনেকটাই ভেতরে সুরজের বাজের বাড়ি। নেপালি ভাষায় দাদুকে বাজে বলে। গুলশানের নেপালি ভাষায় এখনও দখল হয়নি। ভাঙা ভাঙা নেপালি বলে নিতে পারে। গুলশান সুরজ বাজেকে ভীষণ পছন্দ করে। বিনীত যদিও এখানে আসে একটাই কারণে। সুরজ বাজের মেয়ের হাতের ফাক্সা খেতে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায় বাড়ির কাউকে না কাউকে। বেআইনিভাবে মদের ব্যবসা করতে গিয়ে যত বিপত্তি বাধে। পুলিশ তো পুলিশের নিয়মেই চলবে। কাজও হবে। দুটো পয়সাও খাবে। এবারও দশ হাজার টাকার জরিমানা দিয়ে তবেই পুলিশ ছেড়েছে। সুরজ বাজে এতক্ষণ এই গল্পই শোনাচ্ছিল বিনীত আর গুলশানকে। সুরজ বাজে কথা বলতে ভালোবাসে। সারাদিনে যে ক'জন খদ্দের আসে তাদের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন গল্প করে। দীর্ঘশ্বাস যেন তার কপাল থেকে নেমে পাশে এসে বসে। আর মুখোমুখি কথা শোনে। সুরজ বাজে বলে হাঁড়িয়া তৈরি এবং বিক্রি তো অপরাধ নয়। বংশপরম্পরায় হাঁড়িয়া বিক্রি করে চলেছে তাদের পরিবার। এমনিতেই খদ্দেরের অভাব, তার ওপরে পুলিশ এসে মাঝেমধ্যেই তুলে নিয়ে যায় খদ্দেরদেরও। সুরজ বাজের চোখের কোনায় জল। যেন ঘন সবুজ অরণ্যের ওপর বৃষ্টি ফোঁটা এসে পড়ছে। কীভাবে চলবে আমাদের। গল্পে গল্পে হাঁড়িয়ার গ্লাস আবার ফাঁকা হয়ে এল দুজনের।

সুরজ বাজের ছোট মুদির দোকানের আড়ালে যে ঘর থেকে হাঁড়িয়া পাওয়া যায় তার ঠিক উলটোদিকেই ওই বিশালাকার জঙ্গল। যে রাস্তাটা আদিম কুমিরের মতো হাঁ করে ছিল, সেই রাস্তার কথাই মনে পড়ে গুলশানের। একটা অনন্ত পথ। যার শেষ নেই। শূন্যের ওপারেও অজানা পরিপূর্ণতা। বিনীত আরও এক বোতল হাড়িয়া নেয়। দু'পাতা জলজিরা। গুলশান হাড়িয়াতে চুমুক দিতে দিতে বিনীতকে বলে জঙ্গলের সব জমি চুরি হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। আর এখানে যারা বন্যপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এত দিন জীবন অতিবাহিত করলো তাদের ধীরে ধীরে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। মানুষ আর জংলি পশুর মধ্যে আর কোনও তফাত রইল না। বিনীত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে জানি না কতদিন আর এভাবে লড়াই করে টিকে থাকতে পারব এই মাটিতে। সরকার নয়তো জমি মাফিয়া, কাঠ চোর, পশু চোরাচালানকারী, দালালদের হাত থেকে রক্ষা পাব কি না সত্যি জানি না।

সুরজ বাজের মেয়ে দূর থেকে চুপ করে শোনে ওদের কথা। গুলশানকে মনে মনে ভালোবাসে সুরজ বাজের মেয়ে। বয়সে গুলশানের চেয়ে বড়ই হবে। গুলশানের শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকা উপেক্ষা করতে পারে না সে। ছেলেটা বড় অদ্ভুত। যতটা ভরাট ততটাই খালি মনে হয় ভেতর থেকে। তবু কাইরার ইচ্ছে করে গুলশানের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। হাঁড়িয়ার গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে যায় নিজেই। আবার ফিরে আসে। গুলশানের দিকে তাকিয়েও বিনীতকে লক্ষ করে বলে তোমরা এভাবে জঙ্গলের ভেতরে ঘুরে বেড়িও না। এমনিতেও তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাস। এই এলাকায় অনেক মাতব্বর আছে। যারা আরও ক্ষমতাধর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। এখানেও আমাদের প্রতিদিন নানা সমস্যায় পড়তে হয়। কেউ শোনে না আমাদের কথা। প্রান্তিক মানুষদের কথা শোনার সময় নেই উঁচুপদের বাবুদের কাছে। আমরা জঙ্গলের মানুষ। তোমরা কেন নিজের বিপদ ডেকে আনছ এভাবে?

গুলশান অন্যমনস্ক অবস্থায় অর্ধেক কথা শোনে আর অর্ধেক মন ওর সেই বনের ভেতরের রাস্তায় চলে যেতে চায়। কিন্তু আজও ওই পথে ওর যাওয়া হয়নি। বহুবার তো এই জঙ্গলের বিভিন্ন রাস্তায় দুজনেই ঘুরে বেরিয়েছে। যেখানে মানা সেসব পথেও বাইক ছুটিয়ে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এই পথে যাওয়া নিষেধ। নিষেধ শুধু বন দপ্তরের তরফ থেকেই না, নিষেধ স্থানীয় জনপদের মানুষেরও। সরকারিভাবে তো সমস্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলেই প্রবেশ নিষেধ থাকে। গুলশান আজও কেন যায়নি সে পথে নিজেও জানে না। যেতে যে চায় না এমনও না। পাখির ডাকহীন একটা গভীর অরণ্য। সূর্যের আলো কম। হাঁড়িয়ার ঘোর লেগে গেছে গুলশানের। আম্মির কথা মনে পড়ছে। আম্মিরা গাছের মতোই হয়। অরণ্যের মতো হয়। কাছে ডাকে। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সাড়ুঘাটি পার্কের আজ উদ্বোধন। দূর দূর থেকে মানুষ এসেছে পিকনিক করতে। শীতের কুয়াশার ভেতর দিয়ে জঙ্গলের রহস্য ভেদ করে দুটো বাইক ছুটছে। হাঁড়িয়ার নেশা আরও জোরে ছুটছে সবুজ জঙ্গলের পাথুরে রাস্তায়। বিকেল থেকে সন্ধের অন্ধকার হয়ে আসছে। আর গুলশান ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে কুয়াশাজড়ানো সেই আদিম সবুজ গুহার ভেতর। বিনীত তখনও অনেকটা পিছনে। সুরজ বাজের বাড়ির উঠোনে কাইরা একা বসে আছে। হাঁড়িয়ার ফোঁটায় মাছি এসে বসছে বারবার। বাইরে পুলিশ।

দুজনকেই প্রায় জঙ্গলের ভেতরে কিংবা বন বিভাগের চলাফেরার রাস্তায়, বনের ভিতরের তিন নম্বর কাঠের ব্রিজের নীচে নদীর সাদাবালুর চরে দেখা যায়। জঙ্গলের মানুষদের সঙ্গে গুলশানের খুব ভাব।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

নবনীতা দে সরকার, চতুর্থ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

স্বস্তিকা পাল, পঞ্চম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

দেবরাজ দাস, চতুর্থ শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

অদ্রিজা দাস, তৃতীয় শ্রেণি, নিবেদিতা অ্যাকাডেমি, কলেজপাড়া, কালিয়াগঞ্জ।

সপ্তাহের সেরা ছবি

অকল্পনীয় সাহস। জাপানের হোক্কাইডোয় চলছে মেয়েদের স্কি জাম্পিং। অস্ট্রিয়ান তরুণী অকুতোভয়।

কবিতা

ধুলোবালি
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

সাঁতার না জানার দোষে
প্রিয় বন্ধুরা জলে ফেলে চলে গেছে
'মাথা ভাসিয়ে রাখতে হয়'
এ কথা কতবার বলেছিল ওরা---
অথচ এই মাথা নিয়েই যতরকম সমস্যা!
কোথায় নামাবে কোথায় উঁচু রাখবে
ঠিক কতখানি ঝুঁকিয়ে হাসতে হবে
কতখানি লুকিয়ে কাঁদতে
এসবই নাকি খেলার নিয়ম, সাঁতারেরও!
অথচ এসব কিছুই শেখা হয়নি
তাই খেলার দলে নেই মাঠে নেই গ্যালারিতেও না,
এসে পড়েছে অগাধ জলে।

আহা জলের অপর নাম বুঝি জীবন গো!

ওরা ভেবেছিল সাঁতার না জানলে উলটে যেতে পারে প্রবাদ
ওই ভারী মাথা নিয়ে ডুবতে তো ওকে হতই---
অথচ সেসব কিছুই হল না!
জলের তলা থেকে ডাঙার দিকে তাকিয়ে দিব্যি আকাশ দেখা যায়
আর মাথাটাও হালকা পালক এখন

ও অপেক্ষা করে হাতের লুকোনো আগুন নিজেদের পোড়ালে
লেলিহান শরীরে নিয়ে দলে দলে ওরা সব
জলের কাছেই ছুটে আসবে একদিন---

পরিযায়ী আলো
অপর্ণা বিশ্বাস মজুমদার

আমি সেই বৃদ্ধার অপাপবিদ্ধ হাসির ভিতর ডুবে যেতে চাই
যে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুর খবর
জানে না
আমি স্থবির জলরাশির শিরায় উপশিরায় মিশিয়ে
দিই আমার দীর্ঘশ্বাস!
সমুদ্রের নীলে যতক্ষণ না সে হয়ে উঠছে
দামাল অবাধ্য আবেগ!
আমি সেই একাকী মায়ের কাছে ঋণী থেকে যাব চিরকাল
যে আমাকে বলেছিল নদীর গল্প...
তখন নদীর গভীরে জল আজানের সুরে লবণাক্ত
পশ্চিমের বিদায়ি আলো রেখে গেল কিছু প্রত্নস্মৃতি!
আমি সেই প্রাচীন জনপদের ভিতর ফিরে যেতে চাই,
আমাকে যে মধ্যদুপুর উপহার দিয়েছিল।
পার ধরে হেঁটে চলি
শূন্যের পথে
বালুময় মায়াভ্রমণ জোনাকিসুখের মতো
আলো সে পরিযায়ী!

কিছুই করার থাকে না
বর্ণালী দাসকুণ্ডু

গা ভরা রোদ মেখে বিছানায়
গড়াগড়ি দিচ্ছে শীত
এরকম অলস দুপুর মাঝে মাঝে আসে, আবার চলে যায়
কিছুই করার থাকে না যখন
কারও যাবার সময় চলে আসে..

রূপনারায়ণের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় বড় বড় লঞ্চ
জলের ভেতর অজস্র মুখ
উঁকি দিয়ে দেখে জলের বাইরে
আবার ঝুপ করে জলের ভেতর
এপার থেকে ওপারে যায় লঞ্চ
কিছুই করার থাকে না যখন
কচি কচি ঢেউ জলের ওপর আলপনা আঁকে...

প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা মোনালিসা থাকে, স্বর্ণচাঁপা থাকে
কিছুই করার থাকে না যখন সেই
মূল্যবান হাসি খুঁজতে কেউ
সেলফিজোনে আসে..

মহীরুহ বৃক্ষের ছায়া অথবা
রেবা সরকার

কোন এক পথনির্দেশক।

জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদ্দুরে
বাড়ি লাল হয়ে ওঠে
পাখনামেলা বাতাসে বসে
দাদা পাহারা দেয়।

দেয়ালে টাঙানো বাবার ছবি
জমিজমা বাড়িঘর ভাগ হলে
দাদা বাবা হয়ে ওঠে।

অথচ, আগে কখনও দাদাকে বাবা হতে দেখিনি।

উদাসীন বাউল
সুদীপ চৌধুরী

আজকাল উদাসীন লেন ধরে যাতায়াত করি
যেতে যেতে কতকিছু চোখে পড়ে বাড়িঘর
গাছপালা লাইট পোস্ট মাঠ-ঘাট জমিদার বাড়ি
তাদের ছায়ার ভিতর জেগে থাকে মৃত ঈশ্বর।

এই সব দেখেশুনে ভাবি ছায়ারও ছায়া পড়ে আজকাল।
বিশ্বচরাচর অন্ধকার হলে
কে যেন জ্বালাতে চায় আলো অন্তঃপুরে
নিজেই নিভিয়ে দিই কখন কী ভুলে।

মাঝে মাঝে সংশয় পিছু তাড়া করে
একি আমারই ছায়া? নাকি না, তা নয়
গুপ্তঘাতক হয়ে আমাকেই কাটাছেঁড়া করে
নিজেকে নিজের আজ তাই ভয় হয়।

আজকাল উদাসীন লেন ধরে যাতায়াত করি
যেতে যেতে কতকিছু চোখে পড়ে
হাওয়া, আগুন, প্রেম আর হাত বদল বাড়ি
তাদের ছায়ার ভিতর জেগে থাকে দগ্ধ ঈশ্বর।

শীতকালীন এই জ্যোৎস্নায়
সাহানুর হক

কে জানে?
এই যে ফজরের আজান হচ্ছে পিলখানা বাজারে
এমন পুলকিত সময়ের আশ্চর্য ঘরানায়
কে ঘুমিয়ে আছে কোন ঝুমুর গ্রামে?
কে জলস্নান সেরেছে মাধুকরী পবিত্রতার ছোঁয়ায়?
কে বকুল ফুল তুলতে বেরিয়েছে বিবেকানন্দ স্ট্রিটে?
মহাশ্মশানের কাছে মরা তোর্ষার কিনারে পুব আকাশে
শুকতারাটির স্খলন কেউ কি দেখেছে কোনও দিন?
খোলা মাঠে কুয়াশা ঘেরা আড়াল থেকে ঠিক এখন
এই মুহূর্তে কে উঁকি দিচ্ছে এই অমিত্রাক্ষরে?
কে জানে?
কবে কোন পথে মুখোমুখি হয়েছিল মৌন?
নাকি বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল চিরতরে কোনও দিন
আত্মজ হওয়ার উল্লাসে ও আয়োজনে
এইসব ভাবনায় বিমুখ কোরো না আমাকে
কে জানে?
কোথায় শরৎ? কোথায় কুয়াশা?
কোথায় প্রেম? কেমন প্রেমিকা? যদি নাই বা জানো
তবুও আপন করে নাও সভ্যতার নীতি
শীতকালীন এই জ্যোৎস্নার চাপা নীরবতার মতো!

কুয়াশার ব্যারিকেড
মাধবী দাস

শীতকাল কতদিন আর থাকবে, এইসব কথা ভাবতে ভাবতে তুমি আমি
এসেছি শ্মশানে।
আলোচনার বিষয় ছিল-
আত্মহত্যা, হিংসাফুল আর অসুখ।
রাস্তায় ছড়ানো খইগুলো
অপরাধ ঢাকতে ব্যস্ত। পায়ে পায়ে খুন ফুটে যায়!
একে অপরের থেকে, কুয়াশার ব্যারিকেড গড়ে
কেটে পড়ছে লোক।
তুমিও আমার হাত ধরামাত্র; ঘন হয় রাত
তোমাকে চিনি না আমি, আমাকেও যে চিনি না আমি।
আর কতদিন
এভাবে 'ধারণা' হয়ে শুয়ে থাকব এই প্রেতভূমে?

'তফাত যাও! তফাত যাও!'
কে বলবে প্রান্তর জুড়ে? আমাদের তো মেহের নেই!

শীতকাল কতদিন আর...

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

ময়নাগড় রাজবাড়ি ও শ্রীশ্রী রাধেশ্যামসুন্দরজিউ

পূর্বা সেনগুপ্ত

গৃহদেবতার ইতিহাস বর্ণনায় আমরা এখন ময়নাগড়ে আছি। এ প্রসঙ্গে দুটি শব্দের ব্যবহার আমরা দেখি। ময়নাগড় বা ময়নাচর। লাউ সেনের নির্মিত রাজবাটী ও রাজত্ব জলদস্যুর অধীনস্থ হলে এই অঞ্চলে দৃঢ় গড় গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই গড় থেকেই আসলে ময়নাগড়ের সৃষ্টি।

আবার দুটি নদীর সংযোগ স্থলে, বা উদ্ভূত চরের ওপর এই গড় অঞ্চল গঠিত বলে এই স্থানকে ময়নাচর বা ময়নাচৌরার কেল্লাও বলা হয়।

আমরা আলোচনাকে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করব। লাউ সেনের রাজত্বের শেষ ভাগ। এই সময় মগ, পর্তুগিজ ও দেশীয় জলদস্যুর অত্যাচারে বিস্তীর্ণ নৌপথ জর্জরিত ছিল। চট্টগ্রাম থেকে বালাসোর পর্যন্ত এদের দস্যুগিরি চলত। এর মধ্যে বাংলার বন্দর অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ময়নাগড়ের কাছেই তাম্রলিপ্ত বন্দর তখনই বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্যভাবে বিখ্যাত ছিল। শ্রীধর হুই নামে এক দুর্দান্ত জলদস্যু এই অঞ্চলের নদীপথ শাসন করতেন। তিনি লাউ সেনের ময়নাগড় অধিকার করে সেই গড় থেকে চারপাশে দস্যুবৃত্তি করতে শুরু করলেন। এর সঙ্গে সে পর্তুগিজ ও মগদেরও নানাভাবে সাহায্য করা হতে লাগল।

একে দস্যু তার ওপর সুরক্ষার জন্য গড় থাকলে সাহস বৃদ্ধি হয়, সুযোগও বেড়ে যায়। ডাকাত ও দস্যুরা সর্বদা দেবী আরাধনায় মনোযোগী ছিল চিরকাল। শ্রীধর তাদের মতোই শাক্তভাবাপন্ন হওয়ায় লাউ সেনের প্রতিষ্ঠিত রঙ্কিণী দেবী তাঁর প্রিয় হয়ে উঠল। কার্তিকী অমাবস্যায় অতি ধুমধামের সঙ্গে তিনি রঙ্কিণী দেবীর বিশেষ পুজো করতেন, এই দিন নরবলিও দেওয়া হত। সঙ্গে ছিল বৌদ্ধভাবে গড়ে ওঠা লাউ সেনের ধর্মপুজো। এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকায় ধর্মপুজোরও প্রচলন ছিল। মানুষ আদরের সঙ্গে ধর্মঠাকুরকে মান্য করতেন। শ্রীধর হুই শাক্ত হলেও তিনি ধর্মঠাকুরের থানের ওপর খড়্গহস্ত হননি। তাই লাউ সেন প্রতিষ্ঠিত দুটি ধারাই অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পালিত হতে লাগল।

জলদস্যু শ্রীধর হুই ময়নাগড় ও ময়নার সাধারণ মানুষের ওপর কখনও অত্যাচার করেননি। কিন্তু শ্রীধর ধীরে ধীরে উৎকলবংশীয় রাজাদের অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। উৎকলের গজপতিবংশীয় রাজবংশের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন কালিন্দীরাম। কালিন্দীরামের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ ছিলেন গোবর্ধন সামন্ত। এই গোবর্ধন সামন্ত শ্রীধর হুইকে পরাজিত করে ময়নাগড় দখল করেন। এখানে উৎকলের সঙ্গে বঙ্গভূমির একটি সংযোগ দেখা যায়, যা ছিল খুবই বক্রগতিতে প্রবাহিত ইতিহাস। আমরা তার খানিকটা তুলে ধরব, তাহলে সেই যুগটি এবং ময়নাগড়ের ইতিহাস আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

গঙ্গাবংশানুচরিতম গ্রন্থ অনুযায়ী গঙ্গাবংশীয় নরপতি চতুর্থ ভানুদেব তাঁর মন্ত্রী কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-১৪৬৬)-এর মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর অধীনে বালিসীতাগড়ে, অধুনা সবং অঞ্চলে কালিন্দীরাম সামন্ত নামে এক সেনাপতি বাস করতেন। মহাভারতের যুগে তাম্রধ্বজ রাজার অধীনে ছিল এই সবং বা বালিসীতাগড়। সেই যুগেই এখানে একটি গড় নির্মিত হয়। সেই গড়ে বসবাসকারী কালিন্দীরামই ছিলেন বর্তমান ময়নাগড়ের রাজা বাহুবলীন্দ্রদের পূর্বপুরুষ।

কালিন্দীরামের থেকেই এঁদের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই বাহুবলীন্দ্র পরিবার মূলত উৎকলদেশীয় বলে মনে হয়। কারণ, এঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন উৎকল সাম্রাজ্যের জলৌতি নামে একটি দণ্ডপাট বা প্রদেশের শাসনকর্তা। 'জলৌতি'-র শাসনকেন্দ্র ছিল বালিসীতাগড় বা সবং। এদের বংশলতিকা যা গদাধর ভট্ট সংগৃহীত, তা হল এইরকম।- কালিন্দীরাম সামন্ত (১৪৩৪-'৫৩) ধরণীধর সামন্ত (১৪৫৩-'৭৪) বৈষ্ণবচরণ সামন্ত (১৪৭৪-১৫১৬) চৈতন্যচরণ সামন্ত (১৫১৬-'৪০) নন্দীরাম (১৫৪০-'৬১) গোবর্ধন সামন্ত (১৫৬১-১৬০৭)। শোনা যায় মহাপ্রভু ১৫২০-তে নীলাচলে যাওয়ার পথে বৈষ্ণবচরণ সামন্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ তাঁর সাধুচরিত্র ও ভগবদ্ভক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করে যে নিজের পুত্রের নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যচরণ' রাখেন। এই সময় উৎকলের শাসক ছিলেন প্রতাপরুদ্র দেব (১৪৯৭-১৫৪০)। তিনিও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্র দেবের জীবনের কষ্টদায়ক দিকটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের কাছে পরাজিত হন। মন্ত্রী তাঁকে শুধু সিংহাসনচ্যুত করলেন না, তাঁর আঠারোটি পুত্রকে হত্যাও করলেন। নীলাচলের আঠারো নালা আজও সেই দুঃখপ্রদ ঘটনার সাক্ষী।

প্রতাপরুদ্র দেবের পরাজয় উৎকলের রাজত্বে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাল। দিন এগিয়ে গেল, যখন নন্দীরাম সামন্ত ও তাঁর পুত্র গোবর্ধন সামন্ত দণ্ডপাট শাসন করছেন তখন দ্রাবিড় দেশের তেলেঙ্গানা থেকে এসে, মুকুন্দ হরিচন্দন বা হরিশ্চন্দ্র, গোবিন্দ বিদ্যাধরের পৌত্র নরসিংহ বিদ্যাধরকে সিংহাসনচ্যুত করে উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তখন ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দ। এদিকে, শ্রীধর হুইয়ের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত পিংলার তিলদাগঞ্জ বা তিলেশ্বরীগঞ্জের বণিকগণ ক্রমাগত গোবর্ধন সামন্তকে সেই অঞ্চলে শাসনকেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।

গোবর্ধন ছিলেন অসামান্য গুণের অধিকারী। তিনি সেই তিলদাগঞ্জে একটি গড় তৈরি করেন। অর্থাৎ, বালিসীতাগড় বা সবং অঞ্চলে একটি গড় ছিল। আবার তিলদাগঞ্জ অঞ্চলে আরেকটি গড় নির্মিত হল। শুধু তাই নয়, গোবর্ধন সামন্ত শ্রীধর হুই-এর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ কৃষকদের অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ করে তুললেন। গোবর্ধন সামন্ত মেদিনীপুরের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই।

তেলেঙ্গানার হরিশ্চন্দ্র যেই উৎকলের শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন সঙ্গে সঙ্গে সবং-এর গড়ে থেকে গোবর্ধন নিজেকে স্বাধীন রূপে ঘোষণা করলেন এবং উৎকল রাজকে কর দিতে অগ্রাহ্য করলেন। তাঁকে অধীনে আনার জন্য সৈন্য প্রেরিত হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ করা সত্ত্বেও গোবর্ধন সামন্ত যুদ্ধে পরাজিত হলেন এবং বন্দি হলেন।

রাজমহলের অদূরেই ছিল বন্দিশালা। রাতে সেই বন্দিশালায় গোবর্ধন সামন্তের গান শুনে মুগ্ধ হলেন উৎকলরাজ। যখন জানলেন তখন গোবর্ধন সামন্তের দেবদুর্লভ চেহারা, মল্লযুদ্ধে ও খড়্গচালনায় নিপুণতা, উপরন্তু সংগীতবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখে উপলব্ধি করলেন এইরকম গুণী ও বীর মানুষের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তিনি গোবর্ধন সামন্তকে রাজচ্ছত্র, চামর, বাণ, ডঙ্কা, যজ্ঞোপবীত রাজচিহ্ন আর রাজা, আনন্দ, বাহুবলীন্দ্র -এই তিনটি উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে গোবর্ধন সামন্ত হন রাজা গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

নতুন উৎকল রাজের আগমনে গোবর্ধন বাহুবলীন্দ্র যেমন স্বাধীন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনিই শ্রীধর হুইও উৎকলরাজকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। উৎকলরাজ্য এতদিন নৌশক্তিতে দুর্বল ছিল। এখন গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের পরে তা আর দুর্বল রইল না। উৎকলরাজ গোবর্ধন বাহুবলীন্দ্রকে শ্রীধর হুইকে পরাস্ত করার জন্য অনুরোধ করলেন। এইবার গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র শ্রীধরকে হটিয়ে ময়নাগড় দখল করলেন। স্মরণে রাখতে হবে, এই বাহুবলীন্দ্র পরিবারের সঙ্গে তিনটি দুর্গের ইতিহাস জড়িয়ে আছে, সবং বা বালিসীতাগড়, তিলদাগঞ্জ ও শেষ ময়নাগড়। তবে একথা বলাই যায়, ময়নাগড়ই এই পরিবারের প্রকৃত গড় হয়ে ওঠে।

গোবর্ধনানন্দ ময়নাগড় দখল করে ওই গড়ের নতুন সংস্কারকার্য শুরু করেন। তিনি পরিখা খননের মাধ্যমে দুর্গটিকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলেন। এরপর 'গোবর্ধনানন্দ তিলদাগঞ্জ থেকে 'ধর্মের গড়' ময়নাগড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তারপর পূর্বপুরুষদের মতো ওডিশার সার্বভৌম গজপতিগণ কর্তৃক অনুমোদিত পৌষী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে অভিষিক্ত হন।

প্রবাদ, এই উপলক্ষ্যে যজ্ঞার্থ ছয় মন সমিধ পোড়ানো হয়। সেই থেকে প্রতি বৎসর পৌষী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হত যা ১৯৩৮-এ নারায়ণানন্দ বাহুবলীন্দ্রের সময় থেকে কুলদেবতা শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দরজিউর পাদপদ্মে সমর্পিত। ইতিপূর্বে রাজা গোবর্ধন আরও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন তিলদাগঞ্জে। যেখানে নারায়ণগড়ের রাজা শ্রীমধুসূদন বল্লভ ও শ্রীচন্দ্রপাল মহারাষ্ট্রের সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ময়নাগড়ে যেমন লোকেশ্বর শিব, তিলদাগঞ্জে তেমন তিলেশ্বর শিব। এই মন্দিরের অদূরে বাহুবলীন্দ্রদের পরিত্যক্ত রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তবে ১৯৪৪ সালের বন্যা বালসীতাগড় চিরতরে গ্রাস করে।'(কিল্লা ময়নাচৌরা, ডঃ কৌশিক বাহুবলীন্দ্র।)

গ্রন্থের এই প্রতিবেদন থেকে তিলদাগঞ্জে এখনও গড় আছে কি না তা স্পষ্ট হল না। গ্রন্থে নারায়ণগড়ের রাজার নামটি আমাদের মনে হয় সঠিক লেখা হয়নি। কারণ, আমরা এই রাজপরিবারের গৃহদেবতার ইতিহাস অন্বেষণে দেখেছি তাঁরা ওডিশার রাজপরিবারের মাধ্যমে শ্রীচন্দন উপাধি লাভ করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, নাম উল্লেখে একটু ভ্রান্তি আছে।

যাই হোক, আমরা দেখেছি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব এই পরিবারের ওপরও পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারে শ্রীকৃষ্ণ আরাধিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। এই শ্রীশ্রী রাধেশ্যামসুন্দরজিউ-এর প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবচরণ সামন্ত করে যাওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। নারায়ণানন্দ কেবল রাজ অভিষেককে দেবতার অভিষেকে পরিণত করেছিলেন কি?

বাহুবলীন্দ্র পরিবারের কুলদেবতা স্থানীয় মানুষের কাছে অত্যন্ত জাগ্রত অস্তিত্ব। এই দেবতাকে পূজা করলে পুত্রসন্তান লাভ হয়। অনেকের অনেকগুলি কন্যাসন্তান থাকায় একটি পুত্রসন্তানের কামনা থাকে। শ্যামসুন্দরজিউ-এর কাছে মানত করলে পুত্রসন্তান লাভ হয়। কিন্তু এখানে একটি শর্ত থাকে। সেটি হল নবজাতকের নাম রাখতে হবে শ্যামসুন্দর।

শ্যামসুন্দরজিউ-এর রাস উৎসব এই অঞ্চলের অত্যন্ত জমকালো উৎসব। বাহুবলীন্দ্র পরিবারের অধিকৃত এই ময়নাগড় দুটি পরিখার মাধ্যমে বেষ্টিত। পরিখা খুব গভীর না হলেও সেখানে রাসের সময় নৌকাবিহার করেন শ্যামসুন্দরজিউ। তাঁর এই নৌকাবিহার দেখার মতো উৎসব।

এই রাজ পরিবারের ইতিহাস আমাদের জানায় রাজ অন্তঃপুরে মেয়েদের খুব কঠোরভাবে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। যে ঘাট দিয়ে শ্যামসুন্দর রাসলীলায় নৌকাবিহার করতে যেতেন সেই ঘাটে নববধূর পালকি শুদ্ধ নৌকা এসে থামত। সেখান থেকে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলার দল একবার বধূকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলে সেই অন্তঃপুর ছেড়ে বের হওয়ার উপায় ছিল না। এমন কি নিজেদের ঘর ছেড়ে তারা অন্যের ঘরে গিয়ে আড্ডাও দিতে পারতেন না।

কিন্তু রাসের সময় যখন কাছারি ঘরে শ্যামসুন্দর দর্শন দিতেন, তখনই বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখতে পেতেন। চিকের মধ্য দিয়ে রাসলীলা ও তার উৎসব দেখতে পেতেন বলে রাস বাহুবলীন্দ্র পরিবারে আনন্দ বহন করে আনত।

বর্তমান শ্যামসুন্দর মন্দিরের সম্মুখে একটি কাঁঠাল গাছ সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বহু শতাব্দীপ্রাচীন এই কাঁঠাল গাছ যেন প্রাচীন দিনগুলির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীশ্রী রাধেশ্যামসুন্দরজিউর মন্দির ছাড়াও শ্রীশ্রী লোকেশ্বরজিউর মন্দির আছে, ধর্মঠাকুরের থান প্রথম পরিখা আর দ্বিতীয় পরিখার মধ্যস্থলে। সেখানেই এক কোণে আছে সুফি পিরের দরগা। আরেক কোণে ধর্মঠাকুরের মোহান্তদের সমাধি মন্দির। দুই পরিখার বাইরে জনবসতির মধ্যেই দেখা যায় রাধেশ্যামসুন্দরজিউ-এর রাসমঞ্চ। দুটি পরিখা অতিক্রম করে সাধারণের কাছে উপস্থিত হন শ্যামসুন্দরজিউ। ধর্ম ভাবনার বিবর্তনের ধারাটি এই রাজপরিবারের ইতিহাসে ও ময়নাগড়ের পরিকাঠামোয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বাহুবলীন্দ্র রাজপরিবারের সেই জমকালো ঐতিহ্য শেষ হয়ে গিয়েছে বহুকাল আগে। লাউ সেনের ধ্বংসে পরিণত রাজবাড়ির মতো অগম্য না হলেও রাজমহলের অনেক অংশ এখন ব্যবহার করার অযোগ্য। একটি ঘরে বিচিত্র আকৃতির অনেকগুলি তাক। কোনওটা ত্রিভুজ, কোনওটা চতুর্ভুজ। জ্যামিতিক নিয়ম মেনে তাকগুলি কেন তৈরি হয়েছিল, তার কারণ জানা যায় না। একটি তালাবদ্ধ বিরাট ট্রাংক দেখে অনেকেই আশা করেন, হয়তো এর মধ্যে রয়েছে কিছু গুপ্তধন। ময়নাগড়ের ইতিহাসের সঙ্গে ভূত ও গুপ্তধন জড়িয়ে আছে আর তার সঙ্গেই জাগ্রত আছেন শ্রীশ্রী রাধেশ্যামজিউ আর লোকেশ্বর শিব।

ছবি : স্বপন দলুই

বর্তমান শ্যামসুন্দর মন্দিরের সম্মুখে একটি কাঁঠাল গাছ সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বহু শতাব্দীপ্রাচীন এই কাঁঠাল গাছ যেন প্রাচীন দিনগুলির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীশ্রী রাধেশ্যামসুন্দরজিউর মন্দির ছাড়াও শ্রীশ্রী লোকেশ্বরজিউর মন্দির আছে, ধর্মঠাকুরের থান প্রথম পরিখা আর দ্বিতীয় পরিখার মধ্যস্থলে। সেখানেই এক কোণে আছে সুফি পিরের দরগা।

ইএসজি-তে টেকসই বিনিয়োগের রহস্যভেদ

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

পরিবেশ রক্ষা এবং উষ্ণায়ন প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে জি২০। পৃথিবীর বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণ, কার্বন নির্গমন রোধ, প্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার সীমিত করাকে পাখির চোখ করেছে ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতি। এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শিল্প সংস্থাগুলির। অনেক বহুজাতিক সংস্থা এখন পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কাঠামো তৈরির দিকে নজর দিয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতি তথা জীবজগৎ উপকৃত হচ্ছে, তেমনই সুরক্ষিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ। পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ আদতে তাদের টিকে থাকতে সাহায্য করছে। পরিবেশগত বিষয় ছাড়াও সংস্থাগত স্থায়িত্বের অন্যান্য দিক রয়েছে। যেগুলির ওপর সংস্থায় লগ্নির স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। যাকে এককথায় টেকসই বিনিয়োগ বলা হয়।

টেকসই বিনিয়োগ কাকে বলে?

লগ্নির নিরাপত্তা এবং বাড়-বৃদ্ধির সঙ্গে এর বৈচিত্র্যময়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর জন্য আপনাকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। লগ্নির পরিসর যত বাড়বে, বৈচিত্র্য ততই বৃদ্ধি পাবে। যা আপনার বিনিয়োগকে আড়েবহরে বাড়িয়ে তুলবে। বিনিয়োগ টেকসই হবে।

টেকসই বিনিয়োগের জন্য লগ্নিক্ষেত্র বা সংস্থা বাছাইয়ের সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। লগ্নির জন্য বাছাই করা সংস্থাটির সামাজিক অবদান সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা থাকতে হবে। উৎপাদন-বাণিজ্যের সমানুপাতে সংস্থার সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় হলে বিনিয়োগও টেকসই হয়। কার্বণ নিগর্মন কমানো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিং ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার শুধু সমাজ বা জাতিকে নয়, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে আপনার জীবনযাত্রাকেও স্থিতিশীল করে। এই বিনিয়োগ কৌশলকে বলা হয় ইএসজি বা পরিবেশ, সামাজিক এবং পরিচালনা (environment, social and governance)।

পরিবেশ

এটি সংস্থার ওপর পরিবেশের প্রভাবকে ইঙ্গিত করে। এর মধ্যে রয়েছে কার্বন নির্গমন, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়। যেসব বিনিয়োগকারী ইএসজিকে বিনিয়োগের একক হিসাবে গণ্য করেন তাঁদের কাছে এগুলি হল সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির মাপকাঠি। ইএসজি যে শুধু লগ্নির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাই নয়, এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পায়। অর্থাৎ, আপনার সম্পদ বাড়ানোর কৌশল প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ বাঁচাতে সাহায্য করে।

সামাজিক

ইএসজিতে Social অর্থাৎ সামাজিক শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মানুষ একটি সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের ভালো-মন্দ আমাদের জীবনযাত্রায় গভীর প্রভাব ফেলে। কর্মক্ষেত্রের অবস্থা, মানবাধিকার, জীবনযাপনে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তিতে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। তাই বিনিয়োগকারীদের কাছে সংস্থাগত সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। যেসব সংস্থা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের পণ্য ও পরিষেবার প্রতি উপভোক্তাদের আকর্ষণ, উৎপাদনকেন্দ্রের আশপাশের বাসিন্দাদের সমর্থন ও শ্রমিকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। যা সংস্থার স্থিতিশীলতা এবং সাফল্যকে তুলে ধরে।

পরিচালনা

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কিছু আইনি দায়বদ্ধতা রয়েছে। সংস্থার ক্ষেত্রেও যা কার্যকর হয়। লগ্নি করার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়মানুবর্তিতার আঁচ পাওয়া জরুরি। যেসব সংস্থা সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়ম এবং মাপকাঠি ঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাদের পরিচালনার মানও উন্নত হয়। তারা শেয়ার হোল্ডারদের অধিকারের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ থাকে।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

ইএসজিতে বিনিয়োগ দুই ভাবে করা যায়। এক, সরাসরি। দুই, কারও মাধ্যমে।

সরাসরি বিনিয়োগ : ইএসজি-র আওতায় কোনও সংস্থায় সরাসরি লগ্নি টেকসই বিনিয়োগের অন্যতম উপায়। এর ফলে ফেরত লাভের (রিটার্ন) সম্ভাবনা যেমন বাড়ে, তেমনই লগ্নির নিরাপত্তাও বেশি থাকে।

মাধ্যম : আজকাল বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজাররা ইএসজি-র ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিচ্ছে। তাদের মাধ্যমেও বিনিয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে সংস্থা বাছাইয়ে বাড়তি সুবিধা মিলতে পারে। পাশাপাশি মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে করা বিনিয়োগ নানা সংস্থায় ছড়িয়ে যাওয়ায় কোনও একটি সংস্থায় লগ্নির ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।

উপসংহার

ইএসজি এমন একটি টেকসই বিনিয়োগ কৌশল যা সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য অবদান রাখে। আবার একই সঙ্গে মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে। এটি পরিবেশগত সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছ পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি সংস্থা এবং লগ্নিকারী দু-পক্ষকেই আকর্ষণ করে।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের প্রথম ও শেষ লেনদেনের দিনে বড় পতন আরও নীচে নামাল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটিকে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৬,৬১৯.৩৩ এবং নিফটি ২৩,২০৩.২০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ও নিফটির পতন হয়েছে যথাক্রমে ৭৫৯.৫৮ এবং ২২৮.৩ পয়েন্ট। সূচকের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল—

■ আগামী ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে আমেরিকার স্বার্থ দেখার প্রতিশ্রুতি বিশ্বজুড়ে আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিতে তিনি বড়সড়ো পরিবর্তন আনতে পারেন। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলির বাণিজ্য অনেকাংশই আমেরিকা নির্ভর। এই দেশগুলির অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন হতে পারে। যার প্রভাব সার্বিকভাবে পড়ছে।

■ তৃতীয় কোয়ার্টারে বেশ কয়েকটি প্রথম সারির সংস্থার হতাশাজনক ফল শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

■ মার্কিন ডলার ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ায় এদেশ থেকে লগ্নি সরানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। অন্যদিকে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি সেভাবে ক্রেতার ভূমিকা না নেওয়ায় সূচকের পতন চলছে।

শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতা এখন চলবে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে সুদের হার নিয়ে বৈঠকে বসবে আমেরিকার শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। ওই বৈঠকে সুদের হার কমানো হবে কি না তা নিশ্চিত না হওয়ায় অস্থিরতা বেড়েছে শেয়ার বাজারে। তারপরে ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট ঘিরে শিল্প মহলের প্রত্যাশা অনেক। বাজেটের আগে এমন অস্থিরই থাকে শেয়ার বাজার। তারপরের বড় ইভেন্ট হল মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় বৈঠকে বসবে রিজার্ভ ব্যাংকের এই কমিটি। ওই বৈঠকে এদেশে সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় কি না সেদিকেও নজর রয়েছে লগ্নিকারীদের। সবমিলিয়ে আগামী ২-৩ সপ্তাহ বড় অঙ্কের উত্থান-পতন হতে পারে শেয়ার বাজারে।

এমন আবহে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে লগ্নিকারীদের। নিজেদের পোর্টফোলিও গুছিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি পতনে ভালো শেয়ার কেনার পরিকল্পনা করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পাশাপাশি শেয়ার নির্বাচনে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যদিকে ফের শক্তি সঞ্চয় করছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপো। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সোনা ও রুপোর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **টিভিএস মোটর :** বর্তমান মূল্য-২৩০১.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৯৫৮/১৮৭৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২১৫০-২২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৯৩২৯, টার্গেট-২৮০০।

■ **আদিত্য বিড়লা এফআরএল :** বর্তমান মূল্য-২৭৪.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৪/১৯৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৫৫-২৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯৪২৬, টার্গেট-৩৫০।

■ **এলআইসি হাউসিং ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৫৬২.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২৭/৫৩১, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪০-৫৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৯৫২, টার্গেট-৬৮২।

■ **পিএনসি ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৩০৯.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ৫৭৫/২৭৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২৭৫-২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৯৩৪, টার্গেট-৪৩৫।

■ **পেট্রোনেট এলএনজি :** বর্তমান মূল্য-৩২৪.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৪/২৪০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩০০-৩১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৮৭২০, টার্গেট-৪১০।

■ **মোসচিপ টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-২০৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৭/৮৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৯০-২০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৫৫, টার্গেট-৩৭২।

■ **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-১০০.২৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮/৯০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯২-৯৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫৬৩১, টার্গেট-১৪৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : কোল ইন্ডিয়া

● **সেক্টর :** কোল মাইনিং ● **বর্তমান মূল্য :** ৩৮৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৩৬১/৫৪৫ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৩৮৮৯৮ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ১৫৬.০৯ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৬.৫৮ ● **ইপিএস :** ৫৮.৫১ ● **পিই :** ৬.৬৩ ● **পিবি :** ২.৪৯ ● **আরওসিই :** ৯৪.৩ ● **আরওই :** ৯২.৬ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪৮০

একনজরে

■ কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের অধীন এই সংস্থা একটি 'মহারত্ন কোম্পানি'।

■ কয়লা উৎপাদনের নিরিখে কোল ইন্ডিয়া বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা।

■ দেশের ৮টি রাজ্যে খনি রয়েছে এই সংস্থার। এছাড়াও আফ্রিকার মোজাম্বিকে কয়লা খনির মালিকানা আছে কোল ইন্ডিয়ার।

■ দেশের মোট কয়লা উত্তোলনের ৮০ শতাংশই কোল ইন্ডিয়ার।

■ কোল ইন্ডিয়ার উত্তোলিত কয়লার ৮২ শতাংশ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। এছাড়াও ইস্পাত, সিমেন্ট, সার ইত্যাদি উৎপাদনেও কয়লা ব্যবহার করা হয়।

■ সোলার এবং রিনিউয়েবল এনার্জি উৎপাদনেও পা রেখেছে এই সংস্থা।

■ কোল ইন্ডিয়ার ঋণের অঙ্ক নগণ্য।

■ নিয়মিত উঁচু হারে ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কোল ইন্ডিয়ার আয় ৩০,৬৭২ কোটি এবং নিট মুনাফা ৬,২৮৯ কোটি হয়েছিল। তৃতীয় কোয়ার্টারে তা আরও বাড়তে পারে।

■ মতিলাল অসওয়াল, এমকে গ্লোবাল, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

রিলায়েন্সের ভালো ফলেও রক্ষা পেল না নিফটি

বোধিসত্ত্ব খান

২০২৫ শুরুটা ভালো হলেও মধ্য জানুয়ারিতে শেয়ার বাজার একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বকালীন উচ্চতা ২৬,২৭৭.৩৫ পয়েন্ট থেকে ৩,০৭৩.৬৫ পয়েন্ট বা ১১.৬৯ শতাংশের পতন দেখেছে নিফটি বিগত কয়েক মাসে। সেনসেক্স তার সর্বকালীন উচ্চতা ৮৫,৯৭৮.২৫ পয়েন্ট থেকে ৯,৩৫৮.৩২ পয়েন্ট বা ১০.৮৮ শতাংশ পতন দেখেছে। প্রায় ৪,৫০০ কোম্পানির মধ্যে এখনও অবধি যারা তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে ছবিটা খুব একটা উৎসাহবর্ধক নয়। এদের ৪৭ শতাংশ কোম্পানির ফলাফল প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফল করতে পারেনি। সদ্য প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ফলাফলের পর বড় পতনের মুখ দেখেছে এইচসিএল টেক, ইনফোসিসের মতো নিফটি ৫০'এর কোম্পানিগুলি। পতন দেখেছে অ্যাক্সিস ব্যাংক।

এইচসিএল টেকের ফল গত তেরোটি কোয়ার্টারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলেও কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে কোম্পানির বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক থাকার বক্তব্য রাখার ফলে এই স্টকে পতন আসে। ইনফোসিসের ফলাফল ভালো হলেও কোম্পানি নতুন করে খুব বেশি কর্মসংস্থান করতে পারবে কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়ার ফলে এই শেয়ারে বিক্রির চাপ চলে আসে। অ্যাক্সিস ব্যাংকের মুনাফা খারাপ আসেনি। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের চাপ বৃদ্ধি করেছে তার গ্রস এনপিএ (গ্রস নন পারফর্মিং অ্যাসেট), যা দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১.৪৪ শতাংশের থেকে বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪৬ শতাংশ এবং নেট এনপিএ যা ০.৩৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৩৫ শতাংশে। শুক্রবার অ্যাক্সিস ব্যাংকের শেয়ারদরে পতন আসে ৪.৫২ শতাংশ।

আইটি কোম্পানি উইপ্রো অবশ্য বেশ ভালো ফল করেছে। বিগত তেরোটি কোয়ার্টারের মধ্যে ডিসেম্বর কোয়ার্টারেই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে। তাদের মোট লাভ দাঁড়িয়েছে ৩৩৬৭ কোটি টাকা। শুক্রবার একই সঙ্গে আইটি কোম্পানিগুলি এবং প্রাইভেট ব্যাংকগুলির শেয়ারে বড় পতন আসে। ফলে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ খুব ভালো ফল করলেও তা বাজারকে বাঁচাতে পারেনি। রিলায়েন্সের কনসলিডেটেড লাভ দাঁড়িয়েছে মোট ২১,৯৩০ কোটি টাকা। যা তাদের যে কোনও কোয়ার্টারের হিসেবে সর্বকালীন বেশি লাভ। তাদের মূল বিজনেস ভার্টিকাল বা ব্যবসাগুলি যেমন অয়েল টু কেমিক্যালস, জিও প্ল্যাটফর্ম এবং রিটেল— এরা সবাই ভালো করেছে।

বিগত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারের তুলনায় জিও প্ল্যাটফর্ম ২৬ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়েছে ৬,৮৬১ কোটি টাকায়। এই ব্যবসাটি ৩৩ লক্ষ নতুন গ্রাহক যোগ করেছে। বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা ৪০.২১ কোটি। তাদের রিটেল ব্যবসা বিগত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারের থেকে ১০ শতাংশ বেশি লাভ বৃদ্ধি করেছে এবং তা দাঁড়িয়েছে ৩,৪৫৮ কোটি টাকায়। অয়েল টু কেমিক্যালস ভার্টিকাল ৬ শতাংশ রেভেনিউ বৃদ্ধি করেছে ইয়ার অন ইয়ার। তাদের বাজারে মোট ধার রয়েছে ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা। ক্যাশ এবং ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট দাঁড়িয়েছে ২.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ নেট ডেট ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। ভালো রেজাল্টের কারণে রিলায়েন্সের শেয়ারদর শুক্রবার ২.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

তবে বাজার বর্তমানে বেশ কয়েকটি কারণের জন্য বিব্রত। এফআইআইদের বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই তারা ৪৬,৫৭৬.০৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। যদিও ডিআইআইরা এই সময়কালে ৪৯,৩৬৭.১৪ কোটি টাকার শেয়ার কিনে বাজারকে আরও বেশি পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। দ্বিতীয় চিন্তার কারণ ডলারের ক্রমাগত টাকার তুলনায় দাম বৃদ্ধি হয়ে চলা। বর্তমানে প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৮৬.৫৮ টাকায়। ২০২৪ সালের ১৮ জানুয়ারি প্রতি ডলার ট্রেড করেছিল ৮৩.১৬ টাকায়। অর্থাৎ টাকায় প্রায় ৪.১১ শতাংশের কাছে পতন এসেছে। ডলার শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণে ভারতে মূল্যবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা।

তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে, কর্পোরেট প্রফিট যা ভাবা হয়েছিল তার তুলনায় ভালো করতে পারবে কি না, এমন সন্দেহ তৈরি হওয়া। প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারলে বিনিয়োগকারীরা হতাশ হবেন, এটাই স্বাভাবিক। চতুর্থ, ২০ তারিখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথগ্রহণ করবেন। তারপর তিনি কী করেন তার জন্য বাজার অপেক্ষা করবে। উপরন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার ওপর পরোক্ষে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিদায় নিচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। ফলে ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব এবং তা ভারতের তেল কোম্পানিগুলির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে শেয়ার বাজার

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেষ ষোলোয় জায়গা সিনার, সোয়াতেকের

স্ট্রেট সেটে জয়ের পর ইগা সোয়াতেক। শনিবার মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন জানিক সিনার। মহিলা সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে সহজ জয় ছিনিয়ে নিলেন ইগা সোয়াতেক। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সিঙ্গলসের পর ডাবলসেও ভারতের আরও একটি প্রদীপ নিভল।

শনিবার রড লেভার এরিনায় সিনারের প্রতিপক্ষ ছিলেন এটিপি র‍্যাংকিংয়ে ৪৬ নম্বরে থাকা মার্কোস জিরন। জিরনের বিরুদ্ধে কোর্টে শুরু থেকেই দাপট দেখান ইতালিয়ান তারকা। সিনার প্রথম সেট জেতেন ৬-৩ গেমে। দ্বিতীয় সেটে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সিনারের মার্কিন প্রতিপক্ষ। তবুও বিশ্বের পয়লা নম্বর সেটটি জিতে নেন ৬-৪ গেমে। এর পরের সেটে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি ইতালিয়ান টেনিস তারকা। ৬-২ গেমে জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন সিনার।

এদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ডে মেদভেদেভকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন লার্নার তিয়েন। এদিন ফরাসি প্রতিপক্ষ কোরেন্টিন মৌতেতকে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিটও আদায় করে নিলেন তিনি। ২০০৫ সালে রাফায়েল নাদালের পর দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন ১৯ বছরের লার্নার। তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেয়েছেন অ্যালেক্স ডি মিনাউর। তবে ছিটকে গিয়েছেন টেলর ফ্রিৎজ ও কারেন খাচানভ।

এদিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে মসৃণ জয় পেয়েছেন সোয়াতেক। রড লেভার এরিনায় এমা রাদুকানুকে রীতিমতো কোণঠাসা করে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জেতেন পোলিশ টেনিস তারকা। প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাতের কোনও সুযোগই দেননি তিনি। ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-০। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এদিন ভারতের আরও একটি প্রদীপ নিভে গেল। পুরুষদের ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডেই শেষ হয়ে গেল শ্রীরাম বালাজি-রেয়েস ভারেলার দৌড়। পর্তুগিজ নুনো বর্জেস-ফ্রান্সিসকো কাপ্রাল জুটির কাছে হার মানলেন বালাজিরা। ম্যাচের ফল ৬-৭ (১/৭), ৬-৪, ৩-৬। প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে টিকে রয়েছেন রোহন বোপান্না। রবিবার মিক্সড ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে নামবেন তিনি।

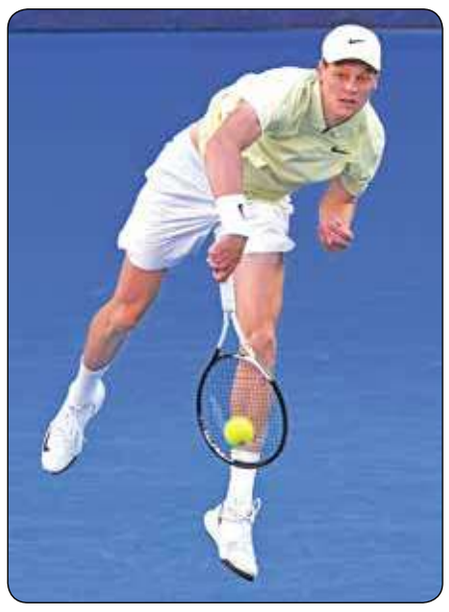

চতুর্থ রাউন্ডে ওঠার পথে জানিক সিনার। -এএফপি

> আমি কখনোই বলব না যে কোর্টে নির্মম ছিলাম। তবে আমি আক্রমণাত্মক টেনিস খেলতে ভালোবাসি। এই পদ্ধতি যতক্ষণ কাজ করছে, থামতে যাব কেন? -ইগা সোয়াতেক

> প্রতিটি ম্যাচে নিজস্ব চ্যালেঞ্জ থাকে। এদিন জিরন বেসলাইন থেকে ভালো খেলছিল। বিশেষত প্রথম সার্ভ। ওর রিটার্ন ফেরাতে সমস্যায় পড়েছিলাম। -জানিক সিনার

পয়েন্ট নষ্টেও মোলিনা নারাজ অজুহাতে

জয় হাতছাড়া করে হতাশ জেসন কামিংস, আলবার্তো রডরিগেজরা।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : অজুহাত দেওয়া একেবারেই না-পসন্দ তাঁর।

আগেও বলেছেন প্রতিপক্ষকে কটাক্ষ করে। এবার বললেন নিজের দল জামশেদপুরে গিয়ে ড্র করার পর। শুধু তাই নয়, এত গোল নষ্টের সমাধানসূত্রও যে বার করে উঠতে পারেননি সেই কথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করছেন না হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে প্রথমার্ধেই অন্তত তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ার কথা। একা লিস্টন কোলাসোই গোটা দুয়েক এবং জেমি ম্যাকলারেন সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। পরেও লিস্টনের সুযোগ নষ্টের বহরে সমর্থকরা ক্ষুব্ধ এই গোয়ানের উপর। সুযোগ নষ্টের কথা মেনে নিয়ে ম্যাকলারেন আড়াল করেন লিস্টনকে, 'শুধু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা সবাই সুযোগ নষ্ট করেছি বিশ্রিভাবে। তবে পরিস্থিতি আমাদের কাছে কঠিন ছিল। বিশেষ করে লম্বা বাস-সফরে ক্লান্তি বেড়েছে। তবু আমরা প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলাম। সেগুলো কাজে লাগানো উচিত ছিল। তবে এসব নিয়ে না ভেবে এখন আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে।' তাঁর দাবি, গ্রেগ স্টুয়ার্টকে বক্সে ফেলে দেওয়ার জন্য তাঁরা একটা পেনাল্টি পেতে পারতেন। মোলিনা অবশ্য কোনও অজুহাত দিতে রাজি নন। তিনি পরিষ্কার বলছেন, 'প্রথমার্ধে আমরা খুবই ভালো খেলি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। তখন আমরা সেভাবে ধারালো ফুটবল খেলতে পারিনি। ওদের গোলটা খুবই ভালো হয়েছে।' তিনি কেন খুশি নন তার ব্যাখ্যাও দেন, 'দ্বিতীয়ার্ধে শেষদিকে যখন খেলাটা ওপেন হয়ে যায় তখন আমরা অবধারিত তিন-চারটে সুযোগ নষ্ট করেছি। সেই জন্যই এই ফলে আমি খুশি নই। ম্যাচটা আমাদের জেতা উচিত ছিল।'

> প্রথমার্ধে আমরা খুবই ভালো খেলি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। তখন আমরা সেভাবে ধারালো ফুটবল খেলতে পারিনি। ওদের গোলটা খুবই ভালো হয়েছে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

তিনি অবশ্য লম্বা বাস-সফরের ক্লান্তি তত্ত্ব মানতে নারাজ। মোলিনার মন্তব্য, 'আমাদের ছেলেরা ক্লান্ত হয়নি। তাহলে শেষ ২০ মিনিট অত দৌড়তে পারত না। আমি কোনও অজুহাত দিতে চাই না। আমার দলের ছেলেরা ফিট। ওরা টানা ১০০ মিনিট খেলার ক্ষমতা রাখে। আসলে দিনটা আমাদের ছিল না। দলের অ্যাটাকাররা গোল করতে পারেনি বলেই এই ফল। এই সমস্যার সমাধান করতে আমাদের খাটতে হবে।' তবে তাঁর কোচিং জীবনে ফিনিশিং নিয়ে যে কখনও তাঁকে এত খাটতে হয়নি সেই কথাও বলেন মোলিনা, 'আমার কোচিং জীবনে কখনও ফিনিশিং নিয়ে এত পরিশ্রম করিনি। এখানে প্রতিদিন এই অনুশীলনে প্রচুর সময় দেওয়া হয়। তবে ছেলেদের নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কারণ লিগে সবথেকে বেশি গোল আমাদের। সম্ভবত সবথেকে ক্লিনশিটও আমাদের। সবথেকে কম গোল খেয়েছি। জামশেদপুরের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট পেলে ভালো হত। তবে খালি হাতে ফেরার থেকে এক পয়েন্ট ভালো।' এদিন সারাদিনই ফুটবলারদের বিশ্রাম দেন সারা রাত ফিরতি বাস-সফরের ক্লান্তি কাটাতে। রবিবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি আবার শুরু করবেন। এদিন বেঙ্গালুরু এফসি বনাম হায়দরাবাদ এফসি-র ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় খানিকটা হলেও স্বস্তি পেল বাগান শিবির।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি

নির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত বাগানের এজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : নির্বাচন ঘিরে মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ধুন্ধুমার। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা গড়াল হাতাহাতিতে। সব মিলিয়ে শনিবার সরগরম মোহনবাগান তাঁবু।

১৮ মার্চ মোহনবাগানের বর্তমান ক্লাব কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এদিন বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রাক্তন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু দ্রুত নির্বাচনের দাবি তোলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত জানান, মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে। এখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। প্রাক্তন সচিব গোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমান সচিব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে সেখান থেকে হাতাহাতিও হয়। এক মহিলা সদস্য হাতে চোট পান। তবে বেশিক্ষণ ঝামেলা চলেনি।

এজিএম শেষে দুই গোষ্ঠীই কিন্তু ঝামেলার বিষয়টিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। প্রাক্তন ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু বলেছেন, 'বড় পরিবারে এইরকম ছোটখাটো ঝামেলা লেগেই থাকে। আমাদের একটাই দাবি, স্বচ্ছভাবে দ্রুত নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। ১৮ মার্চ এই কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার মধ্যে নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলেই আমি আশাবাদী।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সচিব বলেছেন, ১৫ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিটির একটা বৈঠক ডাকবেন। সেখানে আমাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

> বড় পরিবারে এইরকম ছোটখাটো ঝামেলা লেগেই থাকে। আমাদের একটাই দাবি,স্বচ্ছভাবে দ্রুত নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু করা হোক।
>
> **সৃঞ্জয় বসু**
> প্রাক্তন মোহনবাগান সচিব

> এটা কোনও ঘটনাই নয়। আমরা স্পোর্টস ক্লাব। এই ধরনের উত্তেজনা হতেই পারে। কিছু সদস্য নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। তবে আমাদের কমিটির সকল সদস্যর একটাই মত, সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে।
>
> **দেবাশিস দত্ত**
> মোহনবাগান সচিব

এদিকে, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'এটা কোনও ঘটনাই নয়। আমরা স্পোর্টস ক্লাব। এই ধরনের উত্তেজনা হতেই পারে। কিছু সদস্য নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। তবে আমাদের কমিটির সকল সদস্যর একটাই মত, সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে।' তিনি পরে বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন কমিটির বৈঠক হবে। সেখানে যাঁরা নির্বাচনের দাবি করছেন, তাঁদেরও দুই-একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞরাও বৈঠকে থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

তবে দুই গোষ্ঠীর এই প্রকাশ্য বিবাদ নিয়ে বিরক্ত বেশকিছু সমর্থক। বার্ষিক সভা ছেড়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বলে গেলেন, 'এইভাবে সাধারণ সভায় দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে ঝামেলা ক্লাবের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করছে।' এদিনের সভায় কয়েকজন সদস্য শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নাম মোহনবাগান ক্লাবের নামে করার দাবি তুলেছিলেন। উত্তরে বাগান সচিব জানিয়েছেন, এই বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।

বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলি মিরান্ডার সঙ্গে এভ্রিক। শুক্রবার রিয়াল মাদ্রিদকে কোপা দেল রে-র শেষ আটে তোলার পর।

লখনউয়ের নেতৃত্বে কি ঋষভ, উত্তর মিলবে কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ২০২৫ সালের মেগা লিগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেতৃত্বে কাকে দেখা যাবে? আগামী সোমবার যার উত্তর

মিলতে চলেছে। দলের সদর দপ্তর কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সূত্রের খবর, যেখানে লোকেশ রাহুলের ফেলে যাওয়া জুতোয় কে পা গলাবেন, তার ঘোষণা করা হবে।

দলের নতুন জার্সির উদ্বোধন হতে পারে। যেখানে হাজির থাকার কথা দলের কয়েকজন ক্রিকেটারেরও।

২০২২ সালে আইপিএল সংসারে পা রাখে সুপার জায়েন্টস। প্রথম দুই মরশুমেই প্লে-অফে জায়গাও করে নেয় টিম লখনউ। তবে, গত লিগে ব্যর্থতার জেরে একেবারে সাত নম্বরে। এরমধ্যে মাঠের মধ্যে অধিনায়ক লোকেশকে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তার ধমক ঘিরে বিতর্কের জল বহুদূর গড়ায়।

লোকেশের বিদায়ে অধিনায়কের পদ শূন্য। ২১ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের নিকোলাস পুরানকে রেখে দেওয়ার পাশাপাশি রেকর্ড ২৭ কোটিতে ঋষভ পন্থকে নিলাম থেকে দলে নিয়েছে। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে ঋষভের পাল্লা ভারী। ২০২১-'২৪, চার বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্ব সামলেছেন।

নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ঋষভকে অধিনায়ক করার ইঙ্গিতও একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক পুরানের গুরুত্বও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দলে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার টি২০ অধিনায়ক আইডেন মার্করাম ও মিচেল মার্শও। লিডারশিপ গ্রুপে প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, নাকি নতুন আরও কোনও চমক অপেক্ষা করছে, সেটাই দেখার।

ম্যাচের সেরা হয়ে সুনীল সিং। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কোয়ার্টারে সিএসকে

বারবিশা, ১৮ জানুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল সিএসকে শ্রীরামপুর। শনিবার দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৮৭ রানে পিএসসি একাদশ কামাখ্যাগুড়িকে হারায়। টসে হেরে সিএসকে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২০৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুনীল সিং ৯২ রান করেন। পিন্টু রাউত ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে পিএসসি ১৭.৩ ওভারে ১২১ রানে গুটিয়ে যায়। অমর বালা ৩৪ রান করেন। রাঞ্চো ১৩ রানে নেন ৩ উইকেট। রবিবার খেলবে এবি একাদশ কোচবিহার এবং মাদারিহাট একাদশ।

ফাইনাল আজ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের ফাইনাল রবিবার হবে। অরবিন্দনগর ক্লাবের মাঠে খেলবে প্লেয়ার্স একাদশ ও বিএসসি ইস্টবেঙ্গল। যা নিয়ে ইতিমধ্যে স্থানীয় মহলে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

গোয়ায় দল নামাতেই হিমসিম ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : দল নামাতেই এখন মাথার চুল ছিঁড়তে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কোচকে। তবু সুপার সিক্সের আশা ছাড়তে রাজি নন অস্কার ব্রুজোঁ।

এফসি গোয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে রীতিমতো ছন্নছাড়া অবস্থা ইস্টবেঙ্গল শিবিরের। আগেই চোটের তালিকায় ছিলেন সাউল ক্রেসপো, মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকড়ারা। পরে জানা যায় আনোয়ার আলিরও পায়ের হাড়ে চিড় ধরেছে। চোটের জন্যই হোক কী অন্য কারণে, গত কয়েকদিন ধরে অনুশীলনে ছিলেন না হেক্টর ইউস্তেও। একইসঙ্গে ডার্বি ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় নেই সৌভিক চক্রবর্তী। এই রকম পরিস্থিতিতে পিঠের ব্যথায় কাবু ক্লেইটন সিলভা অবশ্য দলের সঙ্গে গেলেন উপায় না থাকায়। এছাড়াও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্লাবের জুনিয়ার দলের বেশকিছু ফুটবলারকে। কারণ নাহলে দল নামানোই দায় হয়ে হবে ব্রুজোঁর। বিশেষ করে ডিফেন্স নিয়ে বাড়তি চিন্তাভাবনা তাঁকে করতেই হবে। হিজাজি মাহেরের সঙ্গে লালচুংনুঙ্গাই সম্ভবত স্টপারে খেলবেন। এই দুইজনের সঙ্গে নীশু কুমারকে রেখে তিন ব্যাকে খেলাবেন কিনা সেটা এখনও অবশ্য পরিষ্কার নয়। আর তা না হলে ডার্বির মতো পিভি বিষ্ণুকেও নীচে নামিয়ে রাইটব্যাকে খেলাতে পারেন। এত কিছুর পরেও যে তাঁর দলের সদর্থক মানসিকতাই থাকে, সেই কথাই জানান ব্রুজোঁ, 'এখনও আমরা শেষ ছয়ের দৌড়ে আছি। অঙ্কের বিচারে ছিটকে যাইনি। তাই সদর্থক মানসিকতা নিয়েই নামবে আমাদের দল। আমার ছেলেরা এখনও লিগের যে কোনও দলের বিরুদ্ধে সমানতালে লড়ার মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামে।' এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের তুরুপের তাস হতে পারেন সদ্য দলে যোগ দেওয়া ভেনেজুয়েলার স্ট্রাইকার রিচার্ড সেলিস।

প্রথম দফায় ঘরের মাঠে ২-৩ গোলে এই গোয়ার বিরুদ্ধে হার মানতে হয়। তবে সেটা ছিল কার্লোস কোয়াদ্রাত জমানা। সেই সময় হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জার সম্মুখীনও হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ওই ম্যাচে গোয়ার হয়ে হ্যাটট্রিক করেন বোরহা হেরেরা। রবিবার হয়তো এই বোরহাকে ছাড়াই নামতে হত গোয়াকে কিন্তু তাদের আবেদনের ভিত্তিতে স্প্যানিশ মিডিয়োর লাল কার্ডের শাস্তি তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে নিজের প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে রবিবার ফতোরদায় দেখা যাবে বোরহাকে। লাল-হলুদ কোচ আবার এদেশে তাঁর প্রথম কোচিং জীবন শুরু করেন এই গোয়াতেই স্পোর্টি ক্লব দ্য গোয়ার হয়ে। এদিন তাই এখানে পৌঁছে খানিকটা স্মৃতিমেদুর ব্রুজোঁ। এখানেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই রকম বিশেষ একটা জায়গা থেকে তিনি যে গোয়া থেকে মনেপ্রাণে তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে চাইছেন, সেকথাও জানাতে ভোলেননি। অথচ এই মুহূর্তে তাঁর দল ফের হারের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে। মুম্বই সিটি এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পর এফসি গোয়ার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল। তবু হারার আগে না হারার শপথই একমাত্র সম্বল লাল-হলুদ বাহিনীর।

গোয়া পৌঁছানোর পর ইস্টবেঙ্গলের রিচার্ড সেলিস ও ক্লেইটন সিলভা।

আইএসএলে আজ

এফসি গোয়া বনাম ইস্টবেঙ্গল

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

সন্তোষজয়ীদের সংবর্ধনা দিল সবুজ-মেরুন

মোহনবাগান কর্তাদের সঙ্গে সন্তোষজয়ী বাংলা দল। শনিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার বার্ষিক সাধারণ সভার পরে সন্তোষ জয়ী বাংলা দলের ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিল মোহনবাগান ক্লাব। ক্লাবে বার্ষিক সভা চলার কারণে ট্রফি সহ বাংলা দলকে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয়। এদিন সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ নঈমুদ্দিন, প্রদীপ চৌধুরী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও বাংলার দুই সন্তোষ জয়ী কোচ সাবির আলি, মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিন সন্তোষজয়ী অধিনায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, অনুপম সরকার, রানা ঘরামি উপস্থিত ছিলেন।

মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলা দলকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

এদিন দুই সন্তোষজয়ী কোচ সাবির আলি ও মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় সংবর্ধনা দেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনকে। সংবর্ধনার পরে সঞ্জয় বলেছেন, 'মোহনবাগানের প্রতি আমার একটা আবেগ রয়েছে। এখানে দীর্ঘদিন কোচিং করিয়েছি। বর্তমান সন্তোষজয়ী দলের সদস্য নরহরি শ্রেষ্ঠাও আমার প্রশিক্ষণে সবুজ-মেরুনের হয়ে খেলেছে।' পরে চেন্নাইয়ের হয়ে আইএসএল খেলা অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়, জামশেদপুরের সৌরভ দাস, প্রণয় হালদারদের উদাহরণ দিয়ে বাংলার ক্লাবগুলিতে কেন বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা কম, সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

এদিকে, কলকাতা লিগে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড় নামানো বন্ধ করলে মোহনবাগানও কলকাতা লিগকে গুরুত্ব দেবে বলেই জানিয়েছেন ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত।

বড় জয় অভিযাত্রীর

ম্যাচের সেরা ঋক দাস। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শনিবার অভিযাত্রী ক্লাব ১৮৮ রানে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে অভিযাত্রী টসে জিতে ৪৪ ওভারে ২৭৭ রান তোলে। শুভদীপ সেন ৬২ রান করেন। তোতন শীল ও ম্যাচের সেরা ঋক দাসের অবদান যথাক্রমে ৫৭ ও ৫০। সন্তু সরকার ৪৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তুষার সিং (৪৮/৩)। জবাবে পতিরাম ২১ ওভারে ৮৯ রানে অল আউট হয়। কালাচাঁদ মৃধা ১৩ রান করেন।

সেমিতে থান্ডার

বারবিশা, ১৮ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল জিএল থান্ডার একাদশ। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১ উইকেটে বীরপাড়া রোহিত একাদশকে হারিয়েছে। টসে হেরে রোহিত ২০ ওভারে ১৩৯ রানে অল আউট হয়। রাজা খান ৩৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা গোরা পাঞ্জাব ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে থান্ডার ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪০ তুলে নেয়। সায়ন মণ্ডল ৩৭ রান করেন। রাজ খান ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। রবিবার খেলবে বাবুরহাট এমবি একাদশ এবং মেটলি ব্লু সাফায়ার্স।

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যোগাসনে সফল আলিপুরদুয়ারের প্রতিযোগীরা।

যোগায় প্রথম জ্যোতিস্মিতা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : মাটিগাড়া সায়েন্স সেন্টারে আয়োজিত ষষ্ঠ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে আলিপুরদুয়ারের ৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের বিভাগে জ্যোতিস্মিতা রায় প্রথম হয়। ২০ থেকে ৩০ বছর পুরুষদের গ্রুপে বিভাগে ধনঞ্জয় রায়ের স্থান দ্বিতীয়। চতুর্থ বর্ণিতা বর্মন ও নবনীল রায়।

৫ উইকেট মৃন্ময়ের

ম্যাচের সেরা মৃন্ময় দে সরকার।

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শনিবার টাউন ক্লাব ৪ উইকেটে যুব সংঘকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে যুব টসে জিতে ২৭.২ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। অর্ক সরকার ৩২ ও সৌরভ রাউত ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা মৃন্ময় দে সরকার ২০ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে টাউন ২৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। সায়েল সরকার ৪০ রান করেন। স্নেহাশিস মান্তা ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। *ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

শেষ চারে অপূর্ব সংঘ

মাদারিহাট, ১৮ জানুয়ারি : নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল অপূর্ব সংঘ। শনিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১১৭ রানে কৃষ্ণা গণেশ একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে অপূর্ব ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান তোলে। মানস রায় ৩৫ রান করেন। শুভ্রজিৎ ঘোষ ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কৃষ্ণা গণেশ ৮.৫ ওভারে ৫২ রানে গুটিয়ে যায়। বিবেক শর্মা ১৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিশাল আক্কি ৮ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। রবিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে টোটোপাড়া ও বীরপাড়া টাইগার ইলেভেন।

অনিশ্চিত বুমরাহকে রেখেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল

নেই সিরাজ, সহ অধিনায়ক শুভমান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, অর্শদীপ সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাদেজা।

এক নজরে

- অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জসপ্রীত বুমরাহ।
- হার্দিক পান্ডিয়া দলে থাকলেও শুভমান গিলই ফের সহ অধিনায়ক।
- প্রথমবার ওডিআই দলে ডাক পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল।
- জায়গা হয়নি মহম্মদ সিরাজের।
- ইংল্যান্ড সিরিজে বুমরাহর পরিবর্তে হর্ষিত রানা।

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটা সবে দুপুর বারোটা পার।

আলাদা আলাদা গাড়িতে একে একে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পা রাখলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। বাকিরাও এসে গিয়েছেন। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা অঙ্ক মেলানোর পালা। ঘণ্টা আড়াইয়ের প্রতীক্ষার পর অবশেষে দল ঘোষণা দুপুর তিনটে নাগাদ। একঝাঁক সমীকরণ ঘুরপাক খাচ্ছিল। জট ছাড়াতে ম্যারাথন নির্বাচনি বৈঠক। আশঙ্কা সরিয়ে এখনও 'আনফিট' জসপ্রীত বুমরাহকে রেখেই ১৫ জনের দল ঘোষণা। চোটের পর এখনও মাঠে ফিরতে পারেননি। ২ ফেব্রুয়ারি ফের স্ক্যান করা হবে। তারপরই ছবিটা পরিষ্কার হবে।

একঝাঁক যদি, কিন্তু মাথায় রেখেই বুমরাহ-বাছাই। রোহিত জানিয়েও দেন, এখনও তাঁরা নিশ্চিত নন বুমরাহকে নিয়ে। সাংবাদিক সম্মেলনে উৎকণ্ঠার প্রহর গোনার কথা আগরকারের গলাতেও। বলেছেন, 'সপ্তাহ পাঁচেক বোলিং থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ফের ওর চোট-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। আমরা আশাবাদী।'

চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটছে কুলদীপ যাদবেরও। বেঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব সারছেন। বোলিং শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবারই কুলদীপ মাঠে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আজ সেই ইঙ্গিতে সিলমোহর নির্বাচকদের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ইংল্যান্ড সিরিজে ডাক।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বুমরাহ বর্তমানে ক্রিকেট প্রক্রিয়া অবশ্য নেই। পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হর্ষিত রানাকে। বাকি দুই পেসার মহম্মদ সামি, অর্শদীপ সিং। আগরকারের কথায়, সামির দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন চলে না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ওকে দলে রাখার মূল কারণ ছিল ওডিআই সিরিজের আগে যাতে ছন্দে ফিরতে সুবিধা হয়।

অর্শদীপ অপরদিকে বিজয় হাজারে ট্রফির সর্বাধিক উইকেট শিকারি এখনও পর্যন্ত। জায়গা হয়নি মহম্মদ সিরাজের। গত কয়েক বছরে ওডিআই দলের পেস ব্রিগেডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। যদিও ইংল্যান্ড এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি- কোনও দলেই নেই হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস।

সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। হার্দিক পান্ডিয়া দলে থাকলেও আগামীর ভাবনায় গিলকেই প্রাধান্য। গত শ্রীলঙ্কা সিরিজেও রোহিতের সহকারীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন শুভমান। ফের একই দায়িত্ব। রোহিত সরলে নেতৃত্বের প্রধান দাবিদারও, তা অনেকটাই পরিষ্কার এদিনের সিদ্ধান্তে।

প্রথমবার ওডিআই দলে ডাক যশস্বী জয়সওয়ালকে। ১৯টি টেস্ট ও ২৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। ৫০-৫০ ফরম্যাটে যদিও গুরুত্ব পাননি। বাকি দুই ফরম্যাটে ধারাবাহিকতার পুরস্কার, তৃতীয় ওপেনার হিসেবে একেবারে মেগা ইভেন্টে ডাক।

গত কয়েক মাসে অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া শ্রেয়স আইয়ার, অক্ষর প্যাটেলে ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা। মাঝে বিতর্ক, অফফর্মের কারণে কঠিন সময় কাটাতে হয়েছে শ্রেয়সকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং সাফল্যের সুফল পেলেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক।

গম্ভীর জমানায় অক্ষর সেভাবে সুযোগ না পেলেও তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন আগরকাররা। স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের জের বজায় রেখে ওডিআই টিমেও ঢুকে পড়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

জল্পনা থাকলেও বিজয় হাজারে ট্রফিতে সাতশো প্লাস ব্যাটিং গড়ের মালিক করুণ নায়ার ডাক পাননি। আগরকার জানান, নায়ারকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সাড়ে সাতশো ব্যাটিং গড় স্পেশাল। কিন্তু সবাইকে ১৫ জনের দলে রাখা সম্ভব নয়। পরে প্রয়োজন পড়লে (কারও চোটআঘাত লাগলে) নায়ারের নাম অবশ্যই গুরুত্ব পাবে।

উপমহাদেশীয় উইকেটের কথা মাথায় রেখে দলে চারজন স্পিনার। হার্দিক সহ চারজন পেসার। ভারসাম্য বাড়াতে এরমধ্যে চার-চারজন অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ড সিরিজের ওডিআই দলে একটাই পরিবর্তন, বুমরাহর বদলে হর্ষিত। আগরকারের দাবি, এটাই সেরা দল। তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা, বর্তমান ফর্ম যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু। ২৩-এ পাকিস্তান দ্বৈরথ। তার আগে অবশ্য ইংল্যান্ড সিরিজের ড্রেস রিহার্সালেই বোঝা যাবে আগরকারদের দল কতটা প্রস্তুত।

পার্লামেন্টে অ্যাটাক?

২০২৪ সালে ২৫ বছর বয়সে লোকসভা নির্বাচনে জিতে দেশের কনিষ্ঠতম সাংসদের নজির গড়েছিলেন প্রিয়া সরোজ। উত্তরপ্রদেশের মছলিশহর কেন্দ্রের সমাজবাদী পার্টির সাংসদের সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে বাগদানের জল্পনা চলছিল রিঙ্কু সিংয়ের। প্রিয়ার বাবা জল্পনা থামিয়ে বলেছেন, 'আমার বড় জামাইয়ের কাছে রিঙ্কুর পরিবার বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে।' তারপরও সামাজিক মাধ্যমে মিম তৈরি থামেনি। এক নেটিজেন লিখেছেন, 'কি ভেবেছিলেন বলিউডের কোনও নায়িকাকে বিয়ে করব? নাকি ইনস্টাগ্রামে রিলস বানিয়ে নাচা কোনও নিব্বিকে ঘরে তুলব? আমি রিঙ্কু সিং... সোজা পার্লামেন্টে অ্যাটাক করেছি।'

সূর্যদের জন্য থাকছে না বিশেষ ব্যবস্থা

চলে এল বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : কলকাতায় শুরু হয়ে গেল ক্রিকেটপক্ষ। বিকেল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত গভীর হওয়ার মধ্যেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সামিরা। কোচ গৌতম গম্ভীরও আজ পা রেখেছেন কলকাতায়।

গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের জন্য যে দশ দফা নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তার কপিও আজ বাংলা ক্রিকেট সংস্থায় এসে গিয়েছে। যার ফলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে থাকছে না বিশেষ কোনও ব্যবস্থা। দলের অধিনায়ক, তারকা ক্রিকেটাররা বরাবরই বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। অনেকেই সতীর্থদের সঙ্গে টিম বাসে যাতায়াত করেন না। বদলে আলাদা গাড়িতে মাঠ থেকে টিম হোটেলে যাওয়া আসা তাঁদের পছন্দের। অস্ট্রেলিয়া সফরে বিরাট কোহলিদের এমন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশে তুমুল বিতর্কও হয়ে গিয়েছে। তাই বিসিসিআই পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য দশ দফা নির্দেশিকা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই নির্দেশিকার কপি আজ সিএবি-তে পৌঁছানোর পর সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় রাতের দিকে সিএবি-তে বলেছেন, 'বিসিসিআই যা বলবে, আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য। তাই কোনও ক্রিকেটারের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে না। সবাইকেই টিম বাসে যাতায়াত করতে হবে। অন্তত আমাদের কাছে সেই নির্দেশই এসেছে আজ।'

এদিকে, দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা আজ যেমন কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন, তেমনই দুবাই থেকে ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররাও পৌঁছেছেন কলকাতায়। গতকাল গভীর রাতে লিয়াম লিভিংস্টোন পৌঁছে গিয়েছিলেন কলকাতায়। আজ তাঁর বাকি সতীর্থরাও হাজির হয়ে গিয়েছেন। আগামীকাল দুপুর ১টা থেকে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ইংল্যান্ড দলের অনুশীলন করার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে আচমকাই সেই অনুশীলন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড দল। বিকেল ৪টা থেকে ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন করবে ভারতীয় দল। দুই দলই কলকাতায় পা রাখার পর বুধবারের ম্যাচের টিকিটের চাহিদা আরও বেড়েছে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসের কথায়, 'টিকিটের প্রবল চাহিদা রয়েছে। বুধবার ইডেনের গ্যালারি ভর্তি হওয়া নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

বুধবার সন্ধ্যায় টসের পর খেলা শুরুর আগে মিনিট দশেকের একটি অনুষ্ঠান রয়েছে ইডেনে। কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামীর নামের স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে। ঝুলনের পাশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সময় হাজির থাকবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দুই দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও জস বাটলারকেও সিএবি-র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচের জন্য কলকাতায় পৌঁছে গেলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। রবি বিষ্ণোইকে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা করে সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত শর্মা ও অজিত আগরকার। মুম্বইয়ে শনিবার।

আচরণবিধি ইস্যুতে আলোচনা চান হিটম্যান

রনজি নিয়ে গম্ভীরকে 'জবাব' রোহিতের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমানে গৌতম গম্ভীর জমানা।

কড়া দাওয়াইয়ে দলের ওপর রাশ আরও শক্ত করতে বদ্ধপরিকর নতুন হেডকোচ গম্ভীর। ক্রিকেটারদের ওপর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ১০ দফা আচরণবিধি কার্যকরের নেপথ্যে নাকি গম্ভীরের চাপই মূল কারণ। রয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার চাপও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে গুরু গম্ভীরের রনজি-দাওয়াইয়ের পালটা দিলেন রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ের হয়ে পরবর্তী রনজি ট্রফির ম্যাচে খেলার কথা জানান। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটের চাপ নেওয়া কঠিন, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন রোহিত।

অধিনায়কের পাশে বসে সহমত পোষণ করেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও। জানান, এরকম কোনও বাঁধাধরা নিয়ম করা হয়নি। সময় পেলে তবেই খেলার বিষয় আসছে। সবার পক্ষে টানা তিন ফরম্যাটে খেলা সম্ভব নয়। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সফরে পরিবার সহ বোর্ডের একাধিক বিধিনিষেধ পছন্দ নয় তাও পরিষ্কার করে দেন রোহিত। সাংবাদিক সম্মেলন শুরুর আগে আগরকারকে সেই কথাই বলছিলেন। মাইক্রোফোনে যা ধরা পড়ে যায়। যেখানে রোহিতকে বলতে দেখা যায়, আচরণবিধি নিয়ে বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। দলের অনেকেই এই ব্যাপারে তাঁকে ফোন করেছেন। সময় সুযোগ পেলে বোর্ড সচিবের সঙ্গে বসবেন।

ঘরোয়া ক্রিকেট

গত ৬-৭ বছরের ক্রিকেট সূচি দেখুন। এমন কোনও সময় পাইনি, যখন আমরা ৪৫ দিন বাড়িতে কাটাতে পেরেছি। ভারতে ঘরোয়া ক্রিকেট সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শুরু হয়। শেষ হয় মার্চে। এইসময় ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচিও থাকে। ফলে দেশের হয়ে খেলার পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সময় কোথায়?

ক্রিকেটারদের বিশ্রাম

২০১৯ থেকে টানা টেস্ট খেলছি আমি। বাকি দুই ফরম্যাট ছিল। ফলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার সময় পাইনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পর খেলোয়াড়দের বিশ্রাম জরুরি। শারীরিক ও মানসিকভাবে পরের সিরিজের জন্য প্রস্তুতির জন্য সময় দরকার। তবে নিয়ম যখন রয়েছে, সময় থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। সবাই সেই চেষ্টা করছে।

গম্ভীরের সঙ্গে সমীকরণ

দুইজনেই জানি আমাদের কাজটা কী। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, তা এখানে বলতে চাই না। গম্ভীরের নিজের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। মাঠে নামার পর একইসঙ্গে অধিনায়কের ওপর আস্থা রাখে। মাঠের বাইরে সব কিছু নিয়েই আলোচনা হয়। পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থার সম্পর্ক। তবে মাঠে নামলে অধিনায়ক হিসেবে আমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

মহম্মদ সামি

সাদা বলের ক্রিকেটে সামি কতটা বিপজ্জনক আমরা সবাই তা জানি। গত ওডিআই বিশ্বকাপেই বোঝা গিয়েছিল। অর্শদীপ সিংও অভিজ্ঞ বোলার। হর্ষিত রানার (ইংল্যান্ড সিরিজের দলে) মধ্যেও সাফল্যের রসদ রয়েছে।

বুমরাহকে না পেলে

ওকে সপ্তাহ পাঁচেক বোলিং থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। আরও কিছুদিন গেলে ছবিটা পরিষ্কার হবে। এই মুহূর্তে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। ফলে বিকল্প মাথায় রাখতে হচ্ছে, যে ওই ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমাদের ভাবনায় অর্শদীপের নামও ঘুরপাক খাচ্ছে।

রনজি খেলবেন রোহিত

চোট, বিশ্রামে বিরাট-লোকেশ

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : ১০ বছর পর রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে রোহিত শর্মার। ২৩ জানুয়ারি শুরু জম্মু ও কাশ্মীর ম্যাচে মুম্বইয়ের হয়ে মাঠে নামবেন হিটম্যান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নির্বাচনি বৈঠকের পর ওয়াংখেড়ের সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান।

রোহিত দাবি করেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএলের ব্যস্ত সূচির ফলে ইচ্ছে থাকলেও ঘরোয়া ক্রিকেট এতদিন খেলতে পারেননি। আগামী দিনে সময় পেলেই মুম্বইয়ের হয়ে খেলার চেষ্টা করবেন। কয়েকদিন আগেই মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। তখনই ইঙ্গিত মিলেছিল ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন। এদিন তারই ঘোষণা রোহিতের।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আচরণবিধি এবং ছন্দ ফেরার তাগিদে রোহিত রনজিতে ফিরলেও বিরাট কোহলি কিন্তু বিশ্রামে। ২০১৩ সালে শেষবার রনজি ট্রফি খেলেছিলেন দিল্লির হয়ে। তারপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও আইপিএলে সীমাবদ্ধ বিরাটের কেরিয়ার। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা বিরাটকে খেলাতে মরিয়া থাকলেও আপাতত সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না।

বোর্ডকে বিরাট জানিয়ে দিয়েছেন ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে। ব্যথা কমাতে নিয়মিত ইনজেকশন নিতে হচ্ছে। চিকিৎসকরা বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে ২৩ জানুয়ারি রাজকোটে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে ৩০ জানুয়ারি পরের ম্যাচে খেলবেন।

চোটের কারণে কর্ণাটকের হয়ে রনজি খেলা হচ্ছে না লোকেশ রাহুলেরও। কনুইয়ে চোট। ফলে চিন্নাস্বামীতে পাঞ্জাব-কর্ণাটক ম্যাচে দেখা যাবে না। আশা করা হচ্ছে, ৩০ জানুয়ারি কর্ণাটকের পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচে লোকেশকে দেখা যেতে পারে।

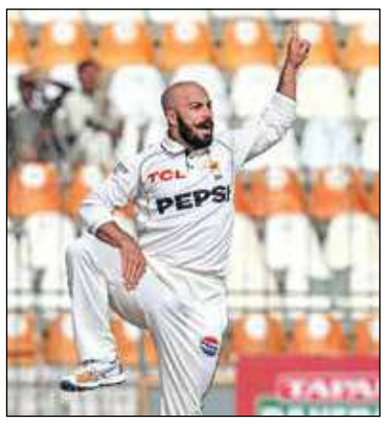

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস সাজিদ খানের।

চালকের আসনে পাকিস্তান

মুলতান, ১৮ জানুয়ারি : মুলতান টেস্টে দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের থেকে ২০২ রানে এগিয়ে পাক ব্রিগেড।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানকে লড়াকু জায়গায় নিয়ে যান সাউদ শাকিল ও মহম্মদ রিজওয়ান। শান মাসুদ, বাবর আজমরা যেখানে ক্যারিবিয়ান বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেননি, সেখানে শাকিল ৮৪ ও রিজওয়ান ৭১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। তাঁদের ব্যাটে ভর করেই ২৩০ রান তোলে পাক বাহিনী। জবাবে নৌমান আলি (৩৯/৫) ও সাজিদ খানের (৬৫/৪) স্পিনের সামনে ১৩৭ রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। এদিকে প্রথম ইনিংসে রান না পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অর্ধশতরান করেছেন পাক অধিনায়ক মাসুদ (৫২)। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্তানের স্কোর ৩ উইকেটে ১০৯। ক্রিজে কামরান গুলাম (৯) ও সাকিল (২)।

ওপেনার নিয়ে সমস্যায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : কল্যাণী পৌঁছে গিয়েছে বাংলা দল। আজ অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচের আগে দলের প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি এখনও। সৌজন্যে অভিমন্যু ঈশ্বরণের আঙুলের চোট। জানা গিয়েছে, স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচ খেলেত গিয়ে আঙুল ভেঙে গিয়েছে অভিমন্যুর। সেই ভাঙা আঙুল নিয়ে তাঁর পক্ষে রনজি ম্যাচ খেলা অসম্ভব। ফলে

রনজি ট্রফি

বাংলার হয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ওপেন কারা করবেন, স্পষ্ট নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের ক্রিকেটে সফল অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়কে ওপেনিংয়ের জন্য ভাবা হয়েছে। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের পছন্দও হয়েছে। কিন্তু অঙ্কিতের সঙ্গী ওপেনার কে হবেন? কল্যাণী থেকে রাতের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'যারা রয়েছে স্কোয়াডে, তাদের মধ্যে থেকেই কাউকে চূড়ান্ত করতে হবে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হরিয়ানা ম্যাচ। ফলে তার আগে এখনও সময় রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।' অভিমন্যুর আঙুল ভেঙে গেলেও তিনি দলের সঙ্গেই কল্যাণীতে রয়েছেন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও রয়েছেন সতীর্থদের সঙ্গে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে দুইজনকেই খেলানোর মরিয়া চেষ্টা হচ্ছে। বাস্তবে সম্ভাবনা বেশ কম।

অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দলের সংবর্ধনায় চমক মিতালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় ক্রিকেটে বহুদিনই সাফল্য নেই বাংলার। বহুদিনের সেই খরা এবার কাটিয়েছে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ক্রিকেট দল। বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দলকে সোমবার সংবর্ধনা দিতে চলেছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। আর সেই সংবর্ধনার আসরে চমক হিসেবে হাজির থাকছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। ঝুলন গোস্বামী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের সঙ্গে মিতালিও বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ক্রিকেট দলকে সংবর্ধিত করবেন। পাশাপাশি বাংলা ক্রিকেটের আগামীর প্রতিভাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন ঝুলন-মিতালিরাও। আজ সন্ধ্যার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ক্রিকেট দলকে সোমবার ইডেনেই সংবর্ধনা দিতে চলেছি আমরা। ঝুলন, সৌরভের পাশে মিতালিও থাকবে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে।' অনুষ্ঠানের মূল চমক হিসেবে থাকতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। তাঁকে সোমবারের অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সিএবি-র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। রাত পর্যন্ত সূর্যের সম্মতি মেলেনি। তবে সিএবি কর্তারা আশায় রয়েছেন সূর্যকে পাওয়ার ব্যাপারে।

থাকতে পারেন সূর্যকুমার

চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটক

ভদোদরা, ১৮ জানুয়ারি : বিজয় হাজারে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল কর্ণাটক। তাদের জয়ের কারিগর রবিচন্দ্রন স্মরণ (৯২ বলে ১০১)। তাঁর গড়া ভিতে দাঁড়িয়ে ঝড় তোলেন অভিনব মনোহর (৪২ বলে ৭৯) ও কৃষ্ণাণ শ্রীজিৎ (৭৪ বলে ৭৮)। যা কর্ণাটককে পৌঁছে দেয় ৩৪৬/৬ স্কোরে। ব্যাটিং সহায়ক পিচে ওপেনার ধ্রুব শোরের (১১০) ব্যাটে ভর করে পালটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিদর্ভও। যদিও কর্ণাটকের তিন পেসার বাসুকি কৌশিক (৪৭/৩), অভিলাষ শেট্টি (৫৮/৩) ও প্রসিধ কৃষ্ণার (৮৪/৩) দাপটে তা যুতসই হয়নি। ৭৫২ গড় নিয়ে ফাইনাল খেলতে নামা করুণ নায়ারকে ২৭ রানেই থামিয়ে দেন কৃষ্ণা। বিদর্ভ ৪৮.২ ওভারে ৩১২ রানে অল আউট হয়।

শতরানের পর রবিচন্দ্রন স্মরণ। শনিবার বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে।

জয়ে ফিরল লিভারপুল

লিভারপুল, ১৮ জানুয়ারি : শীর্ষে থাকলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচে ড্র করেছিল লিভারপুল। শনিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ২-০ গোলে জিতে আর্নে স্লটের দল জয়ের সরণিতে ফিরল। তবে ৯০ মিনিটে গোল তারা গোল পায়নি। শেষপর্যন্ত সংযুক্তি সময়ের প্রথম ও তৃতীয় মিনিটে পরিবর্ত ডারউইন নুনেজের জোড়া গোল তাদের ৩ পয়েন্ট এনে দেয়।

আন্তঃসাই কোচিং ক্যাম্প ফুটবল শুরু আজ

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : আন্তঃসাই কোচিং ক্যাম্প ফুটবল রবিবার শুরু হবে। স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সাইয়ের জলপাইগুড়ির প্রধান ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, ৫টি মহিলা দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে এসকেআর

জলপাইগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ষড়শিবালা দত্ত ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল সাউথ বেরুবাড়ি গৌড়চণ্ডী এসকেআর ফুটবল অ্যাকাডেমি। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। জেওয়াইসিসি মাঠে গোল করেন সুকৃতি রায় ও ম্যাচের সেরা বিশাখা বর্মন।

NOTICE OF NIT

NIT is hereby invited by undersigned vide-NIT No. 02/PKGP/24-25 & 03/PKGP/22-25 Dated : 17/01/25 Date of sale of Tender Form on any working day from 17.01.25 to 24.01.25 (From 11.00 AM to 4.00 PM) Last date of dropping of sealed Tender Form on or before : 27.01.25 (upto 3.00PM) Date of opening of Tender-28.01.2025 for (NIT-02) & 29.01.2025 for (NIT-03) at 1.00 PM. Other details are available at Notice Board in office.

Sd/- Pradhan, Patlakhawa Gram Panchayat, Alipurduar-I Block